# স্বীয় দর্শনে শ্রীমানিক

# স্বীয় দর্শনে শ্রীমানিক

শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্বপ্নে ধ্যানে তন্দ্রায় ও জাগরণে
নানা দর্শন ও অনুভূতিসমূহের কালানুক্রমিক
এক সংকলন।

বোলপুর পাঠচক্রের নিবেদন

**স্বীয় দর্শনে শ্রীমানিক**
প্রথম প্রকাশ — ২৬ কার্তিক, ১৪২৯
ইং ১৩ নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক — **মানিক**
প্রযত্নে, স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ৯৪৭৫০০৭১৬৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়— মন্দ্রিতা চ্যাটার্জী
রূপায়ণে — দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী

সংকলন সহায়তায়—শোভন ধীবর

**প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ-**
***শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে চৈতন্যের পরম বিবর্তন (Comsic evolution) ও তার পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ—নির্গুণে লীন হয়ে জগৎচৈতন্য হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে।।***

মুদ্রক ঃ গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স
২২, গিরিশ এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৩

**মূল্য - ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**

**<u>প্রাপ্তিস্থান</u>**

১) স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, ওয়ার্ড নং-৩
বোলপুর, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৯৪৭৫০০৭১৬৮

২) তরুণ ব্যানার্জী
জামবুনি, ওয়ার্ড নং-৬
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ ঃ ৭৯০৮১৮৮৫৭৩

৩) রাজীব রায়চৌধুরী
সখের বাজার, কলকাতা-৩৮
দূরভাষ ঃ ৮৬১৭৭৯৬১৭৯

৪) অমরেশ চ্যাটার্জী
ইলামবাজার, বীরভূম।
দূরভাষ ঃ ৮২৫০৭১৩৮৯৯



# নিবেদন

ধর্মজগতে Culture বা কৃষ্টি হল আপনা হতে আত্মিক স্ফুরণ হওয়া এবং সেই সকল দর্শনের ভিতরের জ্ঞান ধারণ করে জীবনে পথ চলা। বেদ বলছে—অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু অর্থাৎ মানুষ ব্রহ্ম। নিজের ব্রহ্মসত্তা তথা স্বরূপ দর্শন ও উপলব্ধি এবং জগতের বহু মানুষের দর্শনে তার সমর্থনের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে এই Culture হারিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভু থেকে তা আবার পুনরুজ্জীবিত (revived) হ'ল। তিনি চব্বিশ বছর বয়সে স্বপ্নে মন্ত্র পেলেন। পণ্ডিত নিমাই হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। কিন্তু তার ভিতরে Self evolution হল না। তিনি ভক্তি উন্মাদ হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এগারো বছর বয়সে আনুড় গ্রাম যাবার পথে জ্যোতি দর্শন করে সমাধিস্থ হলেন। তারপর তার নানা দর্শন অনুভূতি হয়ে আত্মা বা ভগবান দর্শন হয়েছে। পরে মানুষরতন দর্শন করে অবতারত্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ অবতার হয়েছেন। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে তার ভিতর হয়ে চলা Self evolution থেমে গেল—তা চরম মাত্রা লাভ করে Cosmic evolution সংঘটিত হয়নি। সেটা হলে মানুষটি Cosmic man হয়ে যান এবং বহু মানুষের অন্তরে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে সকলকে তার সাথে আত্মিকে এক করতে থাকেন, জেগে ওঠে একত্বের কৃষ্টি।।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বারো বছর চার মাস বয়সে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ করেন। তেরো বছর আট মাসে, এক রাত্রে এই সচ্চিদানন্দগুরু স্বামী বিবেকানন্দের রূপে তাকে সম্পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেন। পরে বুঝেছিলেন, রাজযোগ মানে আপনা হতে হওয়া। অজস্র দর্শন অনুভূতি হতে লাগলো তার অথচ সাধন ভজনের কোন বালাই তার ছিল না। কোনদিন পূজা অর্চনা করেন নি। একটা মন্ত্রও জানা ছিল না তার। চব্বিশ বছর আট মাসে হ'ল বেদ কথিত সুদুর্লভ অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মাসাক্ষাৎকারের অনুভূতি। এরপর বেদান্তের অনুভূতি সকল, পরে অবতারতত্ত্বের সাধন ও শেষে রসতত্ত্বের সাধন। প্রত্যেকটি সাধন পর্যায় শেষ হতে সময় লেগেছিল বারো বছর চার মাস। ব্যষ্টির

সাধন তথা Self evolution সম্পূর্ণ হল। এরপর তাঁর নিজের আত্মিক অবস্থা বোঝানোর জন্য নানা দর্শন অনুভূতি হতে লাগলো। সাথে সাথে চলল নিজের দর্শন অনুভূতিগুলি নিয়ে মনন। তিনি Cosmic Man (বিশ্বজনীন মানব) রূপে চিন্ময় শরীরে ফুটে উঠতে লাগলেন জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তরে। যেমন কোন কৃত্রিম উপগ্রহ (ভূসমলয়—Geostationary Satalite) গতি বাড়িয়ে ছুটে চলে নির্দিষ্ট একটি উচ্চতায় উঠে গিয়ে পৃথিবীর আবর্তন গতির সাথে সমান গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে, ঠিক সেই রকম Cosmic evolution হলো চৈতন্যের অপরিবর্তনীয় একটি অবস্থা লাভ যা এক জ্ঞানের অভিমুখে মনুষ্যজাতির আত্মিক চেতনার ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন করে।

আমরা জানি, Truth Comes from reverse and its verasity is corroborated by whole human race. যে নির্গুণ থেকে তার ভিতরে দর্শনগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, ঐ দর্শনগুলির বিশ্লেষণে reverse thinking এর (উৎসমুখী চিন্তার) মাধ্যমে সেই উৎসকে জানা, নির্গুণকে জানা চলতে লাগলো। নিজের স্বরূপের বোধ দৃঢ়তা পেল। আর জগতের মানুষ তাকে নিয়ে যেসব দর্শন লাভ করেছে তা তাকে জানাতে লাগলো। উনি যে সত্যমূর্তি হয়ে উঠেছেন, ধর্মজগতে একত্বের কৃষ্টির জনক হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ দিতে লাগলো। তাঁর চৈতন্যের Cosmic evolution (পরম বিবর্তন)-এর সঙ্গে আমাদের মননশীলতা বৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তার দর্শনগুলির পর্যালোচনার গুরুত্ব আমাদের কাছে অসীম। একথা মনে রেখে কালানুক্রমিক ভাবে তার দর্শন ও অনুভূতিগুলি এবং দৈববাণী সকল একত্র সংকলনের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। বহু দর্শনের সঠিক সময় তার অনুরাগীদের দিনলিপিতে উল্লেখ না থাকায় বাকী ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুমান করে সেগুলি সময় ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিছু অনুভূতির উল্লেখ কোন দিনলিপিতে নেই, সেগুলি ত্রৈমাসিক "মানিক্য" পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

আশাকরি সুধী পাঠকবৃন্দের যথাযথ আধ্যাত্মিক অনুশীলনে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করবে।

ইতি—

২৬শে কার্তিক ১৪২৯



# সূচীপত্র


| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১. | ১৮৯৬-৯৭ (তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে) | জাগ্রতে—কালী দর্শন | ২৭ |
| ২. | ১৮৯৭ (চার বছর বয়সে) | জাগ্রতে—পরাবিদ্যা দর্শন | ” |
| ৩. | ১৯০৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন- গরু গুঁতিয়ে দিলে | ২৮ |
| ৪. | ১৯০৪ (১১ বছর বয়সে) | জাগ্রতে—শীতলা দর্শন | ” |
| ৫. | ১৯০৫ | স্বপ্ন—সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ | ২৯ |
| ৬. | ১৯০৫ | স্বপ্ন—মন্ত্র অগ্রাহ্য | ৩০ |
| ৭. | ১৯০৬/০৭ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—মাহেশ আর বল্লভপুরে যাবার নির্দেশ | ” |
| ৮. | ১৯০৭ | স্বামীজী কর্তৃক রাজযোগ শিক্ষা | ” |
| ৯. | ১৯০৭ | কুণ্ডলিনী জাগরণ | ” |
| ১০. | ১৯০৭ | তলপেটে জল দর্শন | ৩১ |
| ১১. | ১৯০৭ | কৃপাসিদ্ধ | ” |
| ১২. | ১৯০৭ | চিন্ময় জগৎ দর্শন | ৩২ |
| ১৩. | ১৯০৭ | স্বপ্ন—শ্রীমকে দেখা | ” |
| ১৪. | ১৯০৭ | স্বপ্ন—বিয়ের সংস্কার কাটা | ” |
| ১৫. | ১৯০৮ | জপসিদ্ধ | ৩৩ |
| ১৬. | ১৯০৮ | পিঠে রামকৃষ্ণ নাম ফুটল | ” |
| ১৭. | ১৯১০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—সিনেমা সৃষ্টির আগেই মুভি দেখা | ৩৪ |
| ১৮. | ১৯১০ (আনুমানিক) | রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ | ” |
| ১৯. | ১৯১৩ (আনুমানিক) | গীতগোবিন্দ পড়ার ফল | ” |
| ২০. | ১৯১৪/১৫ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—মা মুখ বাঁকিয়ে দে | ৩৫ |
| ২১. | ১৯১৫ | স্বপ্ন- চণ্ডীদাস দর্শন | ” |
| ২২. | ১৯১৭ | জাগ্রতে—নিজেকে অর্ধনারীশ্বর রূপে দর্শন | ” |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২৩. | ১৯১৭ | ধ্যানে—ইষ্টমূর্তি দর্শন | ৩৬ |
| ২৪. | ১৯১৭ | অর্ধবাহ্য দশা | ” |
| ২৫. | ১৯১৭ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—জ্ঞানচক্ষু দর্শন | ৩৭ |
| ২৬. | ১৯১৭ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—রহস্যময়ী মায়া | ” |
| ২৭. | ১৯১৮ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—রেশমের পর্দার ওপাশে সূর্য দেখা | ৩৮ |
| ২৮. | ১৯১৮ (আনুমানিক) | দেবভাব | ” |
| ২৯. | ১৯১৮ | জাগ্রতে—আত্মা সাক্ষাৎকার | ৩৯ |
| ৩০. | ১৯১৮ | শুদ্ধমন | ৪০ |
| ৩১. | ১৯১৮ | তুমি তো ধ্যানসিদ্ধ | ” |
| ৩২. | ১৯১৯ | স্বপ্ন—রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শন | ” |
| ৩৩. | ১৯১৯ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—ঘুঁটির ভিতর মাছ কাঁকড়া | ৪১ |
| ৩৪. | ১৯২০ | স্বপ্ন— World Geography জানা | ” |
| ৩৫. | ১৯২০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—ঘুমের সময় মনের অবস্থান | ৪২ |
| ৩৬. | ১৯২০ | প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ | ” |
| ৩৭. | ১৯২১ | স্বপ্ন—ভবিষ্যৎ দেখা | ” |
| ৩৮. | ১৯২২ | স্বপ্ন—সব জায়গা আবার দেখে যাব | ৪৩ |
| ৩৯. | ১৯২২ | স্বপ্ন—আমার ১৬ আনা আর তোর ৩২ আনা | ” |
| ৪০. | ১৯২২ (আনুমানিক) | দৈববাণী—টাকা না নিলে কষ্ট হবে | ” |
| ৪১. | ১৯২৫ | স্বপ্ন —খাটবি খাবি | ৪৪ |
| ৪২. | ১৯২৫ | স্বপ্ন—রঘুবীর শালগ্রাম দেখা | ” |
| ৪৩. | ১৯২৫ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—গরু কিনতে নিষেধ | ৪৫ |
| ৪৪. | ১৯২৫/২৬ | স্বপ্ন—ফটিকের বিয়ের কথা জানা গেল | ” |
| ৪৫. | ১৯২৫/২৬ | স্বপ্ন—পকেটমার সাধু | ” |
| ৪৬. | ১৯২৬/২৭ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—মঠে যাওয়া নিষেধ | ৪৬ |
| ৪৭. | ১৯২৬/২৭ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—পাথরের পুলক | ” |
| ৪৮. | ১৯২৭ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—স্পেশাল গুণ | ৪৭ |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৪৯. | ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে চারবার | স্বপ্ন—বিদ্যামায়া তাড়ানো—Holy Hound | ৪৭ |
| ৫০. | ১৯২৭/২৮ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—সাপের খোলস দর্শন | ৪৮ |
| ৫১. | ১৯২৯ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—মার দর্শন | ” |
| ৫২. | ১৯৩০ (আনুমানিক) | দেহ আত্মা পৃথকের অনুভূতি | ৪৯ |
| ৫৩. | ১৯৩০ | ব্রহ্মজ্ঞানের ফুটকাটা—স্থান ও কালের নাশ | ” |
| ৫৪. | ১৯৩০ | স্বপ্ন—বিশ্বরূপ দর্শন | ৫০ |
| ৫৫. | ১৯৩০ | স্বপ্ন—হাতে শালগ্রাম শিলা | ” |
| ৫৬. | ১৯৩০ | জাগ্রতে—পার্থসারথি দর্শন | ৫১ |
| ৫৭. | ১৯৩০ | স্বপ্ন—বিশ্ববীজবৎ | ” |
| ৫৮. | ১৯৩০ | জগৎ স্বপ্নবৎ | ” |
| ৫৯. | ১৯৩০ | জড় সমাধি | ৫২ |
| ৬০. | ১৯৩০ | নাদ ভেদ | ” |
| ৬১. | ১৯৩০ | স্থিত সমাধি | ৫৩ |
| ৬২. | ১৯৩০ | তত্ত্ব জ্ঞান | ” |
| ৬৩. | ১৯৩০ | স্বপ্ন—তত্ত্বফল আহরণ | ” |
| ৬৪. | ১৯৩০ | ধ্যানে—বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার | ৫৪ |
| ৬৫. | ১৯৩০ | তুরীয়—পরমাত্মা সাক্ষাৎকার | ৫৫ |
| ৬৬. | ১৯৩০ | স্বপ্ন—অর্ঘ্যপুট বা কাকীমুখ দর্শন | ” |
| ৬৭. | ১৯৩০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—স্বামীজীর হাতে একত্বের পতাকা—প্রণাম নিলেন না | ৫৬ |
| ৬৮. | ১৯৩০ | জাগ্রতে—ঋষি দর্শন | ” |
| ৬৯. | ১৯৩০ | ধ্যানে —চৈতন্য সাক্ষাৎকার—নির্বীজ সমাধি | ৫৭ |
| ৭০. | ১৯৩০ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—চৈতন্যের অবতরণ, চেতন সমাধি ও ঈশ্বরকটিত্ব | ” |
| ৭১. | ১৯৩০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—প্রথম কালপুরুষ দর্শন | ৫৮ |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৭২. | ১৯৩০/৩১ | ধ্যানে—শীর্ণা গোক্ষুর মণ্ডলী বা গোকুল মন্ডলী | ৫৮ |
| ৭৩. | ১৯৩০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—অষ্টপাশ খোলা | ” |
| ৭৪. | ১৯৩১ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—আমগাছ দেখা ও নাক জুবড়ে আম খাওয়া | ৫৯ |
| ৭৫. | ১৯৩১ (আনুমানিক) | মায়ের কাছে ভক্তি প্রার্থনা | ” |
| ৭৬. | ১৯৩১ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়া | ” |
| ৭৭. | ১৯৩১ (আনুমানিক) | মহাবায়ু জাগরণ | ৬০ |
| ৭৮. | ১৯৩২/৩৩ | স্বপ্ন—বাবুর বাগান | ” |
| ৭৯. | ১৯৩২/৩৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—খাঁচায় ব্রহ্মদৈত্য | ৬২ |
| ৮০. | ১৯৩৩ | স্বপ্ন—পুজোর আনন্দ সাত্ত্বিক ভোগ | ৬৩ |
| ৮১. | ১৯৩৮ (আনুমানিক) | স্বপ্ন — Property মানে অষ্টপাশ | ” |
| ৮২. | ১৯৪০/৪১ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—বিছানায় মধুপাত দর্শন | ” |
| ৮৩. | ১৯৪৩ | জাগ্রতে—মানুষ রতন দর্শন | ৬৪ |
| ৮৪. | ১৯৪৩ | রসের সাধন | ” |
| ৮৫. | ১৯৪৩ | স্বপ্ন—আদেশ | ৬৫ |
| ৮৬. | ১৯৪৩ | দেবলীলা | ” |
| ৮৭. | ১৯৪৩ | স্বপ্ন—বিদ্যা আশ্রয় করলো | ” |
| ৮৮. | ১৯৪৩ | স্বপ্ন—মা ও মাসী প্রণাম করে গেল | ৬৬ |
| ৮৯. | ১৯৪৩ | স্বপ্ন—খাটে রামকৃষ্ণ ও দরজায় সারদা মা | ” |
| ৯০. | ১৯৪৩ | অবতার একাই আছে | ৬৭ |
| ৯১. | ১৯৪৩ | স্বপ্ন—মূলাধারে যোগসূত্র দর্শন | ” |
| ৯২. | ১৯৪৩ | জাগ্রতে—ঈশ্বরীয় আবেশ | ৬৮ |
| ৯৩. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—সাঁকো থেকে ওঠা | ” |
| ৯৪. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—মানিক কুড়িয়ে পাওয়া | ” |
| ৯৫. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | দৈববাণী—জন্ম সন্ন্যাসী | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৯৬. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—ব্যায়ামাগারে না গিয়ে মোটরে চাপা | ৬৯ |
| ৯৭. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | দৈববাণী—Skin and karnel (খোসা ও বীজ) | ” |
| ৯৮. | ১৯৪৩ (আনুমানিক) | ভাব | ” |
| ৯৯. | ১৯৪৩/৪৪ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—আঁটি ফেলে দেন | ” |
| ১০০. | ১৯৪৩/৪৪ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—পাঁকাল মাছ | ৭০ |
| ১০১. | ১৯৪৩/৪৪ (আনুমানিক) | প্রত্যাহার সমাধি | ” |
| ১০২. | ১৯৪৪ | মেঘ দেখে ভাব ও মহাভাব | ” |
| ১০৩. | ১৯৪৪ (আনুমানিক) | লিঙ্গশরীর দর্শন | ৭১ |
| ১০৪. | ১৯৪৪ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—পাকা আমি | ” |
| ১০৫. | ১৯৪৪ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—চাপরাস লাভ | ” |
| ১০৬. | ১৯৪৪ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—বৃহস্পতি কর্তৃক পুজো লাভ | ৭২ |
| ১০৭. | ১৯৩০/৩১ (আনুমানিক) | মুখের মধ্যে জগৎকে আকর্ষণ | ” |
| ১০৮. | ১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—ভাবে শিবঠাকুরের সাথে করমর্দন | ” |
| ১০৯. | ১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক) | ধ্যানে দর্শন — ষোড়শী মূর্তি | ” |
| ১১০. | ১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—আমার এত আনন্দ কেন? | ৭৩ |
| ১১১. | ১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—মহম্মদের সময়কার দৃশ্য | ” |
| ১১২. | ১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—কবীরকে দর্শন | ” |
| ১১৩. | ১৯৪৫ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—নারদকে দেখা | ৭৪ |
| ১১৪. | ১৯৪৬ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—ঢেঁকি দর্শন | ৭৫ |
| ১১৫. | ১৯৪৬/৪৭ (আনুমানিক) | জাগ্রতে—যীশু দর্শন | ” |
| ১১৬. | ১৯৪৮ (আনুমানিক) | ধ্যানে—হাতে তরমুজ পাওয়া | ” |
| ১১৭. | ১৯৪৮ (আনুমানিক) | দৈববাণী—অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন? | ৭৬ |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১১৮. | ১৯৪৯ (আনুমানিক) | দৈববাণী—এত গরম জিনিস খাস কেন? | ৭৬ |
| ১১৯. | ১৯৪৯ | স্বপ্ন—যৌগিক ব্যাখ্যা লেখার আদেশ | ” |
| ১২০. | ১৯৪৯ | স্বপ্ন—লিখে খাওয়ানোর আদেশ | ” |
| ১২১. | ১৯৪৯ | স্বপ্ন—ঠাকুরের চোখ থেকে চশমা খুলে গেল | ৭৭ |
| ১২২. | ১৯৪৯ | ধ্যানে দৈববাণী—এবার নীল চৈতন্য | ” |
| ১২৩. | ১৯৫০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—ভবিষ্যৎ ভক্ত | ৭৮ |
| ১২৪. | ১৯৫২ | স্বপ্ন—অবতারত্ব ঘুচল | ” |
| ১২৫. | ১৯৫২ | ট্রান্সে দর্শন—জগতে ভিক্ষা করা | ” |
| ১২৬. | ১৯৫২ | স্বপ্ন—উত্তরের দরজা খোলা | ৭৯ |
| ১২৭. | ১৯৫২ | স্বপ্ন—অনাথবন্ধু দর্শন | ” |
| ১২৮. | ১৯৫৩ (আনুমানিক)- | স্বপ্ন—সারপ্লাস হয়েছে | ” |
| ১২৯. | জুলাই, ১৯৫৩ | স্বপ্ন—আজ্ঞা পাওয়া | ৮০ |
| ১৩০. | ২২/১০/১৯৫৩ | স্বপ্ন—অবতারদের ঘরে যাওয়া | ” |
| ১৩১. | ১৯৫৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—ছাতা হারানো | ” |
| ১৩২. | ১৯৫৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—গ্রীকদেবী জুনো দর্শন | ৮১ |
| ১৩৩. | ১৯৫৩ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—কানাই চুল চুরি করে | ” |
| ১৩৪. | ১৯৫৪/৫৫ (”) | কালী খাব সমাধি | ” |
| ১৩৫. | ১৯৫৪/৫৫ (”) | ডানা ঝাড়া সমাধি | ” |
| ১৩৬. | ১৯৫৪/৫৫ (”) | স্বপ্ন—জগন্নাথ দর্শন | ৮২ |
| ১৩৭. | ১৯৫৪/৫৫ (”) | ধ্যানে দর্শন ও তাঁর ইচ্ছায় অন্যের দর্শন (পোনা উঠছে) | ” |
| ১৩৮. | ১৯৫৪/৫৫ (”) | জাগ্রতে—পেটের ভিতর যেন সন্তান —জ্যোতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল | ৮৩ |
| ১৩৯. | ১৯৫৪-৫৫ (আনুমানিক) | সচ্চিদানন্দ অবস্থা | ” |
| ১৪০. | এপ্রিল, ১৯৫৫ | স্বপ্ন—শোওয়ার জায়গা হবে না | ৮৪ |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৪১. | ৩১/৫/১৯৫৫ | জাগ্রতে—অস্থিমজ্জা জ্বলে ওঠার দর্শন | ৮৪ |
| ১৪২. | ১৬/৯/১৯৫৫ | স্বপ্ন—ফেরী করা | ” |
| ১৪৩. | ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে | স্বপ্ন—মাটিতে জল ঢালা | ৮৫ |
| ১৪৪. | ৩০/১২/১৯৫৫ | স্বপ্ন—মহম্মদ ও মহামায়া নয়, এক শিশু ফল দিল | ” |
| ১৪৫. | ১৯৫৫ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—লীলা থেকে নিত্য (ঐশ্বর্যময়ী এক নারী দর্শন) | ” |
| ১৪৬. | ১৯৫৫-৫৬ (আনুমানিক) | কিলকিঞ্চন সমাধি | ৮৬ |
| ১৪৭. | জানুয়ারী, ১৯৫৬ | দৈববাণী—তুই মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা ক’স! | ” |
| ১৪৮. | ১৭/২/১৯৫৬ | ট্রান্সে দর্শন—সুধীনবাবুর কোলে মাথা | ৮৭ |
| ১৪৯. | ০২/০৩/১৯৫৬ | নস্যির শিশির ছিপি খুলে যাওয়া | ” |
| ১৫০. | ০৪/০৩/১৯৫৬ | স্বপ্ন—ছানা ও সন্দেশ খাওয়া | ” |
| ১৫১. | ২০/৪/১৯৫৬ | স্বপ্ন—আদিপুরুষ ও মহামায়া দর্শন | ৮৮ |
| ১৫২. | ২২/০৫/১৯৫৬ | স্বপ্ন—আদ্যাশক্তি কাতান (খড়্গ) দিল, ঢাল দিল না | ” |
| ১৫৩. | ৩/৯/১৯৫৬ | তন্দ্রায়—নিতাইবাবুর গলায় কালো পৈতে | ৮৯ |
| ১৫৪. | ১/১০/১৯৫৬ | দৈববাণী —সোনার অন্নপূর্ণার আহ্বান | ” |
| ১৫৫. | নভেম্বর ১৯৫৬ | দৈববাণী—পাশ্চাত্য কাঁদছে | ” |
| ১৫৬. | ১৯৫৬ | স্বপ্ন—জিতেনবাবুর ও নাথবাবুর পূর্বজন্ম দর্শন | ৯০ |
| ১৫৭. | ১৯৫৬ | স্বপ্ন—বঙ্কিমবাবুর পূর্বজন্ম দর্শন | ” |
| ১৫৮. | ১৯৫৬ | স্বপ্ন—মুনি দর্শন-রাজবাড়ীতে যাওয়া | ” |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৫৯. | ১৯৫৬ | স্বপ্ন—দু'জন থাকবে না, একজন থাকবে | ৯১ |
| ১৬০. | ১৯৫৬ | স্বপ্ন—সব আতর বিক্রি হয়ে গেছে | ” |
| ১৬১. | ১৯৫৬ | জাগ্রতে—জিতুকে দেখে জিতু হয়ে গিয়ে রামগান শোনা | ৯২ |
| ১৬২. | ১৯৫৬ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—গলা জলে দাঁড়িয়ে—মুখের কাছে ছাড়ানো পেঁপে | ” |
| ১৬৩. | ১৯৫৬ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—কোরান পড়বার আদেশ | ” |
| ১৬৪. | ১৯৫৬ (আনুমানিক) | তন্দ্রায়—ধোপানী কাপড় নিয়ে গেল | ৯৩ |
| ১৬৫. | ১৯/২/১৯৫৭ | স্বপ্ন—আমি বড়বাবু বলে দেরী করতে পারি | ” |
| ১৬৬. | ৫/৩/১৯৫৭ | স্বপ্ন—দেহরক্ষার পূর্বাভাস | ” |
| ১৬৭. | ২৩.৩.১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—শ্রীম'র প্রণাম | ৯৪ |
| ১৬৮. | মার্চ, ১৯৫৭ | স্বপ্ন—পোনার দমপোক্তা | ” |
| ১৬৯. | ২১/৪/১৯৫৭ এর কয়েকদিন আগে | স্বপ্ন—এক থোলো লিচু | ” |
| ১৭০. | ১৮/৫/১৯৫৭ | ধ্যানে লয় হবার চেষ্টা বিফল (পক্ষাঘাত হয়ে যাবে) | ৯৫ |
| ১৭১. | ২৬/৫/১৯৫৭ | স্বপ্ন—শিরদাঁড়ার পাব খোলা | ” |
| ১৭২. | ১/৬/১৯৫৭ | স্বপ্ন—কৃষ্ণ ও বলরাম দর্শন | ” |
| ১৭৩. | ২/৬/১৯৫৭ | স্বপ্ন—বাড়ীতে সাদা গরু কেনা হয়েছে | ৯৬ |
| ১৭৪. | ৭/৬/১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—মুখে আঙুল অসীম | ৯৭ |
| ১৭৫. | ৭/৬/১৯৫৭ | স্বপ্ন—দর্জি দুটো জামা এনে দিল | ” |
| ১৭৬. | ১৫/৬/১৯৫৭ | জাগ্রতে—চোখের সামনে সব ভেসে ওঠা | ৯৮ |
| ১৭৭. | ১৫/৬/১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—সকলে প্রণাম করছে | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৭৮. | ২৯/৬/১৯৫৭ | Vision —এক ঝুড়ি ডিম | ৯৮ |
| ১৭৯. | ২০/৭/১৯৫৭ | সুপুরি খাওয়া বন্ধ হ'ল | ” |
| ১৮০. | ২২/৭/১৯৫৭ | স্বপ্ন—ঠাকুরের দেশের তিনজন লোক এসেছে | ৯৯ |
| ১৮১. | ২৪/৭/১৯৫৭ | স্বপ্ন—শ্রীকান্তবাবুকে দেখা | ” |
| ১৮২. | ২৬/৭/১৯৫৭ | স্বপ্ন—জেলে ও মুক্তমাছ দুইই তিনি | ১০০ |
| ১৮৩. | ৩১/৭/১৯৫৭ | তন্দ্রায়—প্রফুল্লকে দর্শন | ” |
| ১৮৪. | ১১/৮/১৯৫৭ | স্বপ্ন—ট্রেন আটকে আছে | ” |
| ১৮৫. | ২৩/৮/১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—তরমুজ হাতে এল | ১০১ |
| ১৮৬. | ২৫/৮/১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—বাবা কিছু announce করছেন | ” |
| ১৮৭. | ২৫/৮/১৯৫৭ | ধ্যানে দর্শন—ধর্মের ভার ভগবান নিজের হাতে নিয়েছেন | ” |
| ১৮৮. | ২৮/৮/১৯৫৭ | স্বপ্ন—সিদ্ধিদাতা গণেশ | ” |
| ১৮৯. | ১২/৯/১৯৫৭ | স্বপ্ন—ভূ কৈলাসের সাধু- সাড়ে পাঁচ আনার কৈ | ১০২ |
| ১৯০. | নভেম্বর, ১৯৫৭ | দৈববাণী —“বলবি, ঠাকুর কৃপা করে ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন” | ” |
| ১৯১. | নভেম্বর, ১৯৫৭ | দৈববাণী—“আদর্শবাদের ফল ফলবে” | ১০৩ |
| ১৯২. | নভেম্বর, ১৯৫৭ | দৈববাণী—“সব দান করে ফেললে !” | ” |
| ১৯৩. | ১৯৫৭ | পূর্ববর্তী আচার্যদের কিছু হয় নি | ” |
| ১৯৪. | ১৯৫৭ | স্বপ্ন—বড় ছেলে | ” |
| ১৯৫. | ১৯৫৭ | স্বপ্ন—চিংড়ী নয় বড় কৈ চাইছেন | ১০৪ |
| ১৯৬. | ১৯৫৭ | স্বপ্ন—Reward পাবে | ” |
| ১৯৭. | ১৯৫৭ | গ্রহণের সময় দেহে ভাবের প্রকাশ | ” |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১৯৮. | ১৯৫৭ | দৈববাণী—সকালে লুচি খাওয়া উঠল | ১০৫ |
| ১৯৯. | ১/১/১৯৫৮ | স্বপ্ন—সুখের সময় গিয়ে দুঃখের সময় এল | ” |
| ২০০. | ৭/১/১৯৫৮ | স্বপ্ন—আকাশে ফ্লাগ উড়ছে | ” |
| ২০১. | ২৪/১/১৯৫৮ | জাগ্রতে—বিশ্বে আকাশে ওতপ্রোত | ” |
| ২০২. | ২৯/১/১৯৫৮ | দৈববাণী—পরমায়ু বেড়ে গেছে | ১০৬ |
| ২০৩. | ১৪/২/১৯৫৮ | স্বপ্ন —আর চাকরী দেবে না | ” |
| ২০৪. | ২৮/৪/১৯৫৮ | স্বপ্ন—পাতাল ফোঁড়া শিব বেরুবে | ” |
| ২০৫. | এপ্রিল, ১৯৫৮ | ধ্যানে দর্শন—ভাইয়ের নাম গেজেট হয়েছে | ১০৭ |
| ২০৬. | এপ্রিল, ১৯৫৮ | স্বপ্ন—অফিসে ১৪ আনা মাইনে পড়ে আছে | ” |
| ২০৭. | ৮/৫/১৯৫৮ | ট্রান্সে দর্শন—সুইচ টেপার ইচ্ছা হ’ল না | ” |
| ২০৮. | ৯/৫/১৯৫৮ | স্বপ্ন—ট্রান্সের বাংলা অর্থ | ১০৮ |
| ২০৯. | ১৭/৫/১৯৫৮ | স্বপ্ন—বর্ধমান | ” |
| ২১০. | মে, ১৯৫৮ | রামকৃষ্ণ, অভয় ও আনন্দ—এদের প্রত্যেককে চার মাস ধরে দেখা | ” |
| ২১১. | ৩/৬/১৯৫৮ | স্বপ্ন—ব্রহ্মত্বে অভিষেক ও মণীন্দ্রকে দর্শন | ১০৯ |
| ২১২. | ৪/৬/১৯৫৮ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—কথামৃত খেয়ে নিলেন | ” |
| ২১৩. | ২৪/৬/১৯৫৮ | তূরীয়—নির্গুণ দর্শন | ১১০ |
| ২১৪. | ১/৭/১৯৫৮ | স্বপ্ন—পূর্ণকে দেখা | ” |
| ২১৫. | ৭/৭/১৯৫৮ | ধ্যানে দৈববাণী—Sir Humphry Davy–দু’বার | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২১৬. | ১১/৭/১৯৫৮ | স্বপ্ন—তলবকার উপনিষদ | ১১১ |
| ২১৭. | ২৮/৭/১৯৫৮ | Vision -গঙ্গাদেবী ও নবকে দর্শন | ” |
| ২১৮. | ৩০/৭/১৯৫৮ | Vision-এ দেখে অপরের রূপে পরিবর্তিত হওয়া | ” |
| ২১৯. | ৯/৮/১৯৫৮ | স্বপ্ন—অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি নয়, অমূল্য | ১১৩ |
| ২২০. | ১৬/৮/১৯৫৮ | স্বপ্ন—গোলাপী দর্শন | ” |
| ২২১. | ১৯/৮/১৯৫৮ | দৈববাণী—চিঠির মাধ্যমে ইংল্যান্ড যাওয়া | ১১৪ |
| ২২২. | ১৯/৮/১৯৫৮ | দৈববাণী—You are in perfectness | ” |
| ২২৩. | ১৩/৯/১৯৫৮ | স্বপ্ন—অন্নপূর্ণা দর্শন | ” |
| ২২৪. | ১৪/৯/১৯৫৮ | স্বপ্ন—পটে কালী দর্শন | ” |
| ২২৫. | ২৩/৯/১৯৫৮ | স্বপ্ন—সহস্রারে ‘ব্যোম’, ‘খ্রৌং’ শব্দ হল | ১১৫ |
| ২২৬. | ২/১০/১৯৫৮ | অন্যের মুখ হয়ে যাওয়া | ” |
| ২২৭. | ১০/১০/১৯৫৮ | ট্রান্সে দর্শন—সতীশকে দেখা | ” |
| ২২৮. | ৩৩/১১/১৯৫৮ | দৈববাণী— i) এখন থেকে আমি দৈববাণী করব, ii) আমার দেহেতে অন্য যুক্ত হয়েছে | ” |
| ২২৯. | ২১/১১/১৯৫৮ | স্বপ্ন—কল খুলে দিল | ১১৬ |
| ২৩০. | ২৩/১১/১৯৫৮ | স্বপ্ন—মঠের সন্ন্যাসীরা মালা দিল | ” |
| ২৩১. | ২৫/১১/১৯৫৮ | স্বপ্ন—রাশিয়ার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারককে দর্শন | ১১৭ |
| ২৩২. | ১৯৫৮ | স্বপ্ন—আল্লা ও মহম্মদকে দর্শন | ” |
| ২৩৩. | ১৯৫৮ | স্বপ্ন—সমরকে দর্শন | ” |
| ২৩৪. | ১৯৫৮ | স্বপ্ন—এঁটো কলাপাতা, যেন খাওয়া হয়ে গেছে | ” |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২৩৫. | ১৮/১/১৯৫৯ | স্বপ্ন—ট্রামে চড়ে যাওয়া (চির গতিশীল) | ১১৮ |
| ২৩৬. | ২১/১/১৯৫৯ | দৈববাণী—ব্রহ্মত্বলাভ কিছুতে আটকায় না | ” |
| ২৩৭. | ১১/২/১৯৫৯ | স্বপ্ন—মেজরকে দর্শন (বাবা ও মা মুমূর্ষু) | ” |
| ২৩৮. | ২৫/৩/১৯৫৯ | স্বপ্ন—বড়বাবুর রাঁড় | ১১৯ |
| ২৩৯. | ৩/৫/১৯৫৯ | ট্রান্সে দর্শন—বামুন নারকেল গাছের ডাব | ” |
| ২৪০. | ১৪/৬/১৯৫৯ | স্বপ্ন—সব ঋণ শোধ | ” |
| ২৪১. | ১৯/৬/১৯৫৯ | স্বপ্ন—আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায় | ১২০ |
| ২৪২. | ২৩/৭/১৯৫৯ | জাগ্রতে—অসীম হয়ে জল খাওয়া | ” |
| ২৪৩. | জুলাই, ১৯৫৯ | স্বপ্ন—রিটায়ার করব 4th June | ” |
| ২৪৪. | ১৩/৯/১৯৫৯ | ট্রান্সে—প্রজাপতি দর্শন | ” |
| ২৪৫. | ডিসেম্বর, ১৯৫৯ | Vision–সতীশকে দেখা | ১২১ |
| ২৪৬. | ১৯৫৯ | Water colour এ লেখা ভবিষ্যৎ | ” |
| ২৪৭. | ২৭/১২/১৯৫৯ | স্বপ্ন—আমার মধ্যেই ভগবান | ” |
| ২৪৮. | ডিসেম্বর, ১৯৫৯ | Vision—অশোককে দর্শন | ১২২ |
| ২৪৯. | ১৯৫৯ | স্বপ্ন—স্বপ্নাদেশে প্রচার নিষেধ | ” |
| ২৫০. | ১৯৫৯ | স্বপ্ন—প্রকাশকে দেখা, চাবি দিয়ে গেল | ” |
| ২৫১. | ৯/১/১৯৬০ | দৈববাণী—আমার আনন্দ আছে- জীবনে একটা হয়েছে | ” |
| ২৫২. | ১০/১/১৯৬০ | জাগ্রতে—শূন্যম অবস্থা | ১২৩ |
| ২৫৩. | ১২/১/১৯৬০ | স্বপ্ন—অহং ব্রহ্মাস্মি | ” |
| ২৫৪. | ১৯৬০ (আনুমানিক) | স্বপ্ন—“অসতো মা সদগময়” মন্ত্র রূপ ধারণ করলো | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২৫৫. | ১৯/২/১৯৬০ | দৈববাণী—আপনি আর কথা বলবেন না, You must go. | ১২৪ |
| ২৫৬. | ২১/৩/১৯৬০ | যোগনিদ্রায়—হাতি ও অমরকে দর্শন (ইচ্ছামৃত্যু সম্পর্কে প্রথম দর্শন) | ” |
| ২৫৭. | ৩/৪/১৯৬০ | স্বপ্ন—নিজের মুখে আঙুল | ১২৫ |
| ২৫৮. | ১৭/৪/১৯৬০ | Vision—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ | ” |
| ২৫৯. | ১৮/৪/১৯৬০ | Vision—মেনোর নাতনি হওয়া | ১২৬ |
| ২৬০. | ২৬/৪/১৯৬০ | ধ্যানে দর্শন—মা ঠাকরুন সবুজ শাড়ী পরে | ” |
| ২৬১. | ৩/৫/১৯৬০ | Vision—সবসময় কাউকে না কাউকে দেখা | ১২৭ |
| ২৬২. | ৫/৫/১৯৬০ | স্বপ্ন—‘কর্ম কর’ কবিতা ও ভবিষ্যৎ লেখা | ” |
| ২৬৩. | ১০/৫/১৯৬০ | Vision-অশোককে দেখে নির্বাসনা | ১২৮ |
| ২৬৪. | ৪/৬/১৯৬০ | স্বপ্ন—অবতারের চোখে কাপড় বাঁধা, নিজের মমি দেখা | ” |
| ২৬৫. | ০১/৭/১৯৬০ | ধ্যানে দর্শন—অসীম হাত পা ছুঁড়ছে | ” |
| ২৬৬. | ২৩/৭/১৯৬০ | ট্রান্সে দর্শন—নব কলেবর | ১২৯ |
| ২৬৭. | ৯/৮/১৯৬০ | স্বপ্ন—তারের বেড়া পেরনো | ” |
| ২৬৮. | ৯/৮/১৯৬০ | ধ্যানে দর্শন —এক বোঁচকা কাপড় মাথায় এক মহিলা ঢুকল | ” |
| ২৬৯. | ১৪/৮/১৯৬০ | স্বপ্ন—অসংখ্য অবতার | ১৩০ |
| ২৭০. | ১৭/৮/১৯৬০ | হাই তোলার সাথে সাথে কালীকে দেখা | ” |
| ২৭১. | ২৯/৮/১৯৬০ | জাগ্রতে—হিন্দুস্থানী হয়ে চান ট্রান্সে—দিলীপ বলল, ফুটেছে | ” |
| ২৭২. | ৩/৯/১৯৬০ | Vision - অখন্ডানন্দকে দর্শন | ১৩১ |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২৭৩. | ৮/৯/১৯৬০ | জাগ্রতে—একজনকে আর একজন বলে দেখা, বারবার | ১৩১ |
| ২৭৪. | ১৫/৯/১৯৬০ | স্বপ্ন—একঝাঁক ফড়িং-এর মুক্তি প্রদান | ১৩২ |
| ২৭৫. | ১৭/৯/১৯৬০ | স্বপ্ন—হনুমানকে মেরে ফেলা | ” |
| ২৭৬. | ১৭/৯/১৯৬০ | তন্দ্রায় দৈববাণী—Calcutta bell cribbling | ” |
| ২৭৭. | ২৫/৯/১৯৬০ | স্বপ্ন—অপরের দেহের মধ্যে ক্রিয়া | ১৩৩ |
| ২৭৮. | ২৮/৯/১৯৬০ | স্বপ্ন—নতুন জামা চাইছি | ” |
| ২৭৯. | ১৩/১০/১৯৬০ | দৈববাণী —অনুভূতিই ধর্ম, সকলেরই বিশ্বাস, একজন ছাড়া | ” |
| ২৮০. | ২০/১০/১৯৬০ | স্বপ্ন—দুটি লাল রুবি দিল | ১৩৪ |
| ২৮১. | ৬/১১/১৯৬০ | জাগ্রতে—চামুণ্ডা দর্শন | ” |
| ২৮২. | ৮/১১/১৯৬০ | ট্রান্সে দর্শন—আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি | ১৩৫ |
| ২৮৩. | ১২/১১/১৯৬০ | স্বপ্ন—শৈলকে দর্শন | ” |
| ২৮৪. | ২৩/১১/৬০ | মাঝের বড় কৈ খেতে পাব | ১৩৬ |
| ২৮৫. | ২৪/১১/১৯৬০ | জাগ্রতে—জ্ঞাতসারে জগৎ নিয়ন্ত্রণ | ” |
| ২৮৬. | নভেম্বর, ১৯৬০ | দৈববাণী—“এখনও অনেক দূর যেতে হবে?” | ” |
| ২৮৭. | ১১/১২/১৯৬০ | স্বপ্ন—দুটি পায়রা দর্শন | ১৩৭ |
| ২৮৮. | ১৫/১২/১৯৬০ | নারায়ণ এলো—খাটে বসলো শ্রীকান্ত | ” |
| ২৮৯. | ২২/১২/১৯৬০ | Vision–রাধুর মধ্যে ভগবান দর্শন | ” |
| ২৯০. | ডিসেম্বর,১৯৬০ | ধ্যানে দর্শন — ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা | ১৩৮ |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ২৯১. | ১৯৬০ | দৈববাণী—আরো দুটি জিনিস হবে | ১৩৮ |
| ২৯২. | ১৯৬০ | স্বপ্ন—আরশোলা দেখা | ” |
| ২৯৩. | ১৯৬০ | স্বপ্ন—তোর জাত নেই | ” |
| ২৯৪. | ১৬/১/১৯৬১ | স্বপ্ন—ও আম খাব না, মাটিতে দেওয়া ভাত খাব না | ১৩৯ |
| ২৯৫. | ২৮/১/১৯৬১ | দৈববাণী—নিচে নেমে রইলে পরে হনুমান দর্শন | ” |
| ২৯৬. | ১৯৬১ | একাদশীর ফল | ” |
| ২৯৭. | ১৮/২/১৯৬১ | স্বপ্ন—হাতে ধরা চক্র এখন মাথায় | ” |
| ২৯৮. | ২/৩/১৯৬১ | ধ্যানে দর্শন—ধ্যানে তিমি মাছের দেশে যাওয়া | ১৪০ |
| ২৯৯. | ১৮/৩/১৯৬১ | জাগ্রতে—তুবড়ির ফুলকাটা | ” |
| ৩০০. | ২১/৩/১৯৬১ | ধ্যানে—জিতু কিছু আস্তিনে রাখল | ” |
| ৩০১. | ২৯/৪/১৯৬১ | স্বপ্ন—লেখায় ঘি ঢালা | ” |
| ৩০২. | ২২/০৫/১৯৬১ | জাগ্রতে—সকলকে ভেতরে দেখা | ” |
| ৩০৩. | ১৩/৬/১৯৬১ | ট্রান্সে দর্শন—মশারিতে কুকুর বাঁধা | ১৪১ |
| ৩০৪. | ১৪/৬/১৯৬১ | দৈববাণী—ISIA | ” |
| ৩০৫. | ১৯/৬/১৯৬১ | ধ্যানে — নবকে (নবকুমার দত্ত) দেখা | ১৪২ |
| ৩০৬. | ২০/৬/১৯৬১ | দৈববাণী —“এখন এইটাই দেখনা” | ” |
| ৩০৭. | ১/৭/১৯৬১ | স্বপ্ন—শুদ্ধাত্মা (সাদা গ্লাসে পরিষ্কার জল) | ” |
| ৩০৮. | ১১/৭/১৯৬১ | তূরীয়—ডাকিনী মূর্তি বা কমলামূর্তি দর্শন | ১৪৩ |
| ৩০৯. | ১২/৭/১৯৬১ | স্বপ্ন—পায়ের চেটো দর্শন | ১৪৪ |
| ৩১০. | ২৬/৭/১৯৬১ | Vision —যুবক যুবতী | ১৪৫ |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩১১. | ২৭/৭/১৯৬১ | Vision—পুতুলের মত ছোট মেয়ে কি একটা দিতে আসছে | ১৪৫ |
| ৩১২. | ৬/৮/১৯৬১ | স্বপ্ন—পাখির গায়ে নতুন ডানা | ১৪৬ |
| ৩১৩. | ১৯/৮/১৯৬১ | তন্দ্রায়—ক্ষিতীশ রঘু কে সরিয়ে দিল | ” |
| ৩১৪. | ২২/৮/১৯৬১ | জাহাঙ্গীরকে ভেতরে বাইরে দেখা | ” |
| ৩১৫. | ১৪/১০/১৯৬১ | স্বপ্ন—অজানা দেশে যাওয়া | ১৪৭ |
| ৩১৬. | ১৮/১১/১৯৬১ | দৈববাণী—নূতন খেলা হবে | ” |
| ৩১৭. | ১৯৬১ | ট্রান্সে—ঘোড়া দর্শন | ” |
| ৩১৮. | ১৯৬১ | স্বপ্ন—সবার দেহ একটা দেহ | ” |
| ৩১৯. | ১৯৬১ | দৈববাণী—ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড় | ১৪৮ |
| ৩২০. | জানুয়ারি, ১৯৬২, পুরীতে | স্বপ্ন—‘রিজিয়া’ নাটকের গান—“এসো এসো সখা” | ” |
| ৩২১. | ৩/১/১৯৬২ | Vision - বিমলকে দেখা | ” |
| ৩২২. | ১৮/১/১৯৬২ | ধ্যানে—দক্ষিণাকে দর্শন ও ব্যাখ্যাকালে গোপালকে দর্শন | ১৪৯ |
| ৩২৩. | ২২/১/১৯৬২ | দৈববাণী—দরজা খুলে দে, যত পারিস খেয়ে নে | ১৫০ |
| ৩২৪. | ২২/১/১৯৬২ | স্বপ্ন—দুটো কলাইকরা গ্লাস খালি | ” |
| ৩২৫. | ২৬/১/১৯৬২ | স্বপ্ন-ক্রন্দসী দর্শন/ আমার কিসে শান্তি হবে | ” |
| ৩২৬. | ২৯/১/১৯৬২ | ধ্যানে দর্শন—মায়ার ভ্যানিটি ব্যাগ | ১৫২ |
| ৩২৭. | ২৯/১/১৯৬২ | Vision - ক্ষিতীশকে দেখা | ” |
| ৩২৮. | ৩১/১/১৯৬২ | স্বপ্ন—বাবুর জন্য নির্দিষ্ট কৈ মাছ নেওয়া | ১৫৩ |
| ৩২৯. | ৯/২/১৯৬২ | স্বপ্ন—মুখমণ্ডল খুলে খুলে পড়ছে | ” |
| ৩৩০. | ২৩/২/১৯৬২ | স্বপ্ন—তেমাথার মোড়—হেডলাইট | ১৫৪ |
| ৩৩১. | ১০/৩/১৯৬২ | স্বপ্ন— চরু খাওয়া | ” |
| ৩৩২. | ১৩/৩/১৯৬২ | স্বপ্ন—মাথার ভিতর অশ্বত্থ গাছ | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩৩৩. | ৮/৫/১৯৬২ | স্বপ্ন—বিছানার মশারি উঠে যাচ্ছে | ১৫৫ |
| ৩৩৪. | ১০/৫/১৯৬২ | স্বপ্ন—মশারিতে লিচু বাঁধা | ” |
| ৩৩৫. | ২৯/৫/১৯৬২ | স্বপ্ন—বেদ উপনিষদ ও আদিপুরুষ দর্শন | ” |
| ৩৩৬. | ৩১/৫/১৯৬২ | ট্রান্সে দর্শন—হাতে পেঁপে পাওয়া ও পরে আম পাওয়া | ১৫৬ |
| ৩৩৭. | ৩/৬/১৯৬২ | স্বপ্ন—ভুমানন্দ স্বামীকে দর্শন | ” |
| ৩৩৮. | ১২/৬/১৯৬২ | স্বপ্ন—সূক্ষ্ম দেহ ও অতীনবাবুকে দেখা | ১৫৮ |
| ৩৩৯. | ১৩/৬/১৯৬২ | ধ্যানে দর্শন—বুদবুদে জগৎ | ” |
| ৩৪০. | ১৬/৬/১৯৬২ | ধ্যানে—আদিপুরুষ দেখা ও স্বপ্নে—ট্রেনে জামসেদপুর যাওয়া | ১৫৯ |
| ৩৪১. | ২২/৬/১৯৬২ | ধ্যানে দর্শন—ক্রন্দসীকে জল দান | ১৬০ |
| ৩৪২. | ১০/৭/১৯৬২ | স্বপ্ন—সবুজ আকাশে মিলিয়ে যাওয়া, নিচে শক্তিপদ | ” |
| ৩৪৩. | ২২/৭/১৯৬২ | স্বপ্ন—উপনিষদের পালা শেষ | ১৬১ |
| ৩৪৪. | ২৫/৭/১৯৬২ | ট্রান্সে দর্শন—অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ | ” |
| ৩৪৫. | অক্টোবর, ১৯৬২ | জাগ্রতে—কুকুরকে সমবেদনা | ১৬২ |
| ৩৪৬. | ১৯/১১/১৯৬২ | দৈববাণী— i) Punishment বাকি আছে ii) This is the highest | ” |
| ৩৪৭. | ২০/১১/১৯৬২ | স্বপ্ন— জগৎ নিয়ন্ত্রণ | ” |
| ৩৪৮. | ২৫/১১/১৯৬২ | দৈববাণী—“২/৩ ঘণ্টা পরে হবে” ও “অনেকদিন চাপা ছিল” | ” |
| ৩৪৯. | ২/১২/১৯৬২ | দৈববাণী—সব মাথাটা ধুয়ে ফেল | ১৬৩ |
| ৩৫০. | ১৯৬২ | Vision-শ্রীরঙ্গপত্তমের নির্মাতাকে দর্শন | ” |
| ৩৫১. | ১৯৬২ | স্বপ্ন—শুকনো লঙ্কা দিলে | ” |
| ৩৫২. | ১৯৬২ | দৈববাণী—উল্টোরথের পর | ১৬৪ |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩৫৩. | ২৬/১/১৯৬৩ | দৈববাণী—আমাকে আর ব্রহ্ম বলিস না। বেঁচে থাকাটাই পুণ্য, মরে যাওয়াটাই পাপ। | ১৬৪ |
| ৩৫৪. | জানুয়ারী, ১৯৬৩ | অভয়ের ব্যাগ | ” |
| ৩৫৫. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন-জনতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া | ” |
| ৩৫৬. | ২৪/২/১৯৬৩ | ধ্যানে দর্শন—এবারের খেলা শেষ | ১৬৫ |
| ৩৫৭. | ৩/৩/১৯৬৩ | ধ্যানে দর্শন—একটা বুড়ো লোক বাইরের দরজা খুলে দিল | ” |
| ৩৫৮. | ১৭/৩/১৯৬৩ | দৈববাণী—অনেক কাজ বাকী | ” |
| ৩৫৯. | ২৮/৪/১৯৬৩ | ধ্যানে দর্শন—এক সাধু চশমা পরা জগদ্বন্ধুর মুখ ফেরালো | ” |
| ৩৬০. | ২/৫/১৯৬৩ | স্বপ্ন—আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু | ১৬৬ |
| ৩৬১. | ২/৫/১৯৬৩ | ধ্যানে দর্শন—শামসুদ্দিনকে দেখা | ” |
| ৩৬২. | ২৯/৬/১৯৬৩ | স্বপ্ন—রাজচক্রবর্তী হওয়া | ” |
| ৩৬৩. | ৮/৭/১৯৬৩ | ট্রান্সে দর্শন—সাধনকে দেখা | ” |
| ৩৬৪. | ৯/৭/১৯৬৩ | স্বপ্ন—আলোর তেজ বাড়লো | ১৬৭ |
| ৩৬৫. | আগস্ট, ১৯৬৩ | দৈববাণী —“তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ হবে’ | ” |
| ৩৬৬. | ৭/৯/১৯৬৩ | স্বপ্ন—ইচ্ছামৃত্যু (২য় দর্শন) | ” |
| ৩৬৭. | ৭/৯/১৯৬৩ | স্বপ্ন—আদ্যাশক্তিকে control | ১৬৮ |
| ৩৬৮. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন—ভোলাকে জুতোপেটা | ” |
| ৩৬৯. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন—চিংড়ি, আলুর খোসা ইত্যাদি খাওয়া | ” |
| ৩৭০. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ | ” |
| ৩৭১. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন—সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দরজা খুলে গেল | ১৬৯ |
| ৩৭২. | ১৯৬৩ | স্বপ্ন—অফিসের মৃত সহকর্মীদের দেখা | ” |
| ৩৭৩. | ১৯৬৩ | শরৎ মিত্রকে দেখা | ” |





| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩৭৪. | সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ এর মধ্যে | ইচ্ছামৃত্যুর পরের অনুভূতি | ১৬৯ |
| ৩৭৫. | ১৯/১/১৯৬৪ | স্বপ্ন—ছোটো আমি, বড় আমি | ১৭০ |
| ৩৭৬. | ৩/২/১৯৬৪ | ধ্যানে—আশুতোষ মুখার্জীকে দর্শন | ” |
| ৩৭৭. | ৯/৫/১৯৬৪ | ট্রান্সে দর্শন—অতীন্দ্রকে দেখা | ১৭১ |
| ৩৭৮. | ২৭/৫/১৯৬৪ | দৈববাণী—গদাই যা করে | ” |
| ৩৭৯. | ১৯/৬/১৯৬৪ | ধ্যানে দর্শন—কোলে শিশু | ” |
| ৩৮০. | ১৩/৩/১৯৬৫ | দৈববাণী—এক অদ্ভুত অপূর্ব বস্তু আছে | ১৭২ |
| ৩৮১. | ১৫/১/১৯৬৬ | স্বপ্ন—দ্বিতীয়বার কালপুরুষ দর্শন | ” |
| ৩৮২. | ১২/২/১৯৬৬ | Vision– খগেন, প্রকাশ ও সতীশকে দেখা | ” |
| ৩৮৩. | ২৭/৩/১৯৬৪ | স্বপ্ন—ঠিক দাদামশাই ঠিক | ” |
| ৩৮৪. | এপ্রিল, ১৯৬৬ | স্বপ্ন—পরাবিদ্যা কর্তৃক জল দান | ১৭৩ |
| ৩৮৫. | ৭/৫/১৯৬৬ | স্বপ্ন—বিদেশের চিঠি | ” |
| ৩৮৬. | ১৩/৫/১৯৬৬ | দৈববাণী—প্রসন্ন দত্ত ও বিজয় মজুমদার | ” |
| ৩৮৭. | ২৮/৫/১৯৬৬ | স্বপ্ন—পাকা পটল ভাত দিয়ে খাওয়া | ১৭৪ |
| ৩৮৮. | ১২/৬/১৯৬৬ | স্বপ্ন—একচক্ষু পুরুষ দর্শন | ” |
| ৩৮৯. | জুন, ১৯৬৬ | স্বপ্ন—ঘরের ভেতর লোক, বাইরে লোক দেখে নাচছি | ” |
| ৩৯০. | ২৯/৬/১৯৬৬ | স্বপ্ন—রথের দিন আমার জন্মতিথি | ১৭৫ |
| ৩৯১. | আগস্ট, ১৯৬৬ | স্বপ্ন—খগেন তালাচাবি দিল | ” |
| ৩৯২. | ১১/৮/১৯৬৬ | স্বপ্ন— Universal self-এর চাকরি হয়েছে | ” |

| দর্শনসংখ্যা | সময়কাল | দর্শন প্রসঙ্গ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৩৯৩. | ২৪/৮/১৯৬৬ | দৈববাণী —৩২ আনার জায়গায় ৬৪ আনা | ১৭৬ |
| ৩৯৪. | আগস্ট, ১৯৬৬ | স্বপ্ন—পুরনো ধর্ম বাঁচল না | ” |
| ৩৯৫. | ৩/৯/১৯৬৬ | ট্রান্সে—ইচ্ছামৃত্যু প্রসঙ্গে তৃতীয় দর্শন | ” |
| ৩৯৬. | ৭/৯/১৯৬৬ | স্বপ্ন—বাগান- বেগুন- দোকান- বসন্ত | ১৭৭ |
| ৩৯৭. | ১৯৬৬ | স্বপ্ন—খুলে যাওয়া দাঁত আবার সেট হলো | ” |
| ৩৯৮. | ১৯৬৭ (মধুপুরে) | দৈববাণী—প্রথমে ভারত পরে whole world ঘুরবো | ” |
| ৩৯৯. | ৬/১/১৯৬৭ | ট্রান্সে—ভাতে কে ঘি ঢেলে দিচ্ছে | ” |
| ৪০০. | ৬/১/১৯৬৭ | দৈববাণী— “কি অদ্ভুত এইসব!” | ১৭৮ |
| ৪০১. | ৯/১/১৯৬৭ | Vision - পান্নাবাবুর সাধন ওনার দেহে | ” |
| ৪০২. | ১০/১/১৯৬৭ | স্বপ্ন —পাখি ওড়া ও সূর্য দর্শন | ” |
| ৪০৩. | ৪/২/১৯৬৭ | ট্রান্সে দর্শন—ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে | ১৭৯ |
| ৪০৪. | ২৬/২/১৯৬৭ | দৈববাণী— “5 years– 5 years– 5 years | ” |
| ৪০৫. | ৫/৩/১৯৬৭ | ধ্যানে দর্শন—দু’রকম ভক্ত- দু’রকম আঙ্গুর | ” |
| ৪০৬. | ১৯/৩/১৯৬৭ | স্বপ্ন—আমি আর patronise করবো না | ১৮০ |
| ৪০৭. | এপ্রিল, ১৯৬৭ | ট্রান্সে—হাতে পাতলা ক্ষীর ঢেলে দিল | ” |
| ৪০৮. | ৫/৪/১৯৬৭ | স্বপ্ন—সুধাদুধ খাব | ” |
| ৪০৯. | ১৯/৭/১৯৬৭ | স্বপ্ন—পথ খুঁজে পেয়েছি | ” |
| ৪১০. | ২১/৭/১৯৬৭ | দৈববাণী—পনেরো আনা | ১৮১ |
| ৪১১. | ২৯/৭/১৯৬৭ | Vision—কার্তিককে দর্শন | ” |
| ৪১২. | ৯/১০/১৯৬৭ | দৈববাণী—আমি বলছি— আমাকে ছেড়ে দাও | ” |

# শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন ও অনুভূতি

## ১. প্রথম দর্শন—জাগ্রতে—কালী দর্শন

**১৮৯৬-৯৭ (তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে)**

তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সে প্রথম দর্শন কালীমূর্তি। তখন থাকি আমতায়। দিদিমার কাছে শুতাম। রাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বিছানায় বসে দেখি খাটের নীচে পূজার উপকরণ সাজানো। দিদিমা পটে কালী পূজা করছেন। দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখি- মা কালী খাঁড়া হাতে রয়েছেন। ভয়ঙ্করা সে মূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম- ও দিদিমা গো, তোমার মা কালী আমায় খাঁড়া দিয়ে কাটতে আসছে গো! দিদিমা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এরপর দিদিমা আর কালী পূজা করেননি। হয়ত ভেবেছিলেন, কি জানি আমার ছেলের যদি কোন ক্ষতি হয়।*

________*ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা-২২৬; শ্রীভগবানের পাদছায়ায়,* পৃষ্ঠা-৩১১; *জীবন সৈকতে,* পৃষ্ঠা-১৮৪

## ২. দ্বিতীয় দর্শন—জাগ্রতে—পরাবিদ্যা দর্শন

**১৮৯৭ (চার বছর বয়সে)**

দ্বিতীয় দর্শন চার বছর বয়সে। সে আমতায় নয়। তখন আমি খিদিরপুরে। দুপুর বেলা আমি দেখছি একটি বিধবা স্ত্রীলোক সাদা কাপড় পরে, পিঠে চুলগুলি ফেলা, নতুন বাড়ীর পাশে যে পুরোন ও পরিত্যক্ত একটা রান্নাঘরের মতন

---

* দ্বিতীয় বার কালী দর্শন—ষষ্ঠ ভূমিতে ইষ্টরূপে কালী দর্শন করেছিলেন। ঠাকুর কালীমূর্তি দেখিয়ে বললেন, এই তোর ইষ্ট। তারপর ইষ্টে লীন হলেন। পরে আবার ইষ্টমূর্তি ঠাকুর হয়ে গেলেন।

তৃতীয় বার কালী দর্শন—স্বপ্নে এক নদীতে স্নান করে পাশের এক মন্দিরে ধূপকাঠি দিয়ে কালী মূর্তির আরতি করছেন অনেকক্ষন ধরে, খুব আনন্দ হতে লাগলো। বুঝলেন, পূজার আনন্দও সাত্ত্বিক ভোগ।

চতুর্থ বার কালীমূর্তি দর্শন—পটে মা কালীর ছবি।

ছিল, সেদিকে চলে গেল। ওরে এখনও আমার সে দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে রে! এই ঘটনার বহুদিন বাদে যখন আমি বি. এ. পড়ি, তখন গড়পারে থাকি, মাসিমাকে বললাম, দেখ গা আমি তোমাদের খিদিরপুরের বাড়িতে ভূত দেখেছি। এই কথা বলে সব বললাম। মাসিমা শুনে বসলেন, আর বললেন, "তুই আমার মায়ের মামিমাকে দেখেছিলি! সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।" আজ ৬৫ বছর বয়সে বুঝতে পারলাম, ও ভূত নয়, ও ছিল মূর্তিমতী পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা রূপ ধারন করে এসে আমাকে ঐ শিশু বয়সে বরণ করেছিল।

________*ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা-২২৫; *জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৫১

## ৩. তৃতীয় দর্শন—স্বপ্ন—গরু গুঁতিয়ে দিলে

**১৯০৩ (আনুমানিক)**

আমার তৃতীয় দর্শন হয় অনেক পরে। তখন আমি গড়পারে, তা সেটা এমনভাবে হয়েছিল যে আমি বুঝতে পারিনি যে সেটা স্বপ্নে হয়েছিল। আমার ধারনা ছিল যেন সত্য সত্যই হয়েছিল। একটা গরু আমাকে তাড়া করল। সে শিং দিয়ে গুতিয়ে দিতে আমি একটা পুকুরে পড়ে গেছি আর জলে তলিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একজন অজানা লোক এসে আমায় জল থেকে তুলে এনেছিল। একথা আমি কাউকেও জিজ্ঞেস করিনি যে এই রকম ঘটনা হয়েছিল কিনা। কিন্তু দেখ, এ জিনিস আমার স্বপ্নে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছি। গরু হচ্ছে অবতার; আমি পুকুরে অর্থাৎ সহস্রারে তলিয়ে গিয়েছিলাম। আর অজানা লোক হচ্ছে ভগবান, যে আমায় জল থেকে তুলে এনেছিল।

________*ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা-২২৭*

## ৪. চতুর্থ দর্শন—জাগ্রতে—শীতলা দর্শন

**১৯০৪ (১১ বছর বয়সে)**

জয়রামবাটীতে আমি ঠাকুরের রঘুবীরকে দেখেছি। ঠাকুর যে শীতলার পূজা করতেন তাকেও দেখেছি ছেলেবেলায়। তখন ১১ বছর বয়স- আমার প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল। সেই সময় দেখেছিলাম, সন্ধ্যের পর একটি মেয়েছেলে (সুন্দরী বালিকা মূর্তি) এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। একদিন নয়-



দুদিন দেখেছি তাকে। একদিন ডান দিক থেকে আর একদিন বাঁ দিক থেকে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি কে গা? সে বলেছিল, আমি শীতলা।

আমারই কারণশরীর সংস্কারজ মূর্তি ধারন করে রিপুনিচয়ের তেজ খর্ব করে (বস্তুত ইন্দ্রিয়নিচয়কে ঊর্ধ্বমুখী করে) দেহকে শান্ত করে দিলে, দেহ শীতল হোল।

________*ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা- ২২৪; *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়* পৃষ্ঠা-২৮০;
*জীবন সৈকতে* পৃষ্ঠা-১৮৩

## ৫. স্বপ্ন—সচ্চিদানন্দগুরু লাভ

**১৯০৫-**

১২ বছর ৪ মাস বয়সে একদিন রাত্রে শুয়ে ছিলাম- ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন হয়- ঠাকুর ঠিক তেমনি ভাবে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন আমার সঙ্গে। পরপর দুদিন দেহের বাঁদিক থেকে। ঠাকুর অবশ্য তখন অজানা মানুষ।

পরে একদিন দেখলাম-সেই অজানা মানুষ এসে বললেন, 'চল'*, তারপর- কাঁধে করে নিয়ে চললেন। তীব্র আনন্দ হল।

প্রতি রাত্রে ঠাকুরের কাঁধে চড়ার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। এক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেছে- অন্ধকারে মাতামহ বসে আছেন বিছানায়, বুঝতে পারিনি- ঠাকুর মনে করে ঝাঁপিয়ে কাঁধে চড়ে বসলাম- উনি ছাড়, ছাড়, ছাড় করে চীৎকার করায় সম্বিত ফিরল....

১৫ বছর বয়সে শ্রীম-র কাছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বইয়ে ঠাকুরের ছবি দেখে জানলাম, যিনি বারবার দেখা দেন, শিক্ষা দেন, কাঁধে চড়ান তিনি শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

________অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-৫; শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা-২৪৯

* 'চল'—গতি নির্দেশ করেন, ঊর্ধ্বগতি।

## ৬. স্বপ্ন—মন্ত্র অগ্রাহ্য

**১৯০৫-**

১২/১৩ বছর বয়সে- ঠাকুর স্বপ্নে দুলাইনের সংস্কৃত মন্ত্র দিয়েছিলেন। অতবড় মন্ত্র! ওই বয়সে আমি সংস্কৃতের কী জানতাম? তাই ওই মন্ত্রটা ভুলে গেলাম।

## ৭. স্বপ্ন—মাহেশ আর বল্লভপুরে যাবার নির্দেশ

**১৯০৬/০৭ (আনুমানিক)**

আমাকে ছেলেবেলায় মাহেশ আর বল্লভপুর যেতে স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আমার বয়ে গেছে। তখন আমি ওসব জায়গার নাম শুনিনি। ছেলে বয়সে- কোথায় গড়পারে থাকি আর কোথায় মাহেশ, বল্লভপুর। ওর একটা মানে আছে। তেমন ভক্ত হলে আদেশ নেয় না। তাই তৈরি করছিল আর কি, না হলে অতটুকু শিশু, তাকে ঐ আদেশ!

## ৮. স্বপ্ন—স্বামীজী কর্তৃক রাজযোগ শিক্ষা

**১৯০৭-**

১৩ বছর ৮ মাস বয়সে একদিন মধ্যরাত্রে দেখলাম স্বামীজীকে—স্বামী বিবেকানন্দকে। সারারাত পাশে বসে শিক্ষা দিলেন। ভোর হলে অদৃশ্য হলেন, আর আমার মাথার মধ্যে ধ্বনি জেগে উঠল-'রাজযোগ' আবার মাথায় লেখাও ফুটে উঠল- ''রাজযোগ''। বাঁদিক থেকে ডানদিকে পুরো মাথাটা জুড়ে।

এরপর থেকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ শুরু হয়।

_________*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৫; *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-২৮৮

## ৯. কুণ্ডলিনী জাগরণ

**১৯০৭-**

প্রথমে কুণ্ডলিনী বা প্রাণশক্তি সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত হয়। অনেকে প্রতীকে বিষাক্ত সাপ রূপে স্বপ্নে দর্শন করে। পরে তা দেহ ফুঁড়ে জেগে ওঠে।



পঞ্চকোষের সমস্ত অনুভূতি হয়ে গেলেও তখনও কুণ্ডলিনী দেহ ফুঁড়ে জাগ্রত নন। এর বহু পরে যখন মহাবায়ু পাঁচরকম গতিতে (মীনবৎ, পক্ষীবৎ, পিপীলিকাবৎ, কপিবৎ ও ভেকবৎ) সহস্রারে যান আর ক্রমাগত সমাধি হতে থাকে তখন সাধক কুণ্ডলিনীর পরিচয় সম্যক অবগত হন। কুণ্ডলিনীর আর একটি গতি আছে—তীরের মতো। বহু পরে কুণ্ডলিনীর আর একটি আকার দেখতে পাওয়া যায়—''শীর্ণা গোকুল মণ্ডলী'' কপালে কিছু উঁচুতে কোন কোন ভাগ্যবান দেখতে পান—অবশ্য সমাধি অবস্থায়।

_________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৬৬

## ১০. তলপেটে জল দর্শন

**১৯০৭-**

একদিন স্বপ্নে দেখছি—পেটের ডানদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিজড়িত হয়ে স্বচ্ছ নীলাভ জল কলকল করছে।

বেদমতে লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিনভূমি নিয়ে যে প্রাণময় কোষ, এই কোষ মুক্ত হলে অন্নময় কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ থেকে মন এখানে আসে ও এরূপ দর্শন হয়।

_________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৪

## ১১. কৃপাসিদ্ধ

**১৯০৭-**

সচ্চিদানন্দ ভিন্ন রূপ ধরে দেহ থেকে বেরিয়ে বলেন, তোর উপর ভগবানের কৃপা আছে। তবে পূর্ণ কৃপাসিদ্ধ হয়। মনে চিন্তার বিষয় নয়। সাক্ষাৎকার, অনুভূতি ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী সাপেক্ষ।

_________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৪

## ১২. চিন্ময় জগৎ দর্শন

**১৯০৭-**

ঠাকুরের জীবনে আমরা পাই তিনি একদিন কালীঘরে পূজা করছেন—হঠাৎ দেখছেন, কোষাকুষি, বেদী, মার্বেল পাথরের মেঝে, চৌকাঠ সব চিন্ময়, জ্যোর্তিময়। আমারও এমন অনুভূতি হয়েছিল। যেদিকে চাইছি দেখছি জ্যোর্তিময়। চোখ পড়ল একটি গাছের ডালে, দেখছি ডালটি যেন পারা অথবা গলানো রূপার মতো জ্যোর্তিময় হয়ে আছে।

কী হয় জানিস? অন্তরে উদ্ভূত আত্মিক জ্যোতি চক্ষু হতে প্রতিফলিত হওয়ায় চারিদিক জ্যোর্তিময় দেখা যায়।

## ১৩. স্বপ্ন—শ্রীমকে দেখা

**১৯০৭-**

১৪ বছর বয়সে দেখা স্বপ্ন—পাঁচতলা সোজা ঘুরানো সিঁড়ি। মাস্টারমশায়ের হাত ধরে পাঁচতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে বৃহৎ বারান্দায় পৌঁছালাম। মাস্টারমশাই অদৃশ্য হলেন। বারান্দা দিয়ে একটি বৃহৎ ঘরে প্রবেশ করলাম—ঘরের শেষভাগে ঠাকুর বসে আছেন, তার পাশে গিয়ে বসলাম। স্বপ্ন ভাঙল।

পাঁচতলা সিঁড়ি- পঞ্চম ভূমি। বৃহৎ বারান্দা- ষষ্ঠ ভূমি। বৃহৎ ঘর- সহস্রার। ঠাকুর- ভগবান। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসা- এক হয়ে যাওয়া। মাস্টারমশাই- শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতের প্রতীক।

এই স্বপ্নে কথামৃত পড়ার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে—অর্থাৎ কথামৃত পড়লে মন পঞ্চম ভূমি পর্যন্ত উঠবে। স্বপ্নের আরও অনেক অর্থ আছে—কথামৃতের রূপ তার মধ্যে একটি।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, (৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৯২)

## ১৪. স্বপ্ন—বিয়ের সংস্কার কাটা

**১৯০৭-**

বিয়ের সংস্কার থাকে মাথায়—দেখা যায়। স্বপ্নে দেখায় খালের মত। তখন বয়স খুব অল্প। স্বপ্নে দেখছি—এক বন্ধুর বাড়ী গেছি- মাসীমা অর্থাৎ বন্ধুর



মা বাইরের দরজায় বসে আছেন। আমি কিছুক্ষন ঘোরাঘুরির পর ওনাকে ক্রস করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। অমনি মাসীমা বন্ধুটির নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে বলছেন—ওরে, খোকা পালিয়ে যাচ্ছে, ধর, ধর। ওর বিয়ে দিয়ে দে! পিছন ফিরে দেখি বন্ধুটি আমাকে ধরতে আসছে। আমি অমনি ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে একসময় আমার সামনে পড়ল একটা খাল। আমি এক লাফে সেই খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে পড়লুম।*

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৮৩

## ১৫. জপসিদ্ধ

**১৯০৮-**

১৫ বছর বয়সে আমি জপসিদ্ধ হয়েছি। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখার পর থেকে আপনা হতে রামকৃষ্ণ নাম জপ হ'ত। ১৫ বছর বয়সে একদিন—আলপুকুরে বাড়ী ফিরছি। খুব কড়া রোদ। মনে হল মাথার উপর ছায়া থাকলে এতো রোদ লাগত না। অমনি দেখছি একটুকরো মেঘ ঠিক আমাকে ছাতার মত আড়াল করে নিয়ে চলেছে—রোদ লাগছে না। যেই ঘরে ঢুকলাম অমনি সে মেঘ অদৃশ্য হোল।

পরবর্তীকালে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন দর্শনটি মোটেই বাইরে ঘটেনি। দর্শনটি ঘটেছিল তাঁর সহস্রারে। আর উনি অর্ধবাহ্য অবস্থায় দেখেছিলেন বাইরের আকাশে। এতে তথাকথিত সিদ্ধাইয়ের অনুমাত্র লক্ষণ নেই। তবে জপসিদ্ধ হলে এরকম অনুভূতি হয়। (জপসিদ্ধ কথার প্রকৃত অর্থ হ'ল সূক্ষ্মমন লাভ করে Thinking rethinking and reverse thinking-এর সামর্থ্য লাভ করা)।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ৩০১

## ১৬. পিঠে রামকৃষ্ণ নাম ফুটল

**১৯০৮-**

তখন তখন ভাবতাম শুধু অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ কেন? আর কি কিছু হতে পারে না? নাম কি দেহেতে ফুটতে পারে না? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম

---

* সংস্কার চেনার জন্য এরকম দেখায়।

যেন কপালে ঠাকুরের নাম ফুটে ওঠে আর তাই দেখে লোকের চৈতন্য হয়—তাহলে আমাকে বকবক করে ঠাকুরের কথা বলে লোকের চৈতন্য জাগ্রত করতে হবে না। তা কপালে ফুটলো না, ফুটলো পিঠে। লাল দগদগে হয়ে "রামকৃষ্ণ" নাম ফুটে উঠলো। তিনদিন ছিল। তারপর আপনা হতে মিলিয়ে গেল।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৩৫

## ১৭. স্বপ্ন—সিনেমা সৃষ্টির আগেই মুভি দেখা

**১৯১০ (আনুমানিক)-**

একদিন দেখছি সিনেমার মত পরপর সব হয়ে গেল। কত কী দেখালে। ঠাকুরের জীবনের খুঁটিনাটি সব দেখলাম। মুভি (Movie) ছবি বেরুল তারপর। তখন ঐ মুভি বায়স্কোপ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ওরে মুভি জগতে না হতেই তো আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

## ১৮. রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ

**১৯১০ (আনুমানিক)-**

অনুরাগ একরকম যোগজ ব্যাধি। দেহেতে ফোটে। কিশোর বয়স থেকে দেহেতে এই লক্ষণ ফুটেছিল। প্রাণশক্তি ঊর্ধ্বমুখী হলে সারা দেহের প্রতি লোমকূপের গোড়া লাল হয়ে ঘামাচির মত ফুটে ওঠে। লোকে ঐ অবস্থায় দেখলে বলত, বাবা! যেন একটা রক্তের চাঁই যাচ্ছে। তা বলে কোন ব্যাথা বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। চার পাঁচ দিন পরে আবার মিলিয়ে যায়।

## ১৯. গীতগোবিন্দ পড়ার ফল

**১৯১৩ (আনুমানিক)-**

গীতগোবিন্দ পড়ার ফল হচ্ছে এই যে যদি কেউ স্ত্রী আর পুরুষকে একসঙ্গে যেতে দেখে সে তাদেরকে রাধাকৃষ্ণ রূপে দেখবে। গীতগোবিন্দ যখন আমার আধখানা পড়া হয়েছে তখন মুখ তুলে বাইরে দেখি রাধাকৃষ্ণ যাচ্ছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিল। তাদেরকেই ঐভাবে দেখলুম।



যখন পড়া শেষ হল তখন দেখলুম গীতগোবিন্দ পড়ার ওই রকম ফল পাওয়ার কথা লেখা আছে। আমি সেটি পড়ে ভাবলুম, ওরে, ভাগ্যে ওটি আগে দেখলুম, না হলে তো বিশ্বাস হ'ত না।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-৫৩
*জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-৪২*

## ২০. স্বপ্ন—মা মুখ বাঁকিয়ে দে

**১৯১৪/১৫ (আনুমানিক)-**

সামনে মুখ আছে—পিছন দিকে মুখ হয়ে গেছে, পিঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; এইসময় আদ্যাশক্তি বালিকামূর্তিতে এসে বলতে থাকেন, 'মুখ বাঁকিয়ে দে মা।'

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-১০৪

## ২১. চণ্ডীদাস দর্শন

**১৯১৫-**

২২/২৩ বছর বয়সে চণ্ডীদাসকে দেখেছিলাম। তিনি আমায় গান গাইতে শিখিয়েছিলেন। তখন তখন যেসব নাটক লিখেছিলাম তাতে অনেক পদাবলী লিখতে হয়েছে। শিখেছিলাম চণ্ডীদাসের কাছ থেকে।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা- ১২৪

## ২২. নিজেকে অর্ধনারীশ্বর রূপে দর্শন

**১৯১৭-**

পঞ্চমভূমির অনুভূতি—অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। ওরে একদিন, দিনদুপুরে, কটকট করছে রোদ, বিছানায় শুয়ে আছি চিৎ হয়ে। ঘুম ধরছে না। হঠাৎ দেখছি আমার নিম্নাঙ্গ মেয়েছেলে আর ঊর্ধ্বাঙ্গ বেটাছেলে—চোখ খুলে অবাক হয়ে। কী যে দেখছি তাতো তখন জানা ছিল না। নিজেকে আধখানা মেয়েছেলে দেখেই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে একেবারে 'হ্যাক থু! হ্যাক থু!' করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলাম। দুই থেকে তিন মিনিট এই অবস্থা বজায় ছিল।

এইসব অনুভূতি হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন বাদে 'কথাসারে' ঠাকুরের ওই কথা পাই—"তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারন করলেন।" এই অনুভূতি দ্রষ্টার মধ্যে এই বোধ জাগায় যে আত্মা নারীও নয় আবার পুরুষও নয়।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৩, *ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-১৩৮,
*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-৪৬

## ২৩. ধ্যানে—ইষ্টমূর্তি দর্শন

**১৯১৭-**

ধ্যানে দর্শন হয়, গুরু—ইষ্ট সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তারপর গুরু ইষ্ট এক হয়ে যান। শেষে আবার ইষ্ট গুরুতে পরিবর্তিত হয়ে যান। আমার ইষ্ট ছিল কালী। ঠাকুর কালীকে দেখিয়ে বললেন, এই তোর ইষ্ট। তারপর কালীমূর্তিতে বিলীন হলেন। শেষে কালীমূর্তি আবার ঠাকুরের রূপ ধারন করল।

## ২৪. অর্ধবাহ্য দশা

**১৯১৭-**

অর্ধবাহ্য অবস্থা হ'ল—অর্ধেক জীবত্ব, অর্ধেক দেবত্ব। দেহ থেকে আট আনা পরিমাণে আত্মা নিঃসৃত হয়েছে। দেহের অর্ধেকে লম্বিত ভাবে শ্রীভগবানের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। দেহের দক্ষিণ ভাগেই তা দেখা যায়। ডানদিকের মুখ কুঁচকে যায়, গাল ফুলে ওঠে, চোখ বুজে যায়, জিভের আধখানা অসাড় হয়ে যায় ও দেহের এই অংশের (ডানদিকের) লোম খাড়া হয়ে যায়।

ইষ্টমূর্তি দর্শনের পর যোগের উচ্চতর এক পর্যায় আছে। একে বলে অর্ধবাহ্য দশা। আধখানা মন বাইরে, আধখানা মন ভিতরে। ভিতরের আধখানা মন ইষ্টের রূপ দর্শন করছে—বাইরের আধখানা মনে তার প্রতিচ্ছবি পড়ছে। ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভক্ত ইষ্টের রূপ দর্শন করেন ভিতরে ও বাইরে। অবশ্য মনে হয় একজন ইষ্টকেই দেখছেন। এই অবস্থায় ভক্ত যেদিকে চোখ ফেরান সেদিকেই ইষ্টকে দেখেন। "যথা যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরায়।"

________ *Religion & Realisation* (বঙ্গানুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫০



## ২৫. জ্ঞানচক্ষু দর্শন

**১৯১৭ (আনুমানিক)-**

ঠাকুর বলছেন, 'ষষ্ঠভূমিতে দ্বিদল পদ্ম'। ওরে দ্বিদল পদ্ম মোটেই নয়। আমি কি দেখলাম?—চক্র। প্রথমে একটা stem (ডাঁটি), তার দু'ধারে দুটো ফেঁকড়ি বেরিয়ে তাদের ডগায় দুটো আধ ইঞ্চি ব্যাসের জ্যোতির্ময় চক্র (covered with light), সে দুটি নিচু হয়ে ছিল, সিধে হয়ে গেল। তারপর ভ্যানিশ হয়ে ভ্রূমধ্যে একটি মাত্র চক্র বা জ্যোতির গোলক দেখা গেল আর তার ভেতর সোনার ছোট্ট বুদ্ধমূর্তি দেখা গেল। বস্তুত দুটি চক্ষু থেকে দুটি জ্যোতির গোলক বেরিয়ে এসে ভ্রূমধ্যে এক হয়ে গেল। ভিতরের এই বুদ্ধমূর্তি Insignia of Knowledge, জ্ঞানের প্রতীক।*

বুদ্ধমূর্তি দেখিয়ে আমায় বোঝাচ্ছে এই-ই জ্ঞাননেত্র। এই জ্ঞানচক্ষু লাভ না হলে সহস্রারে ত্রিপুটি অবস্থায় আত্মা বা ভগবান দর্শন হয় না।

________*ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা- ১৭৪,১৭৬;
*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-১৬৭, ৩২২

## ২৬. জাগ্রতে—রহস্যময়ী মায়া দর্শন

**১৯১৭ (আনুমানিক)-**

আমি খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি—দিনদুপুরে খোলা চোখে—নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন হল। অপূর্ব নারীমূর্তি। দূরে নয়, অতি নিকটে দর্শন হল। ইনি কৃপা করে দ্বার খুলে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান বা সপ্তমভূমিতে প্রবেশ হয়।

এই নারীমূর্তির গায়ের রঙ—স্নিগ্ধ ঘাসফুলের রঙ। বসন ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ। ভ্রূমধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা। নৃত্য ধীর। কৃশাঙ্গী, অপূর্ব লাবণ্যময়ী। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছ্বলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইনি রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন মায়া রহস্যময়ী। ভগবান দর্শন ও ভগবান হওয়ার পথে সকল প্রকার অনুভূতিই বস্তুত এই মায়ার রহস্য ভেদ।

---

* পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে জ্ঞানচক্ষুর বর্ণনায় এই জ্যোতির্গোলকের কথা বলা হয়েছে।

জীবন—মৃত্যুর রহস্য ভেদ হলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

রহস্যময়ী মায়া নাচে কেন? ওই নাচটি কি? দেহের গতি এবং জগতের গতি বোঝাবার জন্য ঐ নাচ। ঐ নাচের সঙ্গে একটা শব্দ হয়। ওই হচ্ছে অনাহত শব্দ যা পৃথিবীর গতি থেকে ওঠে।

ঠাকুর বলেছেন-''মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে হয় না।' কোথায় দ্বার ছেড়ে দেবে?—ষষ্ঠভূমিতে, ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তম ভূমি যাবার দ্বার।'**

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ৪৭, ১৩৯,১৬৭; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩০৯; *বিনয় শতক*, পৃষ্ঠা- ১১৭

## ২৭. স্বপ্ন—রেশমের পর্দার ওপাশে সূর্য দেখা

**১৯১৮ (আনুমানিক)-**

রহস্যময়ী মায়া ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তমভূমি যাবার দ্বার খুলে দেন। সপ্তম ভূমির দ্বারদেশে, কপালের উপরিভাগে দর্শন হয়—রেশমের পাতলা পর্দা—তার পিছনে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্পিন্ড—প্রাণসূর্য বা শ্রীভগবান দর্শনের পথে শেষ আবরণ।

________*ধর্ম ও অনুভূতি* পৃষ্ঠা- ৩

## ২৮. দেবভাব

**১৯১৮ (আনুমানিক)**

আত্মাসাক্ষাৎকারের আগে শরীরে দেবভাব হয়। সে সময় খাবার দেখলেই খাওয়া হয়ে যায়। খাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না। আমি তখন Young man, খুব Robust health, তবু খাবার প্রয়োজন হোত না। খাবার দেখলেই খাওয়া হয়ে যেত। এ ভাবটা অবশ্য বেশিদিন থাকে না, অবস্থা বদলে যায়। লোকে ভুল করে ভাবে যে এই দেবভাব বুঝি eternal, তা কিন্তু নয়।

** রহস্যময়ী মায়ার চোখ- দৃষ্টি ভূমিতে আনত ও আবদ্ধ।
রঙ্গময়ী মায়ার চোখ- চোখ ঘোরাচ্ছে, আঙুল মটকাচ্ছে- চাউনিতে যেন জগত টলছে।
ডাকিনী (কমলা) মূর্তি- কী স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি- চোখদুটো ডানদিক থেকে বাঁদিকে কী সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে নিলে।



## ২৯. জাগ্রতে—আত্মা সাক্ষাৎকার

**১৯১৮-**

২৪ বছর ৮ মাস বয়সে হল সুদুর্লভ ভগবান দর্শনের অনুভূতি। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় চিৎ হয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি। হঠাৎ দর্শন হল। চারিদিকে জ্যোৎস্নাসম স্নিগ্ধ বিচ্ছুরিত জ্যোতি। একদিকে ঠাকুর, আমার সচ্চিদানন্দগুরু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সেই জ্যোতির সমুদ্রে নীল রেখার দ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতিকে আঙুল (তর্জনী) দিয়ে দেখিয়ে বলে দিলেন, ''এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন।'' তারপর তিনি সেই ভগবানের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। ত্রিপুটি অবস্থায় এই দর্শন—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার উপস্থিতিতে। জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দগুরু, জ্ঞেয়- আত্মা আর জ্ঞাতা- দ্রষ্টা। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হয়ে গেল। আমি তখন তন্মাত্র অবস্থায় আত্মার মধ্যে থেকেই আত্মাকে দর্শন করছি। দেখছি—নীল রেখার চারপাশে অ্যাটমের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্যোতির্বিন্দুর এক মালা ঘুরছে। মনে ফুট কাটল, এই কী রাসলীলা? কিছুপরে condensed shapeটা মাথার পিছন দিকে ঘুরে গিয়ে লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। একগোছা ধানের শীষ হাতে করে ধরলে যেমন দেখায় সেই রকম (ধান্যশীর্ষবৎ) বা ধূমকেতুর লেজের মত আকৃতি নিল। বেদান্ত সাধনের তথা বৈদিক নিগমের দ্বার খুলে গেল। তা না হলে ঐ তেজ দেহ সহ্য করতে পারতো না, দেহ থাকতো না। ক্রমে সে রূপ মিলিয়ে গেল। জৈবী সম্বিৎ ফিরে এল।

কথামৃতে ঠাকুর বলেছেন, কেউ এসে বলবে, ''এই—, এই—।'' তবে জানবি ঠিক ঠিক। এ সেই দর্শন, ঠিক ঠিক, ষোল আনা। অটুট ব্রহ্মচর্যে বীর্যবান দেহ না হলে আত্মার সংকলন হয় না। তাই কথায় আছে কালো পাঁঠা একটুও খুঁত থাকলে মায়ের বলিতে লাগে না। সপ্তম ভূমিতে এই দর্শন। এই দেহ থেকে এই আত্মা উত্থিত হয়েছে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এরপর ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে। এই আত্মা বা ভগবান দর্শনের সময়ই প্রকৃত সমাধি অবস্থার সূত্রপাত হয়।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-১৭; *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-৮২, *জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১২৬

## ৩০. শুদ্ধ মন

**১৯১৮-**

দেহেতে ভগবান দর্শন না হলে মন শুদ্ধ হয় না। ভগবান দর্শন চিত্তশুদ্ধির পরিমাপ। ভগবান দর্শনে দেহ সম্পূর্ণরূপে গ্লানিমুক্ত হয়। এই দেহশুদ্ধির ব্যবহারিক লক্ষণ হল—দেহ থেকে কাম উবে যাবে। এ জিনিস দেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। যার এই অবস্থা হয়েছে কাম বিষয়ক কোন কথা শোনামাত্র তার দেহের নিম্নভাগ থেকে কম্পন শুরু হয়ে তা সহস্রারে উঠে আসে—সমাধি হয়—দেখা যায়।

________*Religion and Realisation,* ব্যাখ্যা নং ১১৫

## ৩১. তুমি তো ধ্যানসিদ্ধ

**১৯১৮-**

সচ্চিদানন্দগুরু অন্য এক রূপে সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, ''তুমি তো ধ্যানসিদ্ধ।'

এরূপ অনুভূতি হলে কোন চেষ্টা ব্যাতিরেকেই স্বপ্নসিদ্ধ মানুষটি (যিনি স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ করেছেন) ধ্যানসিদ্ধও হন। যিনি ধ্যানসিদ্ধ তার দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হয়েছে**।

________ধর্ম ও অনুভূতি; ব্যাখ্যা নং- ৮২৫

## ৩২. স্বপ্ন—রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শন

**১৯১৯-**

একটি বারান্দা। বারান্দার এক কোণে আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটি ৭/৮ বছরের মেয়ে (বলরাম বসুর কন্যা কৃষ্ণময়ী, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণও দেখেছিলেন)

**তখন Bengal Boarding-এ থাকি। খাবার পর 12টায় ধ্যান করতে বসেছি। ভাঙল 4টের সময়। মহাপুরুষ মহারাজের জীবনীতে আছে, তিনি বলতেন, দু'ঘণ্টার বেশি কি ধ্যান করা যায়? স্বামীজি বলতেন দুই ঘণ্টার বেশি ধ্যান হয় না। ধ্যান হালকা হয়ে আসে। অথচ ঠাকুর তাঁকে ধ্যানসিদ্ধ বলেছেন।



আমাকে অর্ধ-বৃত্তাকার পথে বেষ্টন করে রঙ্গ করছে। ছুটোছুটি করে কখনও আঙ্গুল মটকাচ্ছে, কখনও করছে নানা রকম ভ্রূভঙ্গী। নানা রকম রঙ্গ করছে বলেই আমি একে রঙ্গময়ী মায়া বলেছি। প্রায় ২৬ বছর বয়সে এই দর্শন, বিশ্বরূপ দর্শনের আগে।

অর্ধ-বৃত্তাকার পথে শিবকে প্রদক্ষিন করার কথা শাস্ত্রে আছে। উমা এইভাবেই শিবকে বরণ করেছিলেন।

________জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-২২৬

## ৩৩. স্বপ্ন—ঘুঁটির ভিতর মাছ কাঁকড়া

**১৯১৯ (আনুমানিক)-**

সহস্রারে ঘুঁটি আছে- সেখানে এ জিনিস দেখা যায়। আমি দেখেছি- ঘুঁটির ভিতর কাঁকড়া এসে জমেছে। শুধু কাঁকড়া নয়, মাছও কিলবিল করছে। এ জিনিস আমি ভগবান দর্শনের পরে দেখেছি।*

________ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা- ২৭৯

## ৩৪. স্বপ্ন—World Geography জানা

**১৯২০-**

একদিন স্বপ্নে দেখছি——আমি সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে বেরিয়ে লেক (lake) বৈকাল, লেক বলখাস ওইসব অঞ্চল ঘুরে ঘুরে ছুটতে ছুটতে ক্রমে খাইবার গিরি পথের পাশ দিয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে ঢুকে পড়লাম। তখনও ছুটতে ছুটতে সামনে দেখলাম মস্তবড় একটা মসজিদ। মসজিদের ওপর লাফ দিয়ে উঠেছি, এমন সময় তারা (তারাচরণ চ্যাটার্জী) কোত্থেকে এসে পেছন থেকে আমার একটা পা ধরে ঝুলে পড়ল। অমনি ঘুম ভাঙল।...**

________*সুধা কুম্ভ*-১ম ভাগ, পৃষ্ঠা-১৮৬

*ইন্দ্রিয়নিচয় ও মন নিম্নাঙ্গ থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গে উঠেছে।

** আর্যদের ভারতে আগমনের পথ ধরে উনি এলেন অর্থাৎ ওনার মধ্যে আর্যকৃষ্টি রূপ ধারণ করেছে। মসজিদ তথা ইসলাম ধর্ম একটি সামাজিক ধর্ম (social religion)। এর উর্দ্ধে বৈদিক ধর্মের আধ্যাত্মিক গরিমা বাঙ্গালীরাই (তারাচরণ) প্রথম অনুধাবন করতে পারবে তাঁকে ধরে।

## ৩৫. স্বপ্ন—ঘুমের সময় মনের অবস্থান

**১৯২০ (আনুমানিক)-**

দেহের নীচ থেকে একটা হাতি উঠল ওপরের দিকে- আমি এতটুকু হয়ে গেছি- অর্থাৎ লিঙ্গশরীর দেখছি। ষষ্ঠভূমিতে হাতিটা উঠল- তখন আমি একটা খাঁজ মত জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। কেননা মনে হ'ল ও শালা আবার নামবে। যদি ঠিক ঠিক জায়গায় না থাকি তবে ওর পায়ের চাপে পিষে যাব। হাতিটা ষষ্ঠভূমিতে একটা ব্রাকেটের মত জায়গায় কিছুক্ষন রইল। পরে সেটা হুড়মুড় করে নেমে গেল। তখন বুঝলুম যে ওরে ঘুমের সময় মানুষের মন তো ষষ্ঠভূমিতে থাকে।

________*জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-৩২*

## ৩৬. প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ

**১৯২০ (আনুমানিক)-**

মহাবায়ু সামনে বুকের ভিতর দিয়ে দেহকে তোলপাড় করে সহস্রারে গিয়ে পড়ে ও সমাধি হয়—তখন প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ পায়—তা দেখাও যায়।

১। বুক খুব ফুলে ওঠে

২। শরীর শীর্ণ হয়ে যায়

৩। তলপেটে দড়ার মতো হয়ে মহাবায়ু ওঠে।

'প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ।' যার এই প্রেম হয়েছে তার কাছে কেউ বসে থাকলে তিনিও তা দেখতে পান। এই প্রেমিক পুরুষ মনে করলেই এই অবস্থা লাভ করেন। অপরে তা দেখতেও পায়।

________ *Religion & Realisation (বঙ্গানুবাদ) পৃষ্ঠা-১৯২*

## ৩৭. স্বপ্ন—ভবিষ্যৎ দেখা

**১৯২১-**

আমি প্রথম মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের দলে নাম লেখাই। যুদ্ধ শেষে Sanitory Engineering পড়তে বিলাত গমন করি। বিলাতগামী জাহাজে চড়বার সময় অবাক হয়ে দেখি যে, ওই জাহাজখানি বহু পূর্বেই আমি



স্বপ্নে দেখেছি। কত নম্বর কেবিনে যাব তাও দেখেছি। বিলেতের পথঘাটও দেখেছিলাম। সব হুবহু মিলে গিয়েছিল। একবার গ্রীষ্মকালে একটা গাছের নীচে একটু দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ মনে পড়ল, আরে গতরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি ঠিক এই গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। এইসব দেখে দেখে তবে তো মাথায় এল —ওরে, ''হবে নয়, হয়েই আছে।'' এটি বেদান্তের একটি ফুট।

________*সুধা-কুম্ভ*, পৃষ্ঠা-১৮২

## ৩৮. স্বপ্ন—সব জায়গা আবার দেখে যাব

**১৯২২-**

আমি বিলেত থেকে যখন আসি (১৯২২) তার এক সপ্তাহ আগে ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখছি—আমি নিজেই বলছি, আমেরিকায় যখন যাব তখন এইসব জায়গা আবার দেখে যাব।

________''অশোকের দিনলিপি'', *মাণিক্য-৫৪ সংখ্যা*, পৃষ্ঠা-২৩৭

## ৩৯. স্বপ্ন—আমার ১৬ আনা আর তোর ৩২ আনা

**১৯২২-**

ঠাকুর একদিন স্বপ্নে বললেন, ''আমার ষোলআনা, তোর বত্রিশ আনা। তোর অনেক কিছু নতুন হবে। তবে সব বলে দিস না। কিছু বলবি কিছু হাতে রাখবি।'' আমি তখন বলছি—তুমিই তো বলেছ, গোপনতা অষ্টপাশের এক পাশ। আমি যা জানব সব খুলে বলে যাব। ঠাকুর হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

______*সুধা-কুম্ভ*-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা- ২২৬; *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়* পৃষ্ঠা-১১, ৩১৬

## ৪০. দৈববাণী—টাকা না নিলে কষ্ট হবে

**১৯২২ (আনুমানিক)-**

একবার বালিশের তলা থেকে টাকা বের করতে গিয়ে কষ্ট হতে লাগল- হাত এগোচ্ছে না। ভাবলাম বেশ হল, টাকা আর ছুঁতে হবে না। ঠিক সেই সময় দৈববাণী হল—''না নিলে কষ্ট হবে।''

এখন বুঝছি এর আসল অর্থ। এখানে সংসারীরা আসবে, তারা ভাববে ঢং করছে, ঠাকুরের অনুকরণ করছে। তাই ঠাকুর টাকা ত্যাগ করতে দিলেন না।

ঠাকুর "টাকা মাটি মাটি টাকা" বলে ১টা টাকা ফেলে দিয়েছিলেন গঙ্গায়। আর আমি বিলাত যাবার সময় (১৯২১) একটা ১০ টাকার নোট "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলে জাহাজ থেকে টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দিয়েছিলাম।

________*সুধা-কুম্ভ*-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা- ৮৮

## ৪১. স্বপ্ন—খাটবি খাবি

**১৯২৫-**

একসময় ভেবেছিলাম জগৎ কি আমায় দু'সের আটা দেবে না? আমি তাহলে সর্বক্ষণ ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন থাকব। তখন এক স্বপ্নে দেখিয়েছিল—জগৎ দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একভাগে জগতের সবকিছু—বাড়িঘর, গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখী, মানুষ আর একভাগে ঠাকুর আর আমি। আমি আকুল ভাবে বলছি 'জগৎ কি আমায় আধসের আটা দেবে না'? ঠাকুর কিন্তু এ কথা কানে তুললেন না; তিনি আমার হাত ধরে নাচছেন আর বলছেন—"খাটবি খাবি, খাটবি খাবি।"

যেদিকে ঠাকুর আর আমি, সেদিকে আর কিছু নেই কেন? সেখানে নতুন কিছু সৃষ্টি হবে তাই।

এই স্বপ্নে ঠাকুরকে পঞ্চানন নামে একজন মানুষের রূপে দেখেছিলাম।

________*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-১৬৮

## ৪২. স্বপ্ন—রঘুবীর শালগ্রাম শিলা দেখা

**১৯২৫ (আনুমানিক)**

কামারপুকুর যাব। সন্ধ্যাবেলায় জয়রামবাটীতে পৌঁছালাম। সেই রাত্রে জয়রামবাটীর আশ্রমে, ঠাকুরের বাড়ীর গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলাকে স্বপ্নে দেখলাম। জেগে উঠে ভাবলাম, রঘুবীর শিলাকে দেখলাম কিন্তু শীতলাকে তো দেখলাম না। অমনি মনে পড়ল আরে শীতলাকে তো বহু আগেই, ১১ বছর বয়সে দেখেছি।



## ৪৩. স্বপ্ন—গরু কিনতে নিষেধ

**১৯২৫ (আনুমানিক)-**

কত অনুভূতি, কত দর্শন! কটা কথাই বা তোদের বলেছি। একবার মাথাটা কি রকম হয়ে গেল, ভাবলুম, চাকরি ছেড়ে দেব, একলা থাকব। উলুবেড়ে চলে যাব। সেখানে থাকব, গরু কিনব আর এটা ওটা করব। ওমা, স্বপ্ন দেখছি আমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার সামনে একটা উঁচু জায়গা। আর সেই জায়গাটায় একটা ফুলের বাগান, চমৎকার বাগান। সেই বাগানের সামনে রাস্তাটাকে ঘিরে একপাল গরু, আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। বুঝলাম, ওই গরুই দেবে আমার পথ রুদ্ধ করে। তবু একলা থাকার ইচ্ছা গেল না। একবার ভাবলুম—রামেশ্বর চলে যাই, সেখানে গিয়ে থাকব। পরে বুঝতে পারলুম আমার এই একলা থাকার ইচ্ছে কেন। আমি রয়েছি সকলের মধ্যে। কিন্তু মন রয়েছে অনেক ঊর্ধ্বে—তাই একলা থাকার ইচ্ছে।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১৭

## ৪৪. স্বপ্ন—ফটিকের বিয়ের কথা জানা গেল

**১৯২৫/২৬-**

তখন কোঁড়ার বাগানে আমি আর ফটিক থাকি। পরে তারাও এসে জুটল। আমি ওদের মাঝখানে শুতুম। ওরা ধারে শুত। ধারে শোয়া আরাম কি'না। একদিন ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে। ভোরে ওঠা অভ্যাস। তারাও উঠে পড়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে আজ কী ফটিকের আশীর্বাদ? ওর বিয়ে হবে? তারা বলল, হ্যাঁ। ওর বিয়ের কথা চেপে গেছে। আমি বললুম, আমি স্বপ্নে দেখলুম ওর দাদা আসছে নেমন্তন্ন করতে। ওর বিয়ের আশীর্বাদ আজ। আমরা মুখ ধুয়ে চা খেয়ে তৈরী হয়ে রইলুম। ফটিকের দাদা এল নেমন্তন্ন করতে।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২০৬

## ৪৫. পকেটমার সাধু

**১৯২৫/২৬-**

পাঁজিতে যেমন হরপার্বতী সংবাদ লেখে তেমন হরপার্বতী সংবাদ আমার মাথায় হোত। সেই হরপার্বতী সংবাদেই বলেছিল—"পকেটমার সাধু"—অর্থাৎ

সাধু যা দেখতে পাস সব পকেটমার সাধু রে, সব পকেটমার। আমি যে দেখেছি হরপার্বতী কথা কইছেন—এসবই self revelation.

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৯৫

## ৪৬. স্বপ্ন—মঠে যাওয়া নিষেধ

**১৯২৬/২৭ (আনুমানিক)-**

মাঝে মাঝে মঠে যেতাম। তারপর একদিন স্বপ্নে আমাকে মঠে যেতে ঠাকুর নিষেধ করে দিলেন। ওদের ওসব বিবিদিষা পন্থীদের কথা। আমাকে মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষা দেবার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একজন না একজন কেউ ছিল। ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী, জটাধারী, এছাড়া কত বেদান্তবাদী, তান্ত্রিক—কেউ না কেউ ছিলই। আর আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। আমার সব আপনা থেকে হয়েছে। সাধুসঙ্গ ? আমার বেলায় উল্টো। আমি বুঝেছিলুম যে ওসব কিছু না। স্বপ্ন দেখলুম—একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে অনেক গেরুয়াধারী আবার সাদা কাপড় পরা লোক। কিছুক্ষন পর দেখি, ওমা! কেউ কোথাও নেই।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৪৬

## ৪৭. জাগ্রতে—পাথরের পুলক

**১৯২৬/২৭ (আনুমানিক)-**

ঠাকুরের দেশে একবার গিয়েছি, গিয়ে বুড়ো শিবের দাওয়ায় বসে ধ্যান করছি। দাওয়ার দেওয়ালের অনেকটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। এখন তোরা গেলে সে সব আর দেখতে পাবি না। সে বুড়ো শিবও নেই, সব বদলে গেছে। তারপর হ্যাঁ, সেই দাওয়ায় বসে ধ্যান করতে বসেছি আর খুব পুলক হচ্ছে। ধ্যান ভেঙে পেছনে যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলাম সেদিকে তাকিয়ে দেখি যে কী আশ্চর্য! পাথরেরও পুলক হচ্ছে। তা বাবা, এসব হয়।



## ৪৮. স্বপ্ন—স্পেশাল গুণ

**১৯২৭ (আনুমানিক)-**

ঠাকুর আমায় কতকগুলো স্পেশাল জিনিস দিয়েছেন- আমি যদি কাউকে প্রণাম করে তার পায়ের ধূলো নিই তাহলে তার জন্ম জন্মান্তরীণ* সুকৃতি এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তখন মঠে যেতাম আর হাত তুলেই নমস্কার করতাম। শেষে একদিন স্বপ্নে ঠাকুর ওদেরকে আমায় দিয়ে প্রণাম করিয়ে পায়ের ধূলো নেওয়ালেন। ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম, মঠে যারা আছে তাদের জন্ম জন্মান্তরীণ সুকৃতি চলে গেল। তাই ওরা আর এখানে আসতে পারবে না। দৈব আসতে দেবে না

## ৪৯. স্বপ্ন—বিদ্যামায়া তাড়ানো—Holy Hound

**১৯১৮ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে চারবার-**

বেদান্তের সাধন কালে বিদ্যামায়াকে কয়েকবারই বিতাড়ন করেছিলাম। বিদ্যামায়া কিন্তু সহজে যেতে চায় না। তাড়ানো বড় শক্ত। শেষবার আমি কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটে নিয়ে তাকে তাড়া করেছিলুম। দেখছি—এইরকম একটা ঘর। আমি বসে আছি। ঘরে তিনটে র‍্যাকের মত আছে। আমার কাছে যে র‍্যাকটা তাতে কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটেই রয়েছে। বিদ্যামায়া গেরুয়া পরে আমার ঘরে ঢুকেছে। হাতে একটা বই। আমি দেখেই বুঝেছিলুম ও ছল করে ঘরে ঢুকেছে। ও ঘরে ঢুকতেই আমি ওই কাটারি, বঁটি, জাঁতি তিনটে নিয়েই তেড়ে গেলুম। ও তো একেবারে দে ছুট। সেই যে গেল আর কই ওকে দেখিনি।

এর আগে আরও তিনবার তাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু যায়নি, ফিরে এসেছিল। প্রথম দুবারের কথা আর মনে নেই কিন্তু পরের বারের কথা বেশ মনে আছে। দেখছি—ওকে টিকিট কাটিয়ে জাহাজে তুলে দিয়েছি। জাহাজ চলে গেল। কিন্তু কোথা থেকে একটা ছোটো নৌকা এসে সেই জায়গায় লাগল। আমি পলটুন থেকেই নৌকায় নামলুম। নৌকা চলতে লাগল। যত যায় ততই নৌকাটা বড় হয়। ক্রমে একটা বড় ময়ূরপঙ্খী জাহাজের মত হয়ে গেল। আমি বসে আছি। আমার হাতে নুন টেপা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী টিপে দেখালেন)। নৌকাটা যাচ্ছে

* এখানে জন্মজন্মান্তরীণ মানে entire life-এর

এমন সময় কোথা থেকে একটা বিরাট কুকুর ঘুরতে ঘুরতে এসে আমার হাতের টেপা নুনটা খেতে এল। আমি তো আঙ্গুল টিপে বসে আছি। নৌকাটা নদীর বাঁকে ঢুকে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি যে একটা সাহেব নোঙরের দিকে মাথা করে শুয়ে ছিল। নৌকাটা থামতেই সে উঠে তীরে নেমে গেল। স্বপ্নও ভেঙে গেল।

এর বহু পরে আমি দেখেছিলাম দু-এক দানা নুন মুখে পুরে আস্বাদ করছি।

নুন চাখছি মানে ব্রহ্মের আস্বাদন করছি। নুনকে হিন্দিতে বলে রামরস। সন্ত ওহি হ্যায় যো রামরস চাখে (কথামৃত)। সাহেবটি কে বল দেখি? বিধাতা পুরুষ। দেখাচ্ছে যে আমিই আমার বিধাতা পুরুষ হলাম।* আর কুকুরটি হচ্ছে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম। আমার ব্রহ্মত্বলাভে বাধা দিচ্ছে।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১২৪

## ৫০. স্বপ্ন—সাপের খোলস দর্শন

**০১/৭/১৯৬০-**

আমার একটা দর্শনের কথা কথাসারে পেয়েছিলাম। দেখছি একটা সাপের খোলস। সেটা খুব পুরনো আর ছেঁড়া ছেঁড়া। এটা কোনও বইয়ে পাইনি। তারপর কথাসারে পেলাম—দেহ আত্মার পৃথক হওয়ার প্রতীক।

—বিনয় শতক, পৃষ্ঠা- ১৮৬

## ৫১. স্বপ্ন—মার দর্শন

**১৯২৯ (আনুমানিক)-**

মার এসেছিল বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির কাছে প্রলোভন দেখাতে। ঠাকুরের কাছেও এসেছিল। আমাকেও ছাড়েনি। আমি তখন ওই যে কথামৃতে আছে না থোলো থোলো কালোজাম? দেখছি। সে দেখা দিল মেথরের বেশে দূরে একটা গাছের তলায়। কিন্তু খুব ভীরু লাজুক যেন আমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলতে পারছে না।

*অর্থাৎ তাঁর অপার বিশ্লেষণী ক্ষমতা (European Scholarship) জাগল যা তাকে পরিচালিত করবে।



এরা সব আসে দেহেরই ভিতর থেকে। দেহের বাইরে থেকে কিছু হয় না।*

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১

## ৫২. দেহ-আত্মা পৃথকের অনুভূতি

**১৯৩০ (আনুমানিক)-**

আত্মা সাক্ষাৎকারের প্রায় ১২ বছর পর আদ্যাশক্তি যে আত্মা বা ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়েছেন তার লক্ষণ দেহে ফুটে ওঠে। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে—সে অবস্থায় কুণ্ডলিনী সহস্রারেরদিকে যত উঠতে থাকে ততো ঘাড়টি পেণ্ডুলামের মতো ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকে—সেই সময় শুকনো সুপারীর মত খট্‌খট্ শব্দ হতে থাকে। ঐ ব্রহ্মবিদ্যা লাভকারী মানুষটিকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে মহাশয় দেহ আর আত্মা কি পৃথক হয়? অমনি কোন কথা বলার আগেই ঐ মহাপুরুষের ঘাড় ডাইনে বাঁয়ে ঘটঘট করে নড়তে থাকবে আর শুকনো সুপারীর মত খটখট করে শব্দ হবে। জিজ্ঞাসু শুনতে পাবে আবার দেখতেও পাবে।

এই অবস্থাকে ঠাকুর বলেছেন শুকনো সুপারী বা খড়ো নারকেল।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৫৫

## ৫৩. ব্রহ্মজ্ঞানের ফুটকাটা—স্থান ও কালের নাশ।

**১৯৩০–**

আত্মাসাক্ষাৎকারের পর প্রায় বারো বছর ধরে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে। নানান অনুভূতি হয়। এই ফুট কেটে স্থান ও কালের নাশ হয়। প্রথমত কাল কী হবে তা আজ দেখতে পেলেন। বারবার এইরকম ঘটতে লাগল—এক বছর ধরে। দ্রষ্টা এই ভবিষ্যৎ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আপনা হতে তার মনে হয় কাল ঘটবে! আমি আগের রাত্রে দেখেছি— তাহলে তো ঘটেছিল। ঘটবে

* প্রাসঙ্গিক শ্রীরামকৃষ্ণের মার দর্শন—

বেলতলায় ধ্যান করছি। পাপপুরুষ এসে কতরকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, দেহ সুখ, নানারকম শক্তি এইসব দিতে চাইলে আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন। তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেলো। মা-এর সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়ছে—কৃষ্ণময়ীর রূপ। কিন্তু চাউনীতে যেন জগৎটা নড়ছে।

আর কোথায়। হয়েই ছিল, হবে আর কোথায়! ভবিষ্যৎ নয়—অতীত। ভবিষ্যৎ ও অতীত এক হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ ও অতীতকে নিয়ে বর্তমান ফুটছে, ত্রিকাল এক হয়ে যাচ্ছে। চিরন্তন বর্তমান। এই কালের নাশ।*

আবার গোটা কলকাতা শহরটা তিনি স্বপ্নে দেখলেন। যেন ভেল্কির মতো হয়ে গেল। কল্পনার নয়। সত্যিকার কলকাতা। তারপর সে অনুভূতি ভেঙে গেল। তার অন্তরের কলকাতা ও বাইরের কলকাতা যে এক, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। মনে হয় এতবড় কলকাতা মাথার ভিতরে ধরলো কী করে? তিনি বুঝতে পারলেন যে এ এত বড় নয়—আবার এত বড়োও বটে, আবার ছোটোও বটে। স্থান সম্বন্ধে এই রকম নানান অনুভূতি হয়ে শেষে বিশ্বরূপ দর্শনে নিঃসন্দেহ হয় যে আত্মার মধ্যে জগৎ। এই হল স্থানের নাশ।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, ব্যাখ্যা নং-২২

## ৫৪. স্বপ্ন—বিশ্বরূপ দর্শন

**১৯৩০-**

দেখছি—শূন্যে উপরে উঠে যাচ্ছি। দিগন্ত ক্রমে আরও বড় হয়ে গেল। শেষে আর দিগন্ত বলে কিছু থাকল না। তখন দেখছি- অনন্ত মহাশূন্য- তার মধ্যে জগৎ সংসার অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী। কিন্তু এ অবস্থা ব্রেন বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম।**

## ৫৫. স্বপ্ন—হাতে একটি শালগ্রাম শিলা

**১৯৩০-**

বিশ্বরূপ দর্শনের পর একদিন স্বপ্নে দেখছি—আমার হাতে একটি শালগ্রাম শিলা। শালগ্রাম শিলা বিশ্বরূপের তথা নারায়ণের প্রতীক। এই শিলা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে নরনারায়ন—গোস্বামী। গো মানে পৃথিবী, স্বামী- অধীশ্বর।

---

* ঠিক ঠিক স্থান ও কালের নাশ—স্থিত সমাধিতে—অপরিবর্তনীয় অবস্থা লাভে ও আমার মধ্যে জগৎ অন্তর্লীন, আমি তার স্রষ্টা—এই বোধ দৃঢ় হলে।

**ঘাটশিলায় দ্বিজেনবাবুকে তাঁর এই বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ননা দিয়েছিলেন।



## ৫৬. জাগ্রতে—পার্থসারথি দর্শন

**১৯৩০ (আনুমানিক)-**

ইষ্ট দেহ থেকে বেরিয়ে আবার দেহে প্রবেশ করেন। আত্মা দেখিয়ে দেন, আমি দেহে, আর চিন্ময়রূপ যা দেখ তা দেহ থেকে বেরোয়। এই কুটিচক অবস্থার সূত্রপাত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্থসারথি মূর্তি দেখেছিলেন—একথা কথামৃতে আছে। বল—ঐ যে রে ঠাকুর কুঠির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর এমন সময় দেখছেন—অর্জুন, তার রথ আর পার্থসারথি মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমিও দেখেছি—ডাহা জ্যান্ত। তখন বেলা আটটা হবে। সবে ধ্যান করে উঠে বসেছি আর দেখি। আমার দেহের ভেতর (বাঁ দিক) থেকে পার্থসারথি মূর্তি বেরিয়ে বাঁ পায়ের উরুর উপর বসলেন। তার বাহুতে গয়না, হাতে ছড়ি—অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। কিছুক্ষন পর আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন। তখন আমার ধারনা হলো ভগবান তো তাহলে আমার দেহে! এই দেখিয়ে আমায় ধারনা করিয়ে দিলে যে, আমার দেহকে আর একজন পরিচালনা করছেন।

সে তখন ১৯৩০ সাল হবে। কেন উরুতে বসলেন? আমার বাইরে আর স্থান নেই। এই দেহই রথ আর সেই দেহরথ ভগবান পরিচালনা করছেন।

________*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-১৬২;

## ৫৭. স্বপ্ন—বিশ্ববীজবৎ

**১৯৩০-**

দেখছি—হাতে একটা ছোট্ট বীজ— মনে হচ্ছে এটাই জগৎ। পরে বুঝলাম এতবড় জগৎ বীজরূপে আমার  ভিতর রয়েছে।

## ৫৮. জগৎ স্বপ্নবৎ

**১৯৩০-**

বেদান্ত সাধনের তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি হয়। পরের অনুভূতি হ'ল জগৎ স্বপ্নবৎ অর্থাৎ আত্মিকে আরও সূক্ষ্ম অবস্থা (finer stage) লাভ করেন সাধক।

এই অবস্থায় জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা একাকার বোধ হয়—কিছুদিন ধরে ক্রমাগত

যা স্বপ্নে দেখেন তাই-ই পরদিন বাস্তবে ঘটে ফলে ঘটনাটা স্বপ্নে দেখছেন না বাস্তবে ঘটছে তা যেন বুঝতে পারেন না। জগৎ স্বপ্নবৎ উপলব্ধি হয়। আত্মিক জগৎ স্বপ্নবৎ হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে অসংখ্য মানুষের স্বপ্নে তাঁর চিন্ময়রূপ ফুটে উঠতে থাকে।

## ৫৯. জড় সমাধি

**১৯৩০-**

জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতির পর স্বপ্ন জড়সমাধিতে পরিণত হ'ল। প্রাণশক্তি জড় হয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়। ঐ বিন্দুর বাইরে বোধ থাকে না। মনের—বোধের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় জ্যোতিহীন বিন্দু—ইউক্লিডের জ্যামিতিক বিন্দু—বোধমাত্র অবস্থা—ঠিক তারপরেই বোধের লয়—নির্গুণে, মহাকারণে লয়—কী আছে মুখে বলা যায় না—স্থিতসমাধি লাভ হয়। জড় সমাধি হল সগুণের শেষ ধাপ। এখানে অস্তিত্বের (existence) বা বোধের ধারণা লাভ হয়।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২৩১,২৩৯

## ৬০. নাদভেদ

**১৯৩০-**

জড়সমাধির পর নাদভেদের অনুভূতি হয়। একটি ধ্বনি শোনা গেল (The last sound), তারপরই স্থিতসমাধি—বোধাতীত অবস্থা। ঠাকুরও বলেছেন, আমি ওঁ শুনি নাই, ঘন্টার ধ্বনি শুনেছি—ট-অ-অ-অ-ম। নাদভেদের যৌগিক লক্ষণ হল—মাথা সামনে পিছনে কয়েকবার নড়ে তারপর সমাধি হয়ে স্থির হয়ে যায়।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৯০;



## ৬১. স্থিতসমাধি

**১৯৩০-**

নির্গুণে বোধাতীত অবস্থায় লয়—অন্তর্মুখী প্রাণচৈতন্যের নির্যাস সগুণ আত্মা তার নির্যাস নির্গুণ আত্মায় তথা আত্মিক সত্তার স্বরূপে পরিবর্তিত হয়। আদ্যাশক্তি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়। আমি নেই— বোধ বা অস্তিত্ব নেই, শুধু সত্তা (essence) —জগৎচৈতন্যসত্তা। এই অবস্থায় দেহ টুটে যায়, পরে বোধ ফিরে আসে—আমি না, তুমি অর্থাৎ ঈশ্বরই আছেন, তিনিই কর্তা—এই জ্ঞান হয়—তত্ত্বজ্ঞান হয়।

আবার পরে তিনি নন আমি, আমিই ঈশ্বর, আমিই আছি—আমার মধ্যেই জগৎ—আমিই জগৎ সৃষ্টি করি, মায়া রচনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—সব আমার ভিতরে। আমি একাই আছি এই বোধ জাগে। সময় লাগে প্রায় আড়াই মাস—তখন স্থিতসমাধির রেশ কাটে।

## ৬২. তত্ত্বজ্ঞান

**১৯৩০-**

গভীর সমাধি মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। মন যখন হারিয়ে যেত তখন বুঝতে পারতাম না, পরে বোধ ফিরে এলে বুঝতে পারতাম যে আমি ছিলাম না। আমার মন শূন্যে (অখণ্ডে) পরিবর্তিত হ'ত। একে বলে তত্ত্বজ্ঞানে বা "তুমি" জ্ঞানে ফিরে আসা।

*Religion & Realisation* (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ২৭০

## ৬৩. স্বপ্ন—তত্ত্বফল আহরণ

**১৯৩০-**

একটি অপরূপ গাছ- তার তলায় একজন দাঁড়িয়ে ছিল। সেই অজানা মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে ছুটে গিয়ে তাকে ডিঙিয়ে গাছে উঠে পড়লাম তড়াং করে। গাছটি অপরূপ। সে রকম গাছ কোথাও দেখা যায় না। ফলটিও অপরূপ। দেখতে কুলু আপেলের মতো বা অনেকটা নাসপাতির মতো, তবে

একটু লম্বা। ফলটি গাছ থেকে ছিঁড়ে হাতে ধরা রইল। গাছে থাকা অবস্থায় সাধারন জ্ঞান ফিরে এল।...*

এতদিন পর, কলেরা হওয়ার পর (৪/৬/১৯৫৮) সে ফল খেয়েছি।

______*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২০; *ঋতম বদিষ্যামি* , পৃষ্ঠা-১৯৬;

## ৬৪. ধ্যানে—বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার

**১৯৩০-**

একবার দক্ষিণেশ্বরে, যেখানে ঠাকুর বেদান্তের সাধন করেছিলেন, সেখানে আমার বন্ধু জ্যোতিষ ঘোষ আর মনমোহনের সঙ্গে দেখা। জ্যোতিষকে চিনিস? সে অক্সফোর্ডে বাংলার প্রফেসর ছিল, তারপর সে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে পড়াত। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিল। তা বহুদিন পরে দেখা, তারপর নানান কথা, কেমন আছিস এইসব। তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঠাকুরের কথা কইতে লাগলাম। কতক্ষণ যে ঠাকুরের কথা কয়েছি আমার কিছুই হুঁশ ছিল না। যখন হুঁশ ফিরল তখন দেখি চারিদিকে খুব ভিড় জমে গেছে। ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিলো—ওই যে ঠাকুর গঙ্গায় বান দেখাকালে কাপড় বগলে নিয়ে বলছেন, ''দূর শালা, কাপড়ও পড়বি আবার বানও দেখবি দুটো একসঙ্গে হয় না। যাইহোক, যেই দেখি ভিড় জমে গেছে, তখনই লোকেনকে বললাম—ও লোকেন চল চল, গেরণ লেগে গেছে চান করতে হবে, চল চল। এই না বলে আমরা দুজনে গঙ্গায় চান করতে চলে গেলাম। গঙ্গা চান করে এসে ঠাকুরের ঐ ঘরে যেখানে তিনি বেদান্তের সাধন করেছিলেন, ঐখানটা একটু নির্জন থাকাতে ধ্যান করতে বসলাম, আর ঐখানেই আমার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়েছিল। মাথার চামড়া গুটিয়ে গেলে তবে পূর্ণ অহংকারের নাশ হয় আর ষোলআনা সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। আত্মার সাধনের পর এই দর্শন। আমার দর্শন হলো সহস্রারের ঢাকনা খুলে গেল আর সহস্রার দর্শন হলো—বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

মাথার পর্দা বা চামড়া গুড়িয়ে গেলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ হয়—তখন নির্গুণ থেকে এই জ্ঞান আসে।

* তত্ত্বজ্ঞান মানে তত্ত্বফল- result–effect. তত্ত্বফল লাভের তাৎপর্য এই যে ঈশ্বরতত্ত্ব তথা একজ্ঞান করায়ত্ত হ'ল। অজানা মানুষটি বস্তুতত্ত্বে সাধনের সাধক।



স্বামীজী বলছেন না— আমার সঙ্গে তর্কে কেউ পারে না কেন জানিস? আমার মাথার চামড়া গুড়িয়ে গেছে। চামড়া গুড়িয়ে গেলে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিলাভ হয়।

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ১২৯, *ধর্ম ও অনুভূতি*, ব্যাখ্যা নং-৭৫০

## ৬৫. তূরীয়—পরমাত্মা সাক্ষাৎকার

**১৯৩০-**

স্থিতসমাধির পর কারও কারও দেহে চেতনা নেমে আসে (ফিরে আসে)। সেই চৈতন্য আবার উর্দ্ধে ওঠে ও পরমাত্মা দর্শন হয়। চৈতন্য সাক্ষাৎকারের বহু আগে এই পরমাত্মা দর্শন হয়। দেখতে পাওয়া যায় স্বল্প শুভ্র কুয়াশার মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার ন্যায়।

আবার চামড়া গুড়িয়ে যায় ও সহস্রার দর্শন হয়, ঠিক যেন উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখা সহস্রারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এও পরমাত্মা দর্শন।*

——*ধর্ম ও অনুভূতি, ৩য় ভাগ*

## ৬৬. স্বপ্ন—অর্ঘ্যপুট বা কাকীমুখ দর্শন

**১৯৩০-**

বেদান্ত সাধন সম্পূর্ন হলে সহস্রারে কাকীমুখ সৃষ্টি হয়। এই কাকীমুখে ঢুকে বেরিয়ে এলে তবেই নিগমের পথ খুলে যায়। বেরোতে না পারলে দেহ চলে যায়। ঠিক কাকের মুখের মত দেখতে কিনা তাই বলে কাকীমুখ।

দেখছি—খুব উঁচুতে উঠে যাচ্ছি। খুব উঁচুতে উঠে সেখান থেকে মারলুম এক লাফ। নীচেতে ছিল একটা পাতকুয়া, সেটাতে ঢুকে আবার বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ আছে। আমি এত ফোর্স্-এ লাফ দিয়েছি যে সেই ফোর্স্-এর চোটেই পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে অপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তখন আমি বুঝলুম যে ওরে, আমি তো কাকীমুখে ঢুকেছিলুম।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১২৮

* বজ্র পরমাত্মার প্রতীক। বৈধী ধর্মে শিবপূজার সময় বজ্র হিসাবে একটি ফুল কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করে শিবের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়।

## ৬৭. স্বপ্ন—স্বামীজীর হাতে একত্বের পতাকা—প্রণাম নিলেন না

**১৯৩০-**

দেখ বহুদিন আগে (সে ১৯২৯-৩০ শে) স্বামীজীর অবস্থা আমায় দেখিয়েছিল রে! আমি তোদের বলেছি বোধ হয় মনে থাকতে পারে, আমি দেখছি—একটা প্রকাণ্ড বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এগোলাম। সামনে একটা বিরাট পুকুর আর তার চারধারে চওড়া রাস্তা। দীঘির ওপরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বামীজী। তার পিঠে খুব বড় একটা ফ্ল্যাগ (flag) যার হাতলটা মাস্তুলের মত, পরিধানে মিলিটারি পোষাক — কপালে চন্দনের ফোঁটা- আমি স্বামীজীর কাছে এগিয়ে গিয়ে যেই প্রণাম করতে গেলাম, উনি কুণ্ঠার সঙ্গে বলছেন-"আপনি আমায় প্রণাম করবেন না, আপনি আমায় প্রণাম করবেন না।"

Military dress দেখিয়ে রজোগুন বোঝাচ্ছে। চন্দনের ফোঁটা বোঝাচ্ছে তিনি ভক্ত, অদ্বৈতবাদী নন। ঠাকুর বলছেন না, তোমরা সব ভক্ত। পিঠে কিসের flag? point of union অর্থাৎ একত্বের পতাকা নিয়ে বেড়াচ্ছেন। স্বামীজীর অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা করে দেখাচ্ছে। আমার স্বধাম থেকে কত নেমে এসে তবে স্বামীজীর স্থান।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-১৩৭,১৬৩; *ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২১০; *জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২২৮

## ৬৮. জাগ্রতে—ঋষি দর্শন

**১৯৩০-**

শ্রীভগবান দেহেতে অবতীর্ন হচ্ছেন। তিনি জানিয়ে দেন তিনি অবতীর্ণ হচ্ছেন।

দর্শন হয়—আকাশ থেকে ঋষি নেমে এলেন আর নিকটে এসে শূন্যেই রইলেন। সেখান থেকে কথা বলেন। বলেন, 'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন।' ঋষির বিরাট দেহ, বিশাল বক্ষঃস্থল আর পাখীর পালকের মতো মোটা শক্ত দাড়ি। এই দাড়ি বুঝিয়ে দেয় ইনি পুরাতন পুরুষ।* চৈতন্য অবতার

*খুব জীর্ণ একখানা কাপড় তার কোমরে জড়ানো অর্থাৎ তার অহং খুব জীর্ণ, তাও আবার এতটুকু।



হয়ে আসছেন শুনে ভাবলাম মহাপ্রভু পুনরায় অবতার হয়েছেন কি হবেন। পরে সহস্রারে চৈতন্য সাক্ষাৎকার হলে বুঝেছিলাম, এই তো চৈতন্য।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২০; *ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা- ৯৮

## ৬৯. ধ্যানে—চৈতন্য সাক্ষাৎকার—নির্বীজ সমাধি

**১৯৩০-**

ঋষিদর্শনের পর চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়। চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য। যে চৈতন্যে জগতের চৈতন্য।

ঠাকুর দেখেছিলেন, অন্ধকারে লাল চীনে দেশলাইয়ের মতো। আমি দেখলুম, সহস্রারের মাঝামাঝি অংশে লাল দীপকের আলো দপ করে জ্বলে উঠলো।

দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হ'ল। এরপর এই চৈতন্যের অবতরণ হয়, দেখতে পাওয়া যায়। এক শীতের দিনে ভোর রাত্রে ধ্যান করার সময় আমার চৈতন্য সাক্ষাৎকার হয়েছিল। (এই সময়কার সমাধিকে নির্বীজ সমাধি বলে কারণ কামনার সকল বীজ পুড়ে যায়।)

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২০, জীবন সৈকতে, পৃ: ১০১

## ৭০. জাগ্রতে—চৈতন্যের অবতরণ, চেতন সমাধি ও ঈশ্বরকটিত্ব

**১৯৩০-**

চৈতন্যের প্রথম অবতরণ হল সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত। তখন সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত জ্যোতিরূপে (লাল নয়) চৈতন্য দেখা যায়। ঠাকুর এই অবস্থাকে বলেছেন, চেতন সমাধি। সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত চেতনা থাকে। নিম্নাঙ্গে চেতনা থাকে না। শুক ও নারদের চেতন সমাধি।

দ্বিতীয় অবতরণ—সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত জ্যোতি দর্শন করে প্রত্যক্ষ বোধ হয়—অবতরণ। জ্যোতির রূপ অবর্ণনীয়, তুলনা রহিত। এই দর্শন হলে সাধক ঈশ্বরকটি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২০

## ৭১. স্বপ্ন—প্রথম কালপুরুষ দর্শন

**১৯৩০ (আনুমানিক)-**

একদিন স্বপ্নে দেখলাম—আমি বিছানায় শুয়ে আছি। জানলা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকলেন এক লম্বা চওড়া মানুষ, মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি-গোঁফ, যোদ্ধা বেশ, হাতে ঢাল ও তরোয়াল। মনে হচ্ছে কালপুরুষ। উনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই রইলেন। নিষ্ক্রিয় পুতুলের মত হয়ে গেলেন, ঠিক মাদাম টুসোর মোমের পুতুলের মতো।*

________*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩১৫

## ৭২. ধ্যানে—শীর্ণা গোক্ষুরমণ্ডলী বা গোকুল মন্ডলী

**১৯৩০/৩১-**

একদিন ধ্যানে সমাধির মধ্যে কপালের দিকে ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে উঠেছে দেখলাম। মনে ফুট কাটল — শীর্ণা গোক্ষুর মণ্ডলী। এটি বেদান্ত সাধন শেষ হওয়ার পর অনুভূতি হয়।**

## ৭৩. স্বপ্ন—অষ্টপাশ খোলা

**১৯৩০ (আনুমানিক)-**

পরমহংস অবস্থা লাভ হলে সচ্চিদানন্দগুরু আসেন দেহেতে কিছু ত্রুটিসহ, ভক্তের হাতে তীক্ষ্ণ খাঁড়া দেন, সেই খাঁড়ায় কটিদেশের অষ্টগ্রন্থিযুক্ত দড়ির (nerves) বাঁধন কাটেন। সেই সময় কটিদেশে ও সহস্রারে কী যেন একটা পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারা যায়। এই হ'ল অষ্টপাশ খোলার অনুভূতি। আমার এই দর্শনে সচ্চিদানন্দগুরু পিতার রূপ ধরে এসেছিলেন।

* উনি কালকে স্তব্ধ করে দিলেন, চিরন্তন বর্তমান হলেন (perpetual present) ... 'জীব সাজো সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে'।

**গোক্ষুর মানে গোরুর ক্ষুর। গোক্ষুর মণ্ডলী—ফনায় গোরুর ক্ষুরের চিহ্ন আঁকা গোখরো সাপ - মহাকুণ্ডলিনী। বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণ বিরহে শীর্ণা সমগ্র গোকুল মন্ডলী।



## ৭৪. স্বপ্ন—আমগাছ দেখা ও নাক জুবড়ে আম খাওয়া

**১৯৩১ (আনুমানিক)-**

নিগমের সাধনে দেখা যায় অমৃতবৃক্ষ—যুবা আমগাছ, তেজ আর সৌন্দর্য যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছে নীচের ডালে ছোট ছোট কাঁচা আম আর উঁচু ডালে বড় বড় পাকা আম। সবচেয়ে উঁচু ডালে একটি খুব বড় পাকা আম ধরে রয়েছে।

ঠাকুর বলছেন, চারিফল কুড়ায়ে পাবি। কুড়াতে হয় না। চার ফল নয়, এক ফল। সাধকের হাতে খোসা ছাড়ানো এক প্রকান্ড আম আসে। উন্মত্তের ন্যায় তিনি তাতে কামড় দেন আর খেতে থাকেন। নাকজুবড়ে খান তবুও আঁটি পান না। আম হচ্ছে অমৃত। এই দেহে অনন্ত অফুরন্ত অমৃতত্ব, তার আর শেষ নেই। এর বহু পরে, খোসা ও আঁটি খেতে পান। চুষে খান। ঐ আঁটি হ'ল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ফেলে দেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত চতুর্বর্গ চায় না, হরিপাদপদ্মই সার, ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তিই সার

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা- ১৩৭, *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-২৫৫

## ৭৫. মায়ের কাছে ভক্তি প্রার্থনা

**১৯৩১ (আনুমানিক)-**

মার সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ঐশ্বর্যময়ী বিদ্যারূপিনী মা। বিদ্যার ঐশ্বর্য দেবার ইচ্ছা ছিল। নিষ্কামী সাধক তা নেয় না। তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলেন, মা আমার ঠাকুরের পায়ে যেন ভক্তি হয়। মা আরও প্রসন্না হন ও ভক্তের শরীরে মিলিয়ে যান। এসব চাক্ষুষ ঘটে।*

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২৭৪, ব্যাখ্যা নং-১১৪০

## ৭৬. স্বপ্ন—লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগড়া

**১৯৩১ (আনুমানিক)-**

দেখছি—লক্ষ্মী সরস্বতীতে ঝগড়া বেঁধেছে। তাদের যে কী রূপ তা আর কি বলব। লক্ষ্মী সরস্বতীকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে আমার বাড়ি থেকে বের করে

* সম্ভবত ঐশ্বর্যময়ী মা রূপে তিনি সালংকারা মা সারদাকে দেখেছিলেন।

দিচ্ছে। আমি তখন বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি। ভিতরে ঐ দৃশ্য, পরিত্রাহি চিৎকার, হৈ চৈ! আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মহামায়া। লক্ষ্মী যে কুঁদুলে, তা ঠিক দেখাচ্ছে।

বলে না লক্ষ্মীর বৈকুণ্ঠে বাস? অর্থাৎ লক্ষ্মী হচ্ছে পরাভক্তি আর সরস্বতী বেদমাতা- জ্ঞান। এই আর কী। আমার তখন বেদান্তের সাধন শেষ হয়েছে।

———সুধা-কুম্ভ ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা- ৩৯

## ৭৭. মহাবায়ু জাগরণ

**১৯৩১ (আনুমানিক)**

অন্তর্মুখী প্রাণশক্তি জাগরণের প্রথম স্তরকে বলে কুণ্ডলিনী আর দ্বিতীয় স্তরকে বলে মহাবায়ু। মহাবায়ু কুণ্ডলিনীর চেয়ে ঊনিশ গুণ শক্তিশালী। মহাবায়ু জাগলে দর্শন হয়—যদিও দেহের ভিতর ঘটে—খোলা চোখের সামনে জগৎ। জগতের অপর প্রান্তে একটি নৌকা। চোখের পলকে সেই নৌকা (ডিঙি) ডাঙার উপর দিয়েই সাধকের দিকে ছুটে আসে। কাছে এসে থেমে যায়।

এটি স্থূল দেহেও প্রকাশ পায়। এরূপ মানুষের কাছে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মহাশয় আপনার কী মহাবায়ু জাগরণ হয়েছে? উত্তর দেবার আগেই তার তলপেট লাফাতে থাকে, দেহ লাফাতে থাকে। মাথা দুলতে থাকবে শেষে সমাধি হয়ে যাবে।

*Religion & Realisation (বঙ্গানুবাদ), পৃষ্ঠা- ১৫৮*

## ৭৮. স্বপ্ন—বাবুর বাগান

**১৯৩২/৩৩-**

সুন্দর বাগান। অপরূপ সৃষ্টি। বর্ণনা অসাধ্য।

চমৎকার বাড়ি। ছবি অত সুন্দর নয়। বাড়ির আকার গোলাকার। খুব উঁচু ভিতের উপর বাড়িটি। চারিদিকে বারান্দা। বারান্দা সুসজ্জিত—নিপুণতা ও রুচির আদর্শ।

বৃহৎ একখানি ঘর বারান্দার মাঝে। ঘরখানি কল্পনার ইন্দ্রসভা। ঘরের মাঝে অতি সুন্দর একখানি খাট আর খাটে অতি সুন্দর একখানি বিছানা।



বিছানায় শুয়ে আছেন বাবু। মাথায় তাকিয়া। দেখলেই বোধ হয় তিনি ষোল আনা বাবু।

আকার—মাঝামাঝি স্থূল।

মুখটি ছাড়া সমস্তই সাদা চাদরে ঢাকা।

মেঝেতে বৃহৎ গড়গড়া ও নল। ভাষা নেই—গড়গড়া ও নলের অপরূপ শিল্পকাজের বর্ণনা করি।

নলটি বাবুর মুখে শুধু লাগানো আছে। কোন ধোঁয়া বেরোতে দেখা যাচ্ছে না।

মুখটি অতি নিখুঁতভাবে কামানো।

বাবুর মুখের রঙটি 'মাদাম টুসো'র মোমের পুতুলের রঙ।

বাবু বয়স্ক। তিনি নীরব। নয়ন মুদ্রিত।

স্বপ্নদ্রষ্টা করজোড়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

দৃষ্টি— বাবুর শ্রীমুখে গাঢ়ভাবে আবদ্ধ।

ঘর নীরব—স্তব্ধ।

অনেকক্ষন কাটলো।

স্বপ্নদ্রষ্টা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বারান্দার কোলে অনেকগুলি সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলে ছবির মত সুদৃশ্য রাস্তা। স্বপ্নদ্রষ্টা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। রাস্তা সোজা। দৈর্ঘ্য খুব বেশি নয়।

রাস্তা দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা খানিকটা গিয়ে দেখলেন বাগানের ফটকের দ্বার। ফটকের দ্বারে সারি সারি পোঁতা আছে লোহার দণ্ড এবং দন্ডের মাথায় গোল চক্র। পথ রুদ্ধ। সামনে জগতের রাস্তা, রুদ্ধ পথের সামনে।

স্বপ্নদ্রষ্টার শরীরে বিশেষ শক্তি। তিনি একটানে চক্রসমেত একটি দণ্ড তুলে ফেললেন। জগতের রাস্তার সঙ্গে বাগানের রাস্তা এক হয়ে গেল। চক্রসমেত দণ্ডটি স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে রয়ে গেল, আর স্বপ্ন ভেঙে গেল...*

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৮

---

* শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত বাখ্যাঃ

সুন্দর বাগান—আত্মার অপর রূপ, তাই সুন্দর। বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্যে সৃষ্টি অপরূপ। বর্ণনা তাই অসাধ্য।

বাড়ি- দেহ- আধার। শ্রীভগবান বিরাজ করছেন তাই চমৎকার।

উঁচু ভিত- উর্ধ্বরেত, তাই খুব উঁচু।

## ৭৯. স্বপ্ন—খাঁচায় ব্রহ্মদৈত্য

**১৯৩২/৩৩ (আনুমানিক)-**

জগৎজোড়া বিরাট খাঁচা। তার ভিতর বিরাট দেহবিশিষ্ট ব্রহ্মদৈত্যের দল চিৎকার করে ডাকছে। বলছে, মশায় আমাদের কাছে আসুন। আমাদের বেদ, বেদান্ত, তন্ত্রের কথা শোনান। আমি বললাম, আমি বেদ বেদান্ত তন্ত্র কিছুই জানি না, এক কথামৃত পড়ি। কথামৃত পড়লেই বেদ বেদান্ত তন্ত্র সব পড়া হয়। তখন বলল, আমাদের তাই-ই শোনান।.....

পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যরা যারা শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করেছে তারা ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে, মুক্তি পায়নি, মানুষকে মুক্তি দিতে পারে নি

তাদের সংস্কার মানুষের মাথায় থেকে মানুষকে বিপথগামী করছে, যেন ভূতে ধরেছে।

খাঁচাটা জগৎজুড়ে কেন? জগতে কেউ ব্রহ্মত্বলাভ করেনি তাই।

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৫০

---

বারান্দা- যষ্ঠভূমি- কারণশরীর বা ভাগবতী তনু।
সুসজ্জিত, নিপুনতা ও রুচির আদর্শ—আদর্শ সাধন দেহ।
কল্পনার ইন্দ্রসভা- মানুষ এতদিন যে ব্রহ্মত্বের কল্পনা করে এসেছে তারই বাস্তব রূপ। যোগৈশ্বর্যে ঝলমল- তাই ইন্দ্রসভা।
খাট বিছানা—ব্রহ্মপুর—সহস্রার।
বাবু—সচ্চিদানন্দ।। সচ্চিদানন্দ- ব্রহ্ম- এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম।
মাথায় তাকিয়া—"সচ্চিদানন্দ লাভ হল তো তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসার জায়গা পাওয়া গেল।"
সহজিয়া অবস্থা। ষোল আনা বাবু- দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হওয়ার পরিমান।
সাদা চাদর- জগৎ। গড়গড়া ও নল- সুষুম্না ও কুণ্ডলিনী।
নলটি বাবুর মুখে- যোগযুক্ত। শুধু লাগানো আছে- নির্লিপ্ত।
মুখটি অতি নিখুঁতভাবে কামানো- সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা।
মোমের পুতুলের রঙ- চিন্ময়। বয়স্ক- পুরাতন বা আদিপুরুষ।
নীরব, নয়ন মুদ্রিত— বিকারলেশহীন অবস্থা- ত্রিগুণাতীত।
দৃষ্টি বাবুর শ্রীমুখে গাঢ়ভাবে আবদ্ধ- সালোক্য।
ঘর নীরব, স্তব্ধ- সমাধিস্থ। ফটকের দ্বার—ব্যষ্টি থেকে বিশ্বব্যাপীত্বে উত্তরণের সন্ধিক্ষেত্র।
দন্ড—প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী।
চক্র- আত্মিক জগৎ। হাতে রয়ে গেল- নিয়ন্ত্রনাধিকার বা বশীত্বলাভ।।
এই স্বপ্নে বাবুকে দর্শন করে বাবু হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ অবস্থা বা ব্রহ্মত্ব তথা একত্বলাভ আর তার বিকাশের তাৎপর্য ধ্বনিত হয়েছে।



## ৮০. স্বপ্ন—পুজোর আনন্দ সাত্ত্বিক ভোগ

**১৯৩৩-**

স্বপ্ন দেখছি—একটা নদী। আমি সেই নদীতে স্নান করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলুম। নদীর ধারেই এক মন্দির। সেই মন্দিরের মধ্যে এক কালীমূর্তি। আমি ধূপকাঠি দিয়ে সেই মূর্তির আরতি করতে লাগলুম। কী আনন্দই যে হচ্ছে কী বলব। পরের দিন সকালে মনে হ'ল, আরে এতো সাত্ত্বিক ভোগ!

## ৮১. স্বপ্ন—প্রোপার্টি (Property) মানে অষ্টপাশ

**১৯৩৮ (আনুমানিক)-**

সকালে শিবুকে (ইঞ্জিনিয়ার) আলপুকুরে ধ্যানঘর করার একটা প্ল্যান (plan) করতে বললাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখছি—

নরেন লাহাদের বাড়ী গেছি। ওদের দালানে বসে দুটো ছেলে পড়ছে। ছোট ছেলেটা বলছে প্রোপার্টি (property) আর বড় ছেলেটা বলছে, অষ্টপাশ। এইভাবে বারকতক হবার পর মনে হল একি নতুন ডিকশনারি (dictionary) হোল নাকি? প্রোপার্টি মানে অষ্টপাশ! ঘুম ভাঙলে বুঝলাম ধ্যানঘর করা তো প্রোপার্টি হয়ে যাচ্ছে। আর প্রোপার্টি মানে তো অষ্টপাশ। আমাকে তো ধ্যানঘর করতে বারণ করছে।

ওরে সন্ন্যাসী যখন একটা একটা করে ইঁট গাঁথে, সে ইট গাঁথে না, সে নিজেকে গাঁথে।

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৩৫; সুধা-কুম্ভ-১ম ভাগ, পৃষ্ঠা- ২২৬

## ৮২. স্বপ্ন—বিছানায় মধুপাত দর্শন

**১৯৪০/৪১ (আনুমানিক)-**

বহু আগে একটা স্বপ্ন দেখেছি—এই যে বিছানা—এর ডবল বিছানা, সাদা ধবধবে চাদর পাতা। কোথা থেকে যেন চার পাঁচ ফোঁটা মধু আমার বিছানার ওপর পড়ল আর আমি তাড়াতাড়ি সেই মধুটাকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছি যাতে বিছানাটা নষ্ট না হয়। কিন্তু আমি যতই মধুটাকে হাত দিয়ে মুছে নিতে চেষ্টা করছি ততই তা বেড়ে যাচ্ছে আর বাড়তে বাড়তে ক্রমশ সমস্ত বিছানাটাকে

আপ্লুত করে দিলে।

জেগে উঠে ব্যাখ্যা করলাম, মধু—চৈতন্যের প্রতীক। মধু মোছা—অনুশীলন এবং জগৎব্যাপীত্ব (ঐ বড় চাদরটি হল জগৎ অর্থাৎ আমার চৈতন্যের দ্বারা জগৎ আপ্লুত হচ্ছে তথা— আমার বিশ্বব্যাপীত্ব)।

——ধর্ম ও অনুভূতি, ৩য় ভাগ, মধুবিদ্যা-২য় অংশ

## ৮৩. জাগ্রতে—মানুষ রতন দর্শন

**১৯৪৩-**

ঠাকুর বেশ কয়েকবার মানুষ রতন দেখেছিলেন। ঠিক তেমনি আমিও বারকয়েক (তিন বার) মানুষ-রতন দেখেছি....

"মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।"

এই 'মানুষ-রতন' দেখতে পাওয়া যায় দেহের মধ্যে। সহস্রারে চৈতন্য সাক্ষাৎকারের পর চৈতন্যের অবতরণ হয়। সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত জ্যোতিরূপে। এই অবতীর্ণ জ্যোতি মানুষ-রতন হন। তিনি পরম ভক্ত। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা সারা কপাল জুড়ে, বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। সেই সঙ্গে দ্রষ্টার হাতের তালু কিরকির করে ওঠে।

একবার এক দর্শনে মানুষ-রতন বলে উঠলেন, 'আমি তোর ভেতর ভক্তির অবতার হয়ে আছি।'

মানুষরতন দর্শন হলে দ্রষ্টার অবতারত্ব লাভ হয়।

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২১

## ৮৪. রসের সাধন

মানুষরতনকে দেহের মধ্যে পাবার পর সাধক পঞ্চভাবের একটি ভাব আশ্রয় করে ভক্তিরস আস্বাদন করেন সমস্ত দেহে ব্যাপ্তভাবে। পঞ্চভাব বা ঈশ্বরের সাথে পাঁচরকম সম্বন্ধ হল—

১। শান্তভাব—সমাধিস্থ হওয়া—ঈশ্বরের পরিবর্তিত হওয়া। তবে সম্পূর্ণ নয়। ভগবান শান্ত। শান্তরূপ ভগবানের মাধুর্য উপভোগ করার জন্য ভক্তের বোধটুকু বজায় থাকে।

দু'ভাবে তা অনুভূত হয়—অনুভূতি যখন গাঢ় তখন ঠাকুরের কথায়—'হাঁড়ির মাছ সমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছে।' আবার—সমস্ত দেহব্যেপে আস্বাদন হয়।

২। দাস্যভাব—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের দাস্যভাব। [তবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এটি ছিল একদা শিক্ষাগুরুকে একই বিদ্যালয়ে সহকর্মীরূপে লাভ করার মতো। তিনি উপদেশ দিতে পারেন কিন্তু আদেশ করতে পারেন না।]

৩। সখ্য ভাব—দুই পরম বন্ধুর মধ্যে যে সম্পর্ক—যেমন, কৃষ্ণ ও সুদামা।

৪। বাৎসল্য—মা ও সন্তানের ভালোবাসা। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা বা ঠাকুর ও রামলালা।

৫। মধুর—প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা। যেমন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

কোন কোন ভাগ্যবান এই পঞ্চভাব আস্বাদন করেন।

——*Religion and Realisation (বঙ্গানুবাদ), ব্যাখ্যা নং ৮৪*

## ৮৫. স্বপ্ন—আদেশ

**১৯৪৪ (আনুমানিক)-**

ঠাকুর বলেছেন—"মা দেখিয়ে দিলেন, আমার অনেক ভক্ত আছে"—এ একরকম আদেশ।

অনেকে দেখে এক ঘর লোক আর একজন হরিকথা বলছেন। তিনি আদেশ পেলেন। এ রকম আদেশের পরও কোন ভক্ত চুপচাপ থাকেন। ভগবান অপর ভক্তের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরুরূপ ধরে উদয় হয়ে আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দেন। এই হলো পাঁচ সিকে পাঁচ আনা আদেশ।

## ৮৬. দেবলীলা

**১৯৪৪**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখা যায়, ছোট শিশুর দল পূজার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। সিদ্ধপুরুষকে বেদীতে বসিয়ে পূজা করে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। এই হচ্ছে প্রথম স্তরের অনুভূতি।

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-২৪, ২৫

## ৮৭. স্বপ্ন—বিদ্যা আশ্রয় করলো

**১৯৪৩-**

অবতারতত্ত্বের সাধনে বিদ্যামায়া যখন ধারণ করে—'বিদ্যার আমি' লাভ

হয়। সাধক দেখেন তিনি ধ্যানে মগ্ন— কমনীয় এক নারীমূর্তি, অপূর্ব শ্রী, পিছন দিক থেকে দুই বাহু প্রসারিত করে অতি সন্তর্পণে আর ধীরে সাধকের বাহুতে নিজের বাহু দিয়ে তাকে ধারণ করে। এই নারীস্পর্শে সাধকের হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্যভাব আসে না বরং সমস্ত দেহ শীতল হয়, শান্ত ও তৃপ্ত হয়। নারীমূর্তি সাধকের দেহেতে মিশে যায়। সেই সময় সাধকের মনে স্ফুরিত হয়—"বিদ্যামায়া"। সাধক বোঝেন বিদ্যা তাকে আশ্রয় করলো।

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, ব্যাখ্যা নং-১০২৪

## ৮৮. স্বপ্ন—মা ও মাসী প্রণাম করে গেল

**১৯৪৩-**

আমি স্বপ্ন দেখছি—মা আর মাসীমা শুয়ে আছেন। মা আমায় ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি চুপচাপ শুয়ে রইলেন কিন্তু মাসীমা বিছানা থেকে উঠে বসে এমনি করে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, "আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না।" আমি বুঝতে পারলাম যে মাসীমার স্তনদুগ্ধ খেয়েছি কি'না তাই তার সংস্কার ছাড়তে চাইছে না। এই দর্শনের বহুদিন পর আবার স্বপ্ন দেখছি—আমি একটা দরজায় দু'হাত দিয়ে বিভোর হয়ে যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দেখি মাসীমা এলেন—দরজাটা রাস্তার ধারেই, রাস্তা দিয়েই এলেন, কেটের কাপড় পরে। এসে গলায় কাপড় দিয়ে আমায় প্রণাম করে চলে গেলেন। ... বুঝলাম এবার মাসীমায়ের সংস্কার গেল অর্থাৎ মাসীমা-রূপী মায়া ছেড়ে গেল।

——*ঋতম বদিষ্যামি পৃষ্ঠা*-১৪১,২৩০; *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-৩১১; *সুধা-কুম্ভ*-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৮২

## ৮৯. স্বপ্ন—খাটে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও দরজায় সারদা মা

**১৯৪৩-**

লক্ষ্মণ দাস লেন থেকে কালী ব্যানার্জী লেনে আসার আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখছি ঠাকুর কালী ব্যানার্জী লেনের ঐ ঘরে আমার খাটে শুয়ে আছেন আর মা ঠাকরুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ঠাকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঈশারা করছেন। পরে ঐ বাড়ীতে এসে খাটে শুয়েই ঐ স্বপ্ন দর্শনের কথা আমার মনে হলো। ঐ ঘরের খাটে শুলেই আমি ঠাকুরের চেহারায় রূপান্তরিত হয়ে যেতাম। ঘরের কয়েকজনও আমাকে শোয়া অবস্থায় ঐরূপে দেখেছে।

——মাণিক্য ১২৬, পৃ:-৩৮

## ৯০. অবতার একাই আছে

**১৯৪৩-**

ঠাকুর দেখেছেন—চারিদিকে নৃমুন্ড স্তূপ—তার উপর উনি একা বসে আছেন। অর্থাৎ উনি একাই জীবিত— বাকী সব মৃত, তাদের চৈতন্য সুপ্ত।

কোন অবতারে পূর্ণ প্রকাশ। তিনি দেখেন—দেহসমেত তিনিই আছেন আর কিছু নেই। অবতারের চারদিকে উর্দ্ধে নিম্নে কিছু নেই—নড়বার স্থান নেই—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভগবান ওঁর সমস্ত ঐশ্বর্য সমেত ঐ অবতারের মধ্যে। একা অবতার স্থির হয়ে আছেন আর কিছু নেই। ঠিক রবি বার্মার ছবির বিষ্ণু অবতার—আর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ ঠাকুর।

——ধর্ম ও অনুভূতি, ব্যাখ্যা নং-১০৩৬

## ৯১. স্বপ্ন—মূলাধারে যোগসূত্র দর্শন

**১৯৪৩-**

মূলাধারে দেখেছিলাম- একটা সূচ ঢুকল। এই এতটুকু ঢুকল—আর একটা লম্বা সূতোর মত ঝুলছে। এই যোগসূত্র। এই এতটুকুতেই এতজনের সচ্চিদানন্দ গুরু লাভ হ'ল।*

---

* ব্যষ্টিতে- পৈতে বা ব্রহ্মসূত্র মানে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী ক্রিয়াশীল হওয়া। সমষ্টিতে- যিনি ব্রহ্ম হয়ে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারেন তিনি ব্রহ্মসূত্র পরেছেন- ব্রাহ্মণ হয়েছেন- অপরে তাকে ব্রাহ্মণরূপে দেখবে।

## ৯২. জাগ্রতে—ঈশ্বরীয় আবেশ

**১৯৪৩-**

ঈশ্বরীয় আবেশ দেহের ভিতর দেখা যায়। ঘোলাটে ঝড়ের মতন বেরিয়ে আমার আমি বোধকে ঢেকে ফেলে।

## ৯৩. স্বপ্ন—সাঁকো থেকে ওঠা

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

দেখছি—একটা বিরাট নদী, তার ওপর দিয়ে একটা বাঁশের পোল। আমি সেই বাঁশের পোলের ওপর মাঝখানে ঘোড়ায় চড়ার মত করে দুধারে পা ঝুলিয়ে বসে এধার ওধার দুলছি। খুব আনন্দ। এমন সময় পিছন ফিরে দেখি ঠাকুর হাত ঘুরিয়ে ইশারা করছেন আমায় উঠে যাওয়ার জন্য। যেই না দেখা, আমি সাঁকো থেকে তড়াং করে উঠে মার ছুট।

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ১৫১

## ৯৪. স্বপ্ন—মানিক কুড়িয়ে পাওয়া

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

স্বপ্ন দেখছি—পথ দিয়ে চলে যাচ্ছি- একটি মানিক কুড়িয়ে পেলাম।

পরে অন্তরঙ্গ একজন স্বপ্ন দেখে বললেন- আমি দেখেছি আপনি মানিক কুড়িয়ে পেয়েছেন।

কয়েকদিন পর দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি—আপনি অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন।

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-৫

## ৯৫. দৈববাণী—জন্ম সন্ন্যাসী

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

আমায় দৈববাণী করে বলেছিল— আমি জন্ম সন্ন্যাসী। জন্ম থেকেই এইরকম। সন্ন্যাসী—ন্যাসী ন্যাসী জগৎগুরু।

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৯৫



## ৯৬. স্বপ্ন—ব্যায়ামাগারে না গিয়ে মোটরে চাপা

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

স্বপ্নে দেখেছিলুম— আমাকে জিমনেসিয়ামে ঢোকাতে যাচ্ছে। আমি বললুম, ওখানে আবার কেন? ওতো অনেককাল আগে হয়ে গেছে। তারপর মোটরে চাপালো। আর সেই চলছে।

——*সুধা-কুম্ভ*-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৬৯

## ৯৭. দৈববাণী—Skin and karnel (খোসা ও বীজ)

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

স্বপ্নে শুনলাম কে যেন দুবার বলল, "Skin and karnels." এরপর থেকে কেউ কোন কথা বললে বা কারও লেখা পড়লে তার ভিতরের অবস্থাটা বুঝতে পারি।

——*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা- ১৯৭; মাণিক্য ৪৯ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৪৯*

## ৯৮. ভাব

**১৯৪৩ (আনুমানিক)-**

তখন তখন সকাল থেকেই ভাব হোত। সকালে ভাব হলে বাজারে বেরিয়ে পড়তুম। বাজারে নানা লোকের ছোঁয়ায় ভাব কমে যেত। তা না হলে খাওয়া হোত না- জামা গায়ে দিয়ে অফিসে বেরিয়ে পড়তুম। কোন ভ্রূক্ষেপ থাকত না। খাওয়া হোত হয়ত সেই রাত্রে। এইভাবে কিছুদিন সকালে খাওয়া উঠেই গিয়েছিল।

## ৯৯. স্বপ্ন—আঁটি ফেলে দেন

**১৯৪৩/৪৪ (আনুমানিক)-**

এক অনুভূতিতে আমি একটা আম খেলাম ও আঁটি চুষে খেয়ে ফেলে দিলাম।

## ১০০. স্বপ্ন—পাঁকাল মাছ

**১৯৪৩/৪৪ (আনুমানিক)-**

স্বপ্নে দেখেছি—আমার জন্য বাজারে মাছ কিনতে গেছে। অন্য মাছ কিছু পায় নি। এক সের পাঁকাল মাছ নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, তা আর কী হবে পাঁকাল মাছের ঝোল খাব। অর্থাৎ এখানে যেসব সংসারী ভক্ত আসবে তারা সবাই নির্লিপ্ত হয়ে যাবে।

——শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা-২৭১

## ১০১. প্রত্যাহার সমাধি

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

দেহ থেকে কাম উপে যায়, দেহেতে তার লক্ষণ ফুটে ওঠে। কেউ তার সামনে ‘‘কাম’’ কথাটা উচ্চারণ করলে বা তিনি নিজে সেকথা উচ্চারণ করলে তার সমাধি হয়ে যাবে। যোগের ভাষায় এই অবস্থাকে প্রত্যাহার বলে।

—— *Religion & Realisation (বঙ্গানুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫৯*

## ১০২. মেঘ দেখে ভাব, মহাভাব।

**১৯৪৪-**

অফিস থেকে বেরিয়েছি। বৌবাজার থেকে তোপসে মাছ কিনেছি। কিনে ট্রামে উঠেছি। বৈশাখ মাস। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। মেঘ দেখেই দেহেতে ভাব মহাভাবের ক্রিয়া চলেছে। এমন সময় এক বৈষ্ণব পাশে এসে বসল। তার থাই চাপড়ে বললাম, ঐ পদটা ধরুন তো! বলে বিদ্যাপতির একটা পদ বললাম। অমনি উনি তা গেয়ে উঠলেন। গান গাওয়া হলে সে অবাক হয়ে বলছে, আচ্ছা আপনি জানলেন কী করে যে আমি পদাবলী গাই?.... অমনি আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম।

এইরকম নেশার ঘোরে দিনগুলো কেটেছে। সেই ঘুম ভাঙল ১৯৫৮ এর ৪ঠা জুন।



## ১০৩. লিঙ্গশরীর দর্শন

**১৯৪৪ (আনুমানিক)-**

আমার লিঙ্গশরীর দর্শন হয়েছিল। আমি দেখলাম সহস্রারে গেছি এতোটুকু হয়ে।

লোকেন আমাকে দেখেছিল তার সহস্রারে আমি এতোটুকু হয়ে রয়েছি। আমি বললাম, তোমার লিঙ্গশরীর দর্শন হয়েছে।

## ১০৪. স্বপ্ন—পাকা আমি

**১৯৪৪ (আনুমানিক)-**

দেখছি—টকটকে লাল, খুব বড়, বাছা বোম্বাই লিচুর প্রকাণ্ড থোলো দু’শো আড়াইশো হবে- হাতে এল- তাই নিয়ে চলেছি।

(দ্রষ্টা লিচুর মত পেকেছে। দ্রষ্টার ‘‘আমি’’ বাছা বড় টকটকে বোম্বাই লিচু—পাকা আমি।)

——ধর্ম ও অনুভূতি, ৩য় ভাগ, ব্যাখ্যা নং-১০২৬

## ১০৫. স্বপ্ন—চাপরাস লাভ

**১৯৪৪ (আনুমানিক)-**

সচ্চিদানন্দ প্রিয় গুরুজনের (যেমন পিতা) রূপ ধারন করে লোকশিক্ষার আদেশ ‘‘দলিলে’’* লিখে দেন ও দেখান। এই লিখিত আদেশকে চাপরাস বলে। চাপরাস পাওয়ার অনুভূতি একবার নয় —কয়েকবারই হয়েছিল। আর এক রকম চাপরাস আছে—দেহস্থ আত্মা বাক্যরূপে মাথায় ফুটে ওঠেন। স্পষ্ট শোনা যায়। আর তা এত গম্ভীর ও দৃঢ় যে শ্রোতা বুঝতে পারেন—এই আচার্যের কাজ তাকে দিয়ে করাবেই।

দ্বিতীয় স্তরের চাপরাস আছে। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর একটা কাগজে লিখে দিয়েছিলেন ‘‘নরেন শিক্ষে দিবে।’’

——*ধর্ম ও অনুভূতি*, ৩য় ভাগ, ব্যাখ্যা নং-৬৪৬

* দলিলে মানে বস্তুত দেহে, সহস্রারে।

## ১০৬. স্বপ্ন—বৃহস্পতি কর্তৃক পুজো লাভ

**১৯৪৪ (আনুমানিক)-**

অনেকদিন আগে আমায় স্বপ্নে দেখিয়েছিল —একটা বড় অশ্বত্থ গাছতলায় আমায় বেদীতে বসিয়ে ফুলটুল দিয়ে খুব ভক্তিসহকারে স্বয়ং বৃহস্পতি পুজো করেছিল।*

## ১০৭. মুখের মধ্যে জগৎকে আকর্ষণ

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

দেখছি—গোটা জগৎটাকে মুখের মধ্যে আকর্ষণ করছি।

——*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-২২৮

## ১০৮. জাগ্রতে—ভাবে শিবঠাকুরের সাথে করমর্দন

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

একদিনকার কথা বলি- সেদিন সকাল বেলা এক শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। খুব ভাবে রয়েছি। শিব ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না। মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক (handshake) করে আবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কী অদ্ভুত এই মনুষ্যদেহ। দেহ থেকেই সে জীবন্ত হয়ে বেরুবে।

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৩৬

## ১০৯. ধ্যানে দর্শন—ষোড়শী মূর্তি

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

ষোড়শী মূর্তি দেখেছিলাম— ষোড়শীর যে ছবি দেখেছিলাম মূর্তিটা তার থেকেও অপূর্ব। আমি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেছি। তিনি (ষোড়শী মূর্তি) আমার কাছে এসে আমায় কি শীতল স্পর্শ দিলেন তা আর কি বলবো। এসব

* তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ দেবস্য—দেবতাদেরও আরাধ্য।



মানুষের ভিতরের একটা অবস্থা ফুটে ওঠে।

## ১১০ আমার এত আনন্দ কেন?

**১৯৩০/৩১ (আনুমানিক)-**

আমি তো কিছু চাই নি, তাই জগৎব্যাপী আমি পেয়েছি। আমার মাথায় কামনা বাসনার কোন স্থান ছিল না। আমরা তখন লক্ষ্মণ দাস লেনে থাকি। একদিন বাজার করে ফিরছি। বাঁড়ুজ্জেদের পুকুরের কাছে এসে যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। আনন্দে যেন ঘুরপাক খাচ্ছি। তখন আমার Young age, bulky body আর robust health, আমি তখন নিজে নিজেই বলছি- আমার এত আনন্দ কেন? অমনি মনে হ'ল, আমি তো কিছু চাই নি, তাই বুঝি আমার এত আনন্দ।

——*কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা-১০৩

## ১১১. জাগ্রতে—মহম্মদের সময়কার দৃশ্য

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

একদিন একটা মসজিদে প্রণাম করবার সময় মহম্মদের সময়কার সব দৃশ্য দেখেছিলাম।

## ১১২. জাগ্রতে—কবীরকে দর্শন

**১৯৪৪/৪৫ (আনুমানিক)-**

অফিস যাবার সময় চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে সামনের দিকে একটু ছুটে যেতেই এক মুসলমান ভদ্রলোককে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। কথা হতে হতে সে আমার সাথে অফিস পর্যন্ত গেল। সেখানে বসে ঘন্টাখানেক কবীরের দোঁহা শুনলাম। তারপর বিদায় দিলাম। অতক্ষণ থাকল অথচ কিছু খাওয়ানোর কথা মনে হল না। সে চলে যেতেই মনে উঠল, আরে! এতো কবীর স্বয়ং। ছুটে বাইরে আসামাত্র বুঝতে পারলাম, আরে, ওতো আমার দেহ থেকে বেরিয়েছিল। আমি পূর্ববর্তী সমস্ত আচার্য, সাধু সন্ত মায় মহম্মদ ও আল্লা সকলকেই দেখেছি! দেখিনি শুধু কবীরকে, তাই তারও দেখা পেলাম।

——*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৭৬

## ১১৩. জাগ্রতে—নারদকে দেখা

**১৯৪৫ (আনুমানিক)-**

ওরে দেখ, নারদকে দেখা যায়। আমি দেখেছি।

বেলা তখন ১টা, আমার দেহ থেকে নারদ বেরোল, বেরিয়ে কেষ্টদার দেহেতে ঢুকল। পরে আবার কেষ্টদার দেহ থেকে বেরিয়ে আমার দেহে ঢুকল। ওরে খোলা চোখে দেখেছি! শুধু আমি নই, কেষ্টদাও দেখেছে। এই না দেখে কেষ্টদা বলছে, 'দাদা এ কী বলুন তো!' আমি বললাম, 'হ্যাঁগো কেষ্টদা, ও নারদ।'

দেখ, আজ আমি এই দর্শনের মানে বলতে পারি—আজ (৭/৬/১৯৬২) থেকে সতের বছর আগে নারদকে দেখিয়ে, আমাকে কী বোঝাতে চাইছিল? ওরে নারদকে দেখিয়ে আমায় এই বুঝিয়ে দিলে যে, ওর (কেষ্টদার) ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। এই এতদিন পরে তবে আমি এর মানে বুঝতে পারলাম। ওরে ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে সর্বজনীন। আর ঐ যে কেষ্টদার গেরুয়া, ও হচ্ছে সম্প্রদায়গত। সর্বজনীন জিনিসে তো কোন সম্প্রদায়গত ভাব থাকলে হবে না। আর দেখ, গেরুয়া হচ্ছে অহংকার, অহংকারের ঢিপি। কেষ্টদা ঐ গেরুয়া কিছুতেই ছাড়তে পারলে না। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ, সতের বছর আগে আমি এই জিনিস দেখেছিলাম, আজ তার মানে বুঝতে পারলাম।

নারদকে দেখলাম— লম্বা চওড়া চেহারা, গেরুয়া কাপড় পরা, আর কাপড়টা যেন গায়ে দেওয়া আর হাতে একটা, ঐ যে রে কী বলে ? ঐ তারের বীণা। ওরে নারদ বলে কেউ ছিল না। একমাত্র আমরা পাই ঐ নারদ, যে ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতবাদে ব্যাখ্যা লিখেছিল। তা সে পণ্ডিত।

এর বহুপরে কেষ্টদা দেখেছিলেন (ঐ রকম সকালে প্রণাম করার সময়) আমার তলপেটের মধ্যে আমারই Manikin form. কেষ্টদার মুখ থেকে শুনে তখনই আমার মনে হয়েছিল, আরে ও যে পরে বড় হবে।*

——*ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা-২৫৫, *হারানো পুরুষ*, পৃষ্ঠা-২৪৪

*কেষ্ট মহারাজ গেরুয়া ছাড়তে পারেননি এত সঙ্গ করেও। জীবনকৃষ্ণের পরমব্রহ্মত্ব প্রকাশ হলে ও চড়া সুরে অনুশীলন শুরু হলে ওনার কদমতলার ঘরে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে এই সময় ভোলাবাবুর বাবা জীবনকৃষ্ণের কাছে দু'দিন আসার পরই গেরুয়া ছেড়ে সাদা কাপড় পড়তে শুরু করেন।



## ১১৪. জাগ্রতে—ঢেঁকি দর্শন

**১৯৪৬ (আনুমানিক)-**

একদিন স্বপ্নে একটা ঢেঁকি দেখে ভাবলাম- আমার এইসব সাধন কি ওই ঢেঁকিই হল? তারপরে একজন বললে, দেহ ও আত্মা আলাদা হয়েছে সেইটে জানিয়েছে।

## ১১৫. জাগ্রতে—যীশু দর্শন

**১৯৪৬/৪৭ (আনুমানিক)-**

ঠাকুর দেখেছিলেন যীশুর গোটা মূর্তিটা তার ভেতরে ঢুকে গেল। আমি দেখলুম যীশুর গলা পর্যন্ত মাথাটা আমার মাথার মধ্যে মিশে গেল।...

যীশুকে অবতার বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকত। তারপর একদিন কথামৃত পড়া হচ্ছে, এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন 'ঋষি খৃষ্ট।' আমি শুনে বললুম, ওরে হয়েছে রে, হয়েছে। ঋষি—নারদ, শুক। এদের চেতন সমাধি। চৈতন্য কণ্ঠদেশ পর্যন্ত অবতরণ করেছিল নিগমে। তাই তো আমাকে দেখিয়েছে গলা পর্যন্ত যীশুর মাথা।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭৪

## ১১৬. ধ্যানে—হাতে তরমুজ পাওয়া

**১৯৪৮ (আনুমানিক)-**

"তাঁকে বিচার করে একরকম জানা যায়, ধ্যানে একরকম জানা যায় আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর এক রকম।" —কথামৃত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাঠ শুনে বললেন—একরকম ধ্যান আছে, আমার যা হয়, তাতে কিন্তু যা দর্শন হয় তা দেখিয়ে দেওয়ারই মতো।

যেমন, হাঁটু পর্যন্ত ডোবানো আছে সাগরের জলে। একখানা বেশ মোটা বই খোলা রয়েছে। আমার হাঁটুতে এসে লাগলো। তারপর একটা বড় গোছের তরমুজ শূন্য থেকে হাতের উপর এসে পড়ল। হাত যেন পাতাই ছিল। এসব তো আমি কল্পনা করে ধ্যান করতে বসিনি।

## ১১৭. দৈববাণী—অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন?

**১৯৪৮ (আনুমানিক)-**

একদিন এই ঘরে আলোচনা চলছে। আমি একজনের একটা দেশলাই কাঠি নিয়ে কান খুটছি। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে দৈববাণী হল—অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন? তৎক্ষণাৎ কাঠিটি সেই ভক্তকে ফেরৎ দিয়ে বললাম, বাবা, ঠাকুর খুব কড়া লোক রে, এটুকুও নিতে দেবে না।

________শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা-৩১০

## ১১৮. দৈববাণী—এত গরম জিনিস খাস কেন?

**১৯৪৮ (আনুমানিক)**

ঠাকুরের কণ্ঠে দৈববাণী হ'ল—"এত গরম জিনিস খাস কেন?"

## ১১৯. স্বপ্ন—যৌগিক ব্যাখ্যা লেখার আদেশ

**১৯৪৮-**

স্বপ্ন দেখছি—আমি ট্রেনে করে চলেছি, ট্রেনে অনেক লোক। তাদের সঙ্গে হরিকথা হোল। আমার হাতে একটি পেন্সিল।। শেষ স্টেশনে ট্রেন থামতে আমি নেমে গেলাম। হাতে কিছুই নেই। প্লাটফর্ম দিয়ে আমি যাচ্ছি। একটি লোক ট্রেন থেকে নেমে ছুটে এসে হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে গেল। পেন্সিলটি আমার হাতে রইল- স্বপ্ন ভেঙে গেল।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-১১

## ১২০. স্বপ্ন—লিখে খাওয়ানোর আদেশ

**১৯৪৯-**

স্বপ্ন হ'ল—ঠাকুরের বায়বীয় শরীর। বাতাসের ওপর রেখাপাত মাত্র। তিনি বলছেন, "আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস!" এই বাণী শোনামাত্র দ্রষ্টার মনে হলো লিখে খাওয়াতে বলছেন। মন ভারী হয়ে উঠল। দ্রষ্টা বেজার হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "দলিল কোথায়?" তিনি দ্রষ্টার চেয়ে চারগুণ চেঁচিয়ে বললেন, "ঐ



মহিন্দর মাস্টারের কাছে", আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দূরে মাষ্টার মশাইকে। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

দ্রষ্টা বুঝলেন তাঁকে ঠাকুরের অমৃতবাণীর যৌগিকরূপ বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।*

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃষ্ঠা-১০

## ১২১. স্বপ্ন—ঠাকুরের চোখ থেকে চশমা খুলে গেল

**১৯৪৯-**

স্বপ্ন দেখছি—খাটে শুয়ে আছি। খাটের পাশে ডানদিকে দেওয়ালে টাঙ্গানো ঠাকুরের ছবি। তাতে ঠাকুরের চোখে চশমা লাগানো। হঠাৎ ওনার চোখ থেকে সেই চশমা খুলে আমার বিছানায় পড়ল। হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গেলুম, পেলুম না। মনে হ'ল ওটা খাটের তলায় পড়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে সেখানেও খুঁজে পেলুম না। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই স্বপ্ন দেখার পর আর চশমা পরতে হয় নি। চোখ ভাল হয়ে গেল। সে আজ বছর দশেক আগের কথা। আমি এতদিন ঠাকুরের চোখে ঠাকুরের চশমায় জগতকে দেখতাম। ১২ বছর ৪ মাস বয়স থেকে (আজ ৬৫ বছর ৯ মাস বয়স) দশ বছর আগে পর্যন্ত। দশ বছর পর সেই দর্শনের পূর্ণতা হলো। তাই তার অর্থ বুঝতে পারলাম—এখন আমি আমার চোখে জগত দেখব।

________*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-৭১; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-১২

## ১২২. ধ্যানে দৈববাণী—এবার নীল চৈতন্য

**১৯৪৯-**

তখন খুব ধ্যান করতুম। ধ্যানে দৈববাণী হ'ল- "এবার নীল চৈতন্য।" নীল চৈতন্য মানে জগৎব্যাপী চৈতন্য।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৩৪

---

*শ্রীম এখানে কথামৃতের প্রতীক।

## ১২৩. স্বপ্ন—ভবিষ্যৎ ভক্ত

**১৯৫০ (আনুমানিক)-**

আমাকে দেখিয়েছিল- দু'সারি লোক। এক সারিতে বাঙালী। অন্য সারির লোকেদের মাথায় টুপী পরা পশ্চিমের মতো (ফর্সা সাহেবদের মতো)।

দেখালো আমার ভক্ত আছে- কিন্তু কই তারা তো এল না? তবে দেখিয়েছে যখন তখন তারা নিশ্চয়ই আসবে- হয়ত আমার দেহ যাবার পর তারা আসবে এমনও হতে পারে।

## ১২৪. স্বপ্ন—অবতারত্ব ঘুচল

**১৯৫২-**

১৯৫২ এর নভেম্বরে অনাথবন্ধু দর্শনের আগের দর্শন।

দেখছি- একটা খুব বড় চওড়া রাস্তা। রাস্তাটির ধারে গ্যাস পোস্টের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি জওহরলাল নেহেরু মলিন বেশে কাতর ভাবে ম্লানমুখে (বিষন্ন বদনে) আমাকে নমস্কার করে আমার সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। আমি unconcerned- নির্লিপ্ত।

আমার অবতারত্ব ঘুচল।*

## ১২৫. ট্রান্সে দর্শন—জগতে ভিক্ষা করা

**১৯৫২-**

দুপুরে ট্রান্সে দেখছি—অনাথ, জগু, নব আর দুলাল এই চারজনকে নিয়ে জগতের লোকের দ্বারে দ্বারে অতি দীনহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি।

________*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়* পৃষ্ঠা-৩১

* জওহরলাল মানে মানুষরতন। সে চলে গেল অর্থাৎ অবতারত্ব ঘুচে গিয়ে ভগবানত্ব শুরু হল।



## ১২৬. স্বপ্ন—উত্তরের দরজা খোলা

**১৯৫২-**

তখন কালী ব্যানার্জী লেনের ছোট্ট ঘরে থাকি। একদিন স্বপ্নে দেখছি—আমি যেন আমার ঘরের উত্তর দিকের বন্ধ দরজা খুলে দিলাম (বাস্তবে পূর্ব ও পশ্চিমে দরজা ছিল)।

## ১২৭. স্বপ্ন—অনাথবন্ধু দর্শন

**১৯৫২, নভেম্বর**

আগে একটা দর্শন হয়েছিল। প্রকাশ করিনি- আজ সব খুলেই বলি- কী হবে আর চেপে রেখে? দেখছি—

একটা বিরাট গহ্বর। ভেতরটা অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকার গহ্বরের ভিতর সমস্ত হাতটা ঢুকিয়ে দিলুম; দিয়ে একজন লোককে চুলের মুঠি ধরে টেনে বার করলুম, মনে হল তার নাম অনাথবন্ধু। সে হাতদু'টি জোড় করে আমাকে বললে—বাবুজী! মশাই! আপনি জানবেন আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৬,১৯৯; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-১২৭

## ১২৮. স্বপ্ন—সারপ্লাস হয়েছে

**১৯৫৩ (আনুমানিক)-**

দেখছি মস্ত বড় পুকুর- জলে ভরে আছে। এত জল যে পুকুরের একটা পাড় ফেটে outer circle- এ আর একটা পুকুর করা আছে। এর মানে বলতে পারিস? পুকুর- সহস্রার। এত জল যে outer circle- এ আর একটা পুকুর করতে হয়েছে। অর্থাৎ দেখাচ্ছে যে সারপ্লাস হয়েছে।

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭৫

## ১২৯. স্বপ্ন—আজ্ঞা পাওয়া

**জুলাই, ১৯৫৩**

দেখছি—কোর্টের এজলাস (প্রিভি কাউন্সিল*) পাঁচ জন জজ, খুব সবল স্থূলকায়। আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে 'আজ্ঞা' যাতে না হয় তার জন্য নিজেই argue করছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিততে পারলাম না। জোর করেই আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। আমাকে ওরা বললেন-"তুই রামদাস হয়ে থাকবি।"

রামদাস মানে হনুমান অর্থাৎ অমর করে দিল।

জজদের দেখে মনে হ'ল তারা সব ইঞ্জিনীয়ার। ইঞ্জিনীয়ার কেন জানেন? —যন্ত্রী।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-১২২, *ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-৫৩

## ১৩০. স্বপ্ন—অবতারদের ঘরে যাওয়া

**২২/১০/১৯৫৩-**

আমাকে অবতারদের বাড়ী নিয়ে গেছিল (স্বপ্নে)। তা আমার গায়ে একটা খুব চমৎকার জামা। অবতাররা সেই সব দেখে বলছে- এমন জামা আর হয় না। যে কাপড়টা পরেছিলাম সেইটা দেখিয়ে বলছে, 'এমন কাপড় আর দেখা যায় না।'

## ১৩১. স্বপ্ন—ছাতা হারানো

**১৯৫৩ (আনুমানিক)-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার একটি অনেককাল আগের স্বপ্ন বললেন—'একটা বড় ঘরে রয়েছি—সম্পূর্ণ দিগম্বর, দেহও যেন বিরাট। মাথায় একটা ছাতা ছিল। অন্য ঘরে এসে সেটাকে আর খুঁজে পাচ্ছিনা। বড় দুঃখ হতে লাগলো—এমন সুন্দর ছাতা হারিয়ে গেল গো!'

ব্যাখ্যা দিলেন—ছাতা হলো ঠাকুর।

________*বাণীচয়ণ*—ক্ষিতিশ রায়চৌধুরী।

*প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) —রাজার উপদেষ্টা মণ্ডলী বা মন্ত্রীসভা— 3rd William ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন ও এই ব্যবস্থা চালু করেন।



## ১৩২. স্বপ্ন—গ্রীকদেবী জুনো দর্শন

**১৯৫৩ (আনুমানিক)-**

গ্রীক গডেসকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। গডেস জুনো* শূন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। হঠাৎ পৃথিবীটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমি একধারে, আর জুনো অন্যধারে। ঘোড়াটাও জ্যোতির্ময়, জুনোও জ্যোতির্ময়। জুনো প্রাণপণে ঘোড়ার গতিবেগ রোধ করছে। কী তার বেগ! ঘোড়ার মুখটা বেঁকে গেছে। মহামায়া নিজেও তার গতি রোধ করতে পারছে না। দেখেই আমি বুঝলাম, এ জুনো।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-২২, সুধা-কুম্ভ-১ম ভাগ, পৃষ্ঠা-১৮৯

## ১৩৩. স্বপ্ন—কানাই চুল চুরি করে

**১৯৫৩/৫৪ (আনুমানিক)-**

ওরে আমায় স্বপ্নে বলে দিয়েছে—'কানাই (নাপিতের নাম) চুল চুরি করে। চুল হল শক্তি। খেউরী (মাথা নেড়া) করলে শক্তি চুরি যায়।। তাই বারন করছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে এর রেফারেন্স আছে স্যামসনের গল্পে। তা এসব খোলাখুলি কী করে বলে ? আর বললেই তো তাই হবে। এই জন্য বললে- "কানাই চুল চুরি করে।"

## ১৩৪. কালী খাব সমাধি

**১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক)-**

হাঁ অবস্থায় সমাধি হয়ে গেল শ্রীজীবনকৃষ্ণের। সমাধি ভাঙলে বললেন, একে বলে 'কালী খাব' সমাধি।

## ১৩৫. ডানা ঝাড়া সমাধি

**১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক)-**

পানকৌড়ি ডানা ঝাড়ে- আমার যখন প্রথম ডানা ঝাড়া সমাধি হয় তখন ভাবলুম আমার তো পানকৌড়ির মত অবস্থা হয়েছে- সমাধিতে তাই দেখাচ্ছে।

*দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী।

## ১৩৬. স্বপ্ন—জগন্নাথ দর্শন

**১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক)-**

একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম। দেখছি মঠে গেছি। মঠের ঘরগুলো বিরাট, বিরাট, অনেকটা জমিদারদের বৈঠকখানার মতো। তাতে চাদরপাতা আর অনেকগুলো তাকিয়া পড়ে। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে সাধুরা বসে আছে। তাদের বিরাটকায় দেখতে। মস্ত বড় ভুড়ি আর বড় বড় গোঁফ। আমি বললুম—এরা সাধু তো এমন দেখতে কেন? গোলদারদের মতো! তারপর মঠ থেকে বেরিয়েছি। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখি বহু লোক আমার পেছন পেছন আসছে। তাদের পোষাক সাদা। তারপর এক মাঠে নামলুম। মাঠে পেছন ফিরে দেখি, কেউ নেই আমার পেছনে। আমি একলা চলেছি। যাক্, এসে পৌঁছুলুম এক গাঁয়ে। একটা বাড়িতে ঢুকলুম। তাদের উঠোন পার হলুম। দাওয়ায় উঠলুম, একটা ঘর পেরোলুম। সেখানে দেখি এক জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতা নারী। সে একটা অতি সুন্দর আর পরিষ্কার ঝাঁটা হাতে নিয়ে সব ঝাঁট দিচ্ছিল। আমায় দেখে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়াল। না, দেওয়ালে একেবারে মিশে গেল। দ্বিতীয় ঘরের চৌকাঠে উঠে দেখি, ঘরে জগন্নাথ। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিনি। ঢুকলে আর আমার দেহ থাকতো না। জগন্নাথ দর্শন করেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

## ১৩৭. ধ্যানে দর্শন ও তাঁর ইচ্ছায় অন্যের দর্শন (পোনা উঠছে)

**১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক)-**

একবার আমি, নিমাই (বসু), নগেনবাবু, সত্যবাবু ধ্যানে বসেছি। আমি দেখতে পেলাম আমার ওপরের দিকে (ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তমভূমির দিকে) পোনা (মাছের বাচ্চা) উঠছে (জ্যোতিরূপে)* দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম এই তো চৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ।

হঠাৎ মনে হ'ল আহা! নিমাইয়েরও হোক। একটুপর মনে হোল, সত্যবাবু

*ঈশ্বরীয় ভাব আসার কথা বোঝাতে এই পোনা ওঠা শব্দটি লালন ফকির খুব ব্যবহার করতেন।



নগেনবাবুরও যদি হয় হোক না। ধ্যান ভাঙতে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলাম- কিছু দর্শন হয়েছে? ও বলল, হ্যাঁ, গৌরাঙ্গের দলবল দেখলাম। নগেনবাবু ও সত্যবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল- ওদের দর্শন হয়নি। এ জিনিস দ্বিতীয়বার মনে করলে হয় না। প্রথমেই যদি মনে হোত তিনজনেরই হোক- তাহলে হোত।

## ১৩৮. জাগ্রতে—পেটের ভিতর যেন সন্তান—জ্যোতি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল

**১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক)-**

রসের সাধনের শেষ পর্যায়ে তলপেটে সিদ্ধি ঘোঁটার মত অনুভূতি হয়। বসে থাকা অবস্থায় দেহ দুলতে থাকে। তারপর পেটে সন্তান নড়াচড়া করার মতো স্পষ্ট অনুভূতি হয়। ঠাকুর বলতেন ওরে আমার পেটে কী একটা হয়েছে, ও যে লড়ে চড়ে। এই অনুভূতি হবার সাড়ে চার মাস পরে ঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। আমারও ঐ অবস্থায় তলপেটে কিছু একটা ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘুরতে দেখা যেত। এর কিছুদিন পর দেখলাম সন্তানবৎ ঐ বস্তু জ্যোতিরূপে দেহ থেকে বেরিয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়ল।

## ১৩৯. সচ্চিদানন্দ লাভ ও সচ্চিদানন্দ অবস্থা :

**এপ্রিল ১৯৫৪/৫৫ (আনুমানিক) -**

সাধক সর্বক্ষণ ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করেন। এই অবস্থার বাহ্যিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। সাধকের দুটি গাল ফুটে ওঠে, চোখ দুটি বুজে যায়, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে যায় এবং সমগ্র মুখে স্বর্গীয় সুষমা ফুটে ওঠে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে মহাশয় সচ্চিদানন্দ অবস্থা কি? সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ দেহে ফুটে উঠবে। দেহের ভিতরের পরিবর্তনের চিহ্ন বাইরেও ফুটে ওঠে।

—— *Religion & Realisation (বঙ্গানুবাদ), পৃষ্ঠা-১৫৮*

## ১৪০. স্বপ্ন—শোওয়ার জায়গা হবে না

**এপ্রিল, ১৯৫৫-**

৯/৪/৫৫—ক'দিন আগে স্বপ্ন দেখলাম, কে একজন বলছে—"শোয়ার জায়গা হবে না।' কে আর বলবে? আমিই আমাকে বলছি। তা শুনে বললাম, ওহ্ শোওয়ার জায়গা হবে না? তা বেশ, নাই হোক। এর অর্থ, আরাম হবে না। অমন একটা দক্ষিণেশ্বর, মথুরবাবু হবে না। তোদের কষ্টেসৃষ্টে ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে।

——*সুধা-কুম্ভ*-১ম ভাগ, পৃষ্ঠা-৫৯

## ১৪১. জাগ্রতে—অস্থিমজ্জা জ্বলে ওঠার দর্শন

**৩১/৫/১৯৫৫-**

যৌগিক রূপে (ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থে) চৈতন্য সাক্ষাৎকারের কথাই লিখে গেছি। কিন্তু আরও কত দর্শন আছে। সে সব দর্শনের কথা তো আর পাই না কোন জায়গায়। তাই তো বলি না, সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ শুধু নয়, সমস্ত দেহটা জ্বলে যায়। অস্থি মজ্জা সমস্ত জ্যোতিতে ভরে ওঠে। পঙ্গদে বসেই এই অনুভূতিটা হয়েছিল। দেখছি- আমি বসে আছি। আমার সামনে একটা পট পড়ে গেল। সেই পটে আমারই আর একটা রূপ। পটের সামনে রয়েছে একটা মোমবাতি। সেই বাতিটা আমার দেহের ভেতরে ঢুকে গেল আর আমার সহস্রার থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহটা জ্যোতিতে ভরে উঠল, অস্থি মজ্জা সব জ্বলে উঠল।

________জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১২৭

## ১৪২. স্বপ্ন—ফেরী করা

**১৬/৯/১৯৫৫-**

স্বপ্নে দেখছি—হাতে আমার একটা টিনের বাক্স। তাতে হীরে মানিক ভর্তি। আমি রাস্তায় ফেরি করতে করতে চলেছি।



## ১৪৩. স্বপ্ন—মাটিতে জল ঢালা

**১৯৫৫ সালের শেষের দিকে-**

দেখছি—দু'গ্লাস জল মাটিতে ধীরে ধীরে ঢেলে দিলাম।

জল- প্রাণশক্তির প্রতীক। ক্ষিতিতে মিশিয়ে দিলাম।

## ১৪৪. স্বপ্ন—মহম্মদ ও মহামায়া নয়, এক শিশু ফল দিল

**৩০/১২/১৯৫৫-**

কাল দুপুরে স্বপ্নে দেখছি- একটা ফলের দোকান। সব লাল লাল ফল অর্থাৎ রজোগুণ। মহম্মদকে দেখলাম। এই এত বড় দাড়ি একেবারে ঠিক সেই-ই। আমায় ফল দিতে এলেন আমি কিন্তু নিলাম না। তারপর আরও একটা দোকান, থাকে থাকে ফল সাজানো। সেখানে একটা ছোট ছেলে অনেক ফল দিলে। দোকানে একজন মেয়েছেলে, সে ওপরে বসে, অর্থাৎ মহামায়া। সে আমায় এতবড় একটা আম দিতে এল। আমি নিলাম না। ছোট ছেলেটিও বললে- ওর কাছ থেকে নিও না।*

## ১৪৫. স্বপ্ন—লীলা থেকে নিত্য (ঐশ্বর্যময়ী এক নারী দর্শন)

**১৯৫৫ (আনুমানিক)-**

অবতারতত্ত্বের পর (মানুষ রতন দর্শনের পর)- লীলা থেকে নিত্য।

এই পর্যায়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন হয়েছিল—অন্ধকার ভেদ করে অপূর্ব ঐশ্বর্যময়ী এক নারীমূর্তি। তিনি কথা কন, কথা বেশ আবদার মিশ্রিত, দ্রষ্টা তাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন আর সেখানে জ্ঞানের মূর্তি দর্শন ও বিদ্যুৎ রেখা দর্শন ও পরে লীন। দ্রষ্টার অন্তরে স্ফুরিত হল, লীলা থেকে নিত্য।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, ৩য় ভাগ, ব্যাখ্যা নং-৭১০,

*এই শিশুই আল্লা, তিনি চির নবীন।

## ১৪৬. কিলকিঞ্চন সমাধি

**১৯৫৫-৫৬ (আনুমানিক)-**

"স্থূল-বোধ" দেহ থেকে মুক্ত হয়ে "সূক্ষ্ম-বোধে" পরিবর্তিত হয় আর সহস্রারে সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ে যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়— আনন্দে বিলাস করে—সেই মুক্তির আনন্দ। এই আনন্দ মুখে (গালে) কিলবিল করে প্রকাশ পায়—জলে যেমন মাছ কিলবিল করে।

চৈতন্য চরিতামৃতে কিলকিঞ্চন সমাধি বলে এই অবস্থার আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, যার পূর্ণ প্রদর্শন দেখা গেল জীবনকৃষ্ণের দেহে।

________*ধর্ম ও অনুভূতি*, পৃঃ-১১১

## ১৪৭. দৈববাণী—তুই মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা ক'স!

**জানুয়ারী, ১৯৫৬-**

মানিকবাবুর কন্যার বিয়ের সময় একটি পাচক ব্রাহ্মণ রাখা হয়েছিল। সে আজ চা আনলো। সে খালি গায়ে আছে। তাই পৈতাটি দেখা যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে বললেন, পৈতেটা ঠিক আছে ত বাবা। চা রেখে বামুনটি চলে গেল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কী রকম দৈব দেখুন। আপনাদের কারু মনে আছে কি? আমাকে বলেছিল (দৈববাণী), তুই মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা ক'স!

তা আমি খুঁজে খুঁজে দেখলাম, গিন্নিমায়ের হাত থেকে চা নিয়ে খাই, তার সঙ্গে কথা কই। তা ভাবলুম গিন্নিমা আবার মেয়েমানুষ! সে বোধহয় আট বছরের কিংবা আট পেরিয়ে নয় চলছে। সে আমার খাবারটা দিয়ে যায়, কি খেতে খেতে আর একটু তরকারি নেবার দরকার হ'ল তো সে দিয়ে গেল। তা বুঝে দেখে আমিই আবার শেষে খিঁচিয়ে উঠলুম, তাহলে আমি খাব কী? আর কে আমাকে খেতে দেবে? তা দৈব কেমন জিনিস দেখুন! তারপর ও এ বাড়িতে এল।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ৬৮



## ১৪৮. ট্রান্সে দর্শন—সুধীনবাবুর কোলে মাথা

**১৭/২/১৯৫৬-**

আজ দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে হাতে মাথাটা রেখে একটু কাত হয়ে শুয়েছি। ট্রান্সে দেখছি- পাশে যেন সুধীন (সিংহ) বসে। আমি তার ওপর আমার সমস্ত দেহটা চাপাতে গেলাম, তা সে সবটা নিতে পারলে না। কেবল মাথাটা কোলে নিলে। এর মানে তার শুধু সহস্রারের সাধন হবে তাই দেখাল।

ঠাকুরের জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। শরৎ মহারাজ বসে আছেন। হঠাৎ ঠাকুর তার কোলে গিয়ে বসলেন। আর বললেন, দেখছি শরৎ আমার ভার বইতে পারে কি'না।

________*সুধা*-কুম্ভ- ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১০৯

## ১৪৯. স্বপ্ন—নস্যির ছিপি খুলে যাওয়া

**০২/০৩/১৯৫৬-**

দ্যাখ, আজ সকালে স্বপ্ন দেখলুম—শিশির প্যাঁচওয়ালা ছিপিটা খুলে গেল। বিছানার উপর থেকে নস্যির শিশি হাতে নিয়ে দেখিয়ে বললেন—এই শিশির ছিপি খুলে মাটিতে পড়ে গেল। কী মানে বল দেখি?

________*হারানো পুরুষ*, পৃঃ ৫৪

## ১৫০ স্বপ্ন—ছানা ও সন্দেশ খাওয়া

**০৪/০৩/১৯৫৬-**

দেখলুম ছানা আর সন্দেশ খাচ্ছি। তোরা কেবল সন্দেশ খাস এই দেখিস। কিন্তু ছানা আর সন্দেশ দুই-ই খাচ্ছিস এমন দেখিস না। তারপর খাচ্ছি কি রকম? আগে ছানা—বেশ তাল তাল করা ছানা, তারপর সন্দেশ—ওলট পালট নয়।

________*হারানো পুরুষ*, পৃঃ ৫৪

## ১৫১. স্বপ্ন—আদিপুরুষ ও মহামায়া দর্শন

**২০/৪/১৯৫৬-**

আজ দুপুরে স্বপ্ন দেখছি- আমি একটা ঘরে গেছি- সেখানে আদিপুরুষ আছেন, মহামায়া আছেন। প্রথমেই (সামনে) আছেন আদিপুরুষ, তারপর আছেন মহামায়া। তিনি মশারী টাঙিয়ে শুয়ে আছেন। আমি মশারিটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। আদিপুরুষ বলছেন, বাবু, তুমি এলে? ইনি শুয়ে পড়েছেন, ইনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন। আমি মহামায়াকে বললাম- মা, আপনি এর মধ্যে শুয়ে পড়েছেন কেন? আপনি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে কেন? আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন বলুন। মহামায়া বেশী কথা বললেন না। তিনি বললেন, 'ভোগান্ন সম্ভূত।'

এখন এর যে ঠিক কী মানে তাও আমি নিজেই বুঝতে পারি না। তিনি যেন বলছেন, এখানকার জন্য ভোগের অন্ন কে মাথায় করে বয়ে আনছে।

এখন ঠিক অদ্বৈততত্ত্বে ব্যাখ্যা দিলে এর মানে কতকটা দাঁড়ায়- আমি আদিপুরুষ। আমিই মহামায়া হয়েছি আর আমি নিজেও আছি- অর্থাৎ ত্রিপুটি অবস্থা হয়েছে। আদিপুরুষ হল আত্মা, মহামায়া হল এই দেহ।

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-৮৪

## ১৫২. স্বপ্ন—আদ্যাশক্তি কাতান (খড়্গ) দিল, ঢাল দিল না

**২২/০৫/১৯৫৬-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ- একটি স্বপ্ন মনে পড়ে গেল শোন- ১ নং করিডোর pass করে ২ নং করিডোরে এলুম। তারপর সেখানে আমি হাঁটু গেড়ে বসলুম। Just like hero, আদ্যাশক্তি এলেন। এসে আমার হাতে একটা খাঁড়া দিলেন। তারপর চল গেলেন। আদ্যাশক্তি কাতান (খাঁড়া) দিল, ঢাল দিল না। কেন ঢাল দিল না?

রামকৃষ্ণ ঘোষ- আত্মরক্ষার দরকার নেই।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ- হ্যাঁ। তোরাই আমার ঢাল।

(রামরাজাতলার প্রৌঢ় দাশুবাবুর প্রতি) তুই এখানে এসে আমাকে স্থূলে



দেখেও স্বপ্নে দেখিস নি অথচ ওদিকে বৌমা আমার, আমাকে আগে না দেখেই ঘরে বসে আমাকে স্বপ্নে দেখলেন আর এতে তোর বিশ্বাস বাড়ল।

________*বিনয় শতক*, পৃষ্ঠা- ৫৭, *হারানো পুরুষ*, পৃঃ ৫৯

## ১৫৩. তন্দ্রায় দর্শন—নিতাইবাবুর গলায় কালো পৈতে

**৩/৯/১৯৫৬-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তন্দ্রায় দেখলেন- নিতাইবাবু (পাত্র) বসে আছেন আর গলায় একটি কালো পৈতে ঝুলছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্যাখ্যায় বললেন-পৈতে ঝুলছে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ হয়েছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।*

________*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ১৩৯

## ১৫৪. দৈববাণী—সোনার অন্নপূর্ণার আহ্বান

**১/১০/১৯৫৬-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সোনার অন্নপূর্ণার আহ্বানে কাশী যান, কারন এর কয়েকদিন পূর্বে দৈববাণী শোনেন—"সোনার অন্নপূর্ণা 'মা, মা' বলে চিঠি দিয়েছে।"

## ১৫৫. দৈববাণী—পাশ্চাত্য কাঁদছে

**নভেম্বর, ১৯৫৬-**

একদিন দৈববাণী শুনছি—"পাশ্চাত্য কাঁদছে,-আপনি দয়া করে সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করুন।"

পাশ ফিরে শুলুম। মনে মনে বললাম, কেন ভগবান, পাশ্চাত্য কাঁদছে কেন? তুমি কাঁদাচ্ছ তাই কাঁদছে। তুমি পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসো না এখানে। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ওরে দেখছে আমি মান যশ চাই কি'না। আমি ওখানে

*কালো পৈতে কেন? তবে কি নিতাইবাবু ব্রহ্মের মধ্যমা তথা বর্ণচোরা আম হয়েছেন বোঝাতে কালো পৈতে?

গেলে আমাকে নিয়ে তাদেরও দর্শন অনুভূতি শুরু হতো। ওরা আমায় মাথায় তুলে রাখত। খুব নাম যশ প্রতিষ্ঠা হোত। দ্যাখ, এই ৬৫ বছর বয়সে আমার পরীক্ষা হচ্ছে।

________*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২৯,৫০

## ১৫৬. স্বপ্ন—জিতেনবাবুর ও নাথবাবুর পূর্বজন্ম দর্শন

**১৯৫৬-**

কাশীতে একদিন বললেন, ওরে আমাকেও দেখিয়েছে জিতেন পূর্বজন্মে ছিল বলরাম বসু।

নাথবাবু ছিলেন সাকর মল্লিক তথা রূপ গোস্বামী। এজন্মে খৃষ্টান। সেজন্মে মুসলমান শাসকের দাসত্ব করেছেন- দাসত্বের cell রয়েছে- এজন্মে খৃষ্টান শাসকের under-এ তাই খৃষ্টান হয়েছেন।

## ১৫৭. স্বপ্ন—বঙ্কিমবাবুর পূর্বজন্ম দর্শন

**১৯৫৬**

কাশীর শ্রীনাথভবনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখেছিলেন বঙ্কিমবাবু পূর্বজন্মে ছিলেন প্রতাপ হাজরা- শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার একজন। সেকথা নিজেই জানালেন।

## ১৫৮. স্বপ্ন—মুনি দর্শন ও রাজবাড়ীতে যাওয়া

**১৯৫৬-**

আমি মুনি দেখেছি। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? সে বললে, না। তারপরই দেখছি এক পণ্ডিতকে। তাকেও জিজ্ঞাসা করলাম তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? সে বললে, না। সেই বনের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি। রাজবাড়ীতে পৌঁছালুম কিন্তু রাজাকে দেখতে পেলুম না। কেন দেখলুম না কেউ বলতে পারিস?

ধীরেন—আপনি-ই যে রাজা।

জীবনকৃষ্ণ—আমিই রাজা? ছেঁড়া কাপড়গুলো কোথায় গেল? সেগুলো



ধোপার বাড়ী দিয়েছি। খাই পরের বাড়ীতে...। আমি রাজা?

পরে একদিন এই দর্শনটার কথা ভাবতেই মনে হ'ল ওতো ঠাকুরকেই আমি মুনি বলে দেখেছি। মুনির পাগুলো খুব সরু হয় যার জন্য তার চলবার শক্তি থাকে না। ঠাকুর সেকথা নিজেই বলছেন, মা আমার চলার শক্তি দিলে না কিন্তু। চলার শক্তি মানে এক দেহ থেকে আর এক দেহে যাওয়া। মুনি হচ্ছে পুরানের কথা। বেদে মুনির কথা নেই, ঋষির কথাই আছে।

________*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ৬২; *জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২২৬

## ১৫৯. স্বপ্ন—দু'জন থাকবে না, একজন থাকবে

**১৯৫৬-**

দেখছি—একটা বড় এজলাস। জজের আসনে বসে কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার অমূল্যবাবু। আমি ও ঠাকুর ( শ্রীরামকৃষ্ণ) দাঁড়িয়ে। হাত পাঁচেক ব্যবধান। উনি (জজ) আঙুল নেড়ে নেড়ে বলছেন, দু'জন থাকবে না, একজন থাকবে। ..... ঠাকুরকে আবছা দেখছি।

২০/৬/৫৮ তে বললেন- আড়াই বছর আগে (১৯৫৬) দু'জন থাকবে না, একজন থাকবে—স্বপ্নটি হয়েছিল। তখন বিশ্বকর্মা, ঐ চীফ ইঞ্জিনীয়ারই আমায় চালাতো। এখন আর নয়।

________*ঋতম বদিষ্যামি* পৃষ্ঠা-১০৩; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৮৪;
*সুধা-কুম্ভ*-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২০১

## ১৬০. স্বপ্ন—সব আতর বিক্রি হয়ে গেছে

**১৯৫৬-**

একটা অদ্ভুত দর্শন হ'ল—দরজা খুলে দেখি এক দাড়িওয়ালা মুসলমান- বলল, চিনতে পারছেন? আমি ঠিক চিনতে পারছি না অথচ মনে হচ্ছে সে যেন আমার খুব পরিচিত। তাই যাই হোক, বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তারপর সে বলল, সব আতর বিক্রি করে ফেলেছি। শুনে ভাবলাম মার্কেট মন্দা হবে জেনে বুঝি আগেই মাল সাফ করে দিয়েছে। তারপর সে বললে, "যে আপনাকে supply দেয় তাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

## ১৬১. জাগ্রতে—জিতুকে দেখে জিতু হয়ে গিয়ে রামনাম শোনা

**১৯৫৬-**

কাল ঘরে বেশ রামনাম গান হচ্ছিল। জিতু আসেনি। আমি ধ্যানে জিতুকে দেখলাম, জিতু হয়ে গিয়ে রামনাম শুনলাম। আজ ও এসে বলছে, ও ঘরে বসেই স্পষ্টভাবে এ ঘরের রামনাম গান শুনতে পেয়েছে। কী আশ্চর্য!

## ১৬২. স্বপ্ন—গলা জলে দাঁড়িয়ে—মুখের কাছে ছাড়ানো পেঁপে

**১৯৫৬ (আনুমানিক)-**

আমি পেঁপের স্বপ্ন দেখেছি। কিরকম জানিস?—আমি যেন একটা নদীতে গলা অবধি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নদীর ওপারে একটা গাছে বেশ বড় একটা পাকা পেঁপে রয়েছে। একজন মেয়ে সেই পেঁপেটা ছাড়িয়ে আমার মুখের কাছে ধরলে। গলা অবধি জলে দাঁড়িয়ে আছি, সেই অবস্থায় আমার মুখের কাছে ধরলে। আমি বললাম, ও—হবে খন।

এ স্বপ্ন—ঐ যে, ‘‘কলঙ্ক সাগরে ডুবিবি/ কলঙ্ক না লাগিবে গায়।’’

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ২৫১

## ১৬৩. স্বপ্ন—কোরান পড়বার আদেশ

**১৯৫৬ (আনুমানিক)-**

এক স্বপ্নে দেখেছিলাম—আদ্যাশক্তি মুসলমান মেয়ের পোষাকে এসে দূর থেকে এক মসজিদ দেখিয়ে বলেছিল, ভেতরে যাও না, অনেক মজা আছে দেখতে পাবে। ভেতরে ঢুকে আমি দেখলাম এক তাড়া কাগজ- বাণ্ডিল বাঁধা। এই স্বপ্নে কোরান পড়ার আদেশ পেয়েছিলাম। কোরান পড়ে একটা কথা শিখেছিলাম—আল্লা সুকৌশলী।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ১০৩



## ১৬৪. তন্দ্রায়—ধোপানী কাপড় নিয়ে গেল

**১৯৫৬ (আনুমানিক)-**

পুরীতে থাকার সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণ দ্বিজেনবাবুকে বললেন কদমতলায় একটি দর্শনের কথা (সম্ভবত ১৯৫৬ সালের)। একদিন ঘরে খাটের উপর বসে আছি। হঠাৎ এক ধোপানী ঘরে ঢুকলো। এসে কাপড় চোপড় বেঁধে নিয়ে চলে গেল। আমি সদ্য খোলা চোখে দেখলাম সে ঢুকলো আর কাপড়-চোপড় গুনে গেঁথে বেঁধে নিল। আর আমি হাঁ করে দেখলাম। একেবারে দিনের বেলায়। তাকে আগে কোনদিন দেখিনি।

দর্শনটা এত vivid যে মনে হয়েছে এই খালি চোখে দেখেছি। অবশ্য একটু খানি relaxing অবস্থায় ছিলাম। তার মধ্যেই দেখলাম।

ব্যাখ্যায় বললেন—ঘরে যারা আসে তাদের দেহ পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

## ১৬৫. স্বপ্ন—আমি বড়বাবু বলে দেরী করতে পারি (ইচ্ছামৃত্যু)

**১৯/২/১৯৫৭-**

আজ ভোরে স্বপ্ন দেখলাম যে আমি আছি আর আমার কাছে হারাধন বলে একজন লোক আছে। আশে পাশেও বহু লোক আছে। আমি যেন হারাধনকে বলছি- তুই তো আর বড়বাবু না যে অফিসে দেরী করে যাবি!

এর মানে আমার ইচ্ছামৃত্যু। ইচ্ছা করলে এখনই মরতে পারি আবার ১০/১২ বছর বাঁচতে পারি।

## ১৬৬. স্বপ্ন—দেহরক্ষার পূর্বাভাস

**৫/৩/১৯৫৭-**

আজ দুপুরে স্বপ্ন দেখছি—খাটে বসে আছি, পাশে খোকা মহারাজ তার পাশে দিল্লীর একটি লোক বসে আছে। আমি খোকা মহারাজের মুখে মুখ দিয়ে নাকে নাক ঠেকিয়ে বলছি, ঠাকুর তো অনেক করলেন- এবার যেন তার সঙ্গে মিশে যাই।

এই স্বপ্ন দেখছি বেলা দেড়টার সময়। আজ তিথি ভাল—ফাল্গুনের শুক্লা

চতুর্থী। দেখ কিছু বলবার যো নেই। স্বপ্নটা ফলতে পারে। হয়ত এটা আমার দেহ যাবার স্বপ্ন। পূর্নিমা গিয়ে দেহ যাবে। তা পূর্নিমা এখনও দশদিন বাকী। তা দশটা দিন দশ সপ্তাহও হতে পারে- তোদের বলে রাখলাম কেন জানিস? যদি ফলে। যখন ফলবে তোরা বেশ বুঝতে পারবি।

জনৈক—দশ বছরও তো হতে পারে?

জীবনকৃষ্ণ—তা পারে।

## ১৬৭. ধ্যানে দর্শন—শ্রীম'র প্রণাম

**২৩/৩/১৯৫৭-**

কাল (শুক্রবার) যখন Second time ধ্যান করছি, তখন দেখলাম- মাস্টারমশাই (শ্রীম) এলেন আর আমাকে প্রণাম করলেন- করে হাঁটু গেড়ে জোড় হাত করে বসে রইলেন।

## ১৬৮. স্বপ্ন—পোনার দমপোক্তা

**মার্চ, ১৯৫৭-**

স্বপ্ন দেখছি (মার্চ, ১৯৫৭)—পাকা পোনার দম পোক্তা, খুব বড় থালায় সাজানো। খুব বড় বড় চাকা, একেবারে রাশিকৃত। নিয়ে একটা খেলাম। আর দেখলাম এরকম পাকা পোনার চাকা ছোট ছোট খুব কড়া করে ভাজা। খুব বড় থালায়, এত আছে যে আর ধরে না। আমি কিন্তু খেলাম না।

ঐ যে দম পোক্তা দেখালে ও হলো স্বপ্নসিদ্ধ, আর ভাজা—ও হলো ধ্যানসিদ্ধ।

আবার দেখিয়েছিল, মাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এক সের পাঁকাল মাছ কিনে এনেছে। আমি বললাম, ঝোল খাব। ঝোল খাওয়া মানে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকা।

## ১৬৯. স্বপ্ন—এক থোলো লিচু

**২১/৪/১৯৫৭- এর কয়েকদিন আগে**

দেখছি- এক হাত দিয়ে গাছের ডাল থেকে কালো জামের আর লিচুর থলো ভেঙে নিচ্ছি আর অন্য হাত দিয়ে লোকেনকে জলে চুবিয়ে ধরছি। একটু পরে



দেখলাম লোকেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

লিচু দেখিয়ে কী দেখাচ্ছে? পরে সব রজোগুনী ভক্ত আসবে।

——————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ২১৪

## ১৭০. ধ্যানে লয় হবার চেষ্টা বিফল (পক্ষাঘাত হয়ে যাবে)

**১৮/৫/১৯৫৭-**

সকালে ধ্যান করতে বসেছিলাম। শেষের দিকটায় শুনতে পেলাম কে যেন বলছে- "পক্ষাঘাত হয়ে যাবে।" তার মানে আমি ধ্যান করছিলাম লয় হবার জন্য। তা হতে দেবে না। সাবধান করে দিচ্ছে। চেষ্টা করলে শাস্তি দিয়ে দেবে।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ২৩৯

## ১৭১. স্বপ্ন—শিরদাঁড়ার পাব খোলা

**২৬/৫/১৯৫৭-**

কাল একাদশী ছিল। স্বপ্নে দেখলুম—শিরদাঁড়ার দুটো তিনটে পাব কী রকম ছিল। তার ভেতরগুলো কেমন খুলে গেল।

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৩৯

## ১৭২. স্বপ্ন—কৃষ্ণ ও বলরাম দর্শন

**১/৬/১৯৫৭-**

গত দুদিন ধরে দেখছি—সমস্ত রাত কেবল কথামৃত পাঠ হচ্ছে। দেখছি—ঘর ভর্তি সকলে বসে। আর কথামৃতের কী অদ্ভুত ব্যাখ্যা করছি। মাথায় এমন প্রেসার রয়েছে যে কথামৃত আর শুনতে পারছি না। তারপর এক অদ্ভুত দর্শন হ'ল।

দেখছি—খাটের উপর শুয়ে আছি- এমন সময় দুজন লোক ঘরে এসে ঢুকল। খুব strong and stout (শক্ত সামর্থ্য) লম্বায় ৪.৫-৫ হাত হবে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ- বড় বড় কোঁকড়ানো চুল- মুখ শুকনো সত্ত্বগুনীর যেমন হয়। কিন্তু প্রসন্ন। একজন কালো আর একজন গৌরবর্ণ। দুজনেই middle aged

(মাঝ বয়সী)- কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত কোঁকড়ান চুল নেমে এসেছে। তবে কালো লোকটির বয়স সামান্য বেশি। কালো লোকটি এসে বিছানার ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। গৌরবর্ণ লোকটি জানলার কাছে মেঝের ওপর পাশাপাশি বসল। ঘুম ভেঙে গেল।

প্রথমে মনে হোল কোন নতুন ভক্ত আসবে- তখুনি flash করল- তাতো নয়, এ যে কৃষ্ণ আর অর্জুন। কিন্তু কৃষ্ণ কেন প্রণাম করলেন বলতে পারিস?

গত দুদিন ধরে সারারাত যে কথামৃতের ব্যাখ্যা হয়েছে তাই বোঝাবার জন্য- অর্থাৎ দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক। দু'রাত ধরে brain-এ কথামৃত পাঠ চলেছে কিনা তাই কৃষ্ণার্জুন দেখালে। দু'রাত ধরে ব্যাখ্যার বিষয় না হয় বোঝা গেল কিন্তু প্রনাম কেন? কে জানে!

—কিছুদিন পর (২৮/৬/৫৭)- একটি ছেলে দেখলে—কৃষ্ণ ও বলরাম তাকে নিয়ে দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দিলেন। সেই ঘরে ছোট খাটে ঠাকুর আর বড় খাটে আমি বসে আছি।

আমি ভেবেছিলাম স্বপ্নে কৃষ্ণ আর অর্জুন আমার এই ঘরে এসেছিল। আমার ধরতে ভুল হয়েছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম এসেছিলেন। আমাকে সেকথা বোঝাবার জন্য ওকে এই স্বপ্ন দেখালে। বলরামের কাঁধে লাঙল- তার মানে এই দেহকে চাষ করে অর্থাৎ সাধন করে আত্মা সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তখন ভগবানত্ব একমাত্র কৃষ্ণের হয়েছিল, আর এখানে?....

——————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা-২৪৯,২৭১

## ১৭৩. স্বপ্ন—বাড়ীতে সাদা গরু কেনা হয়েছে

**২/৬/১৯৫৭-**

স্বপ্ন—বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড সাদা গরু কেনা হয়েছে- ১৪০০ টাকা দাম। কে কিনেছে বলছে না। কেনা হয়েছে দেখাচ্ছে কেন? আপনা হতে হয় বলে। বড় গরু দেখিয়েছে- হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ২৫১



## ১৭৪. ধ্যানে দর্শন—মুখে আঙুল অসীম

**৭/৬/১৯৫৭-**

আজ ধ্যানে দেখলাম—অসীম (বিশ্বাস) মুখে আঙুল দিয়ে (আড়াআড়ি, crosswise) দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে চুপ করে থাকতে বলছে। কিছুদিন একলা থাকতে হবে। চুপ না করলে অসুখ দিয়ে জোর করে চুপ করিয়ে দেবে।*

তিন মাস ঘর বন্ধ ছিল- তাতে এখন বুঝতে পারছি তোদের প্রতি আমার আকর্ষনটা একটু বেশি হয়েছে।

তখনকার অবস্থায় ঐ ব্যাখ্যাই ঠিক ছিল (চুপ করতে বলছে)। ওর আরও একটা মানে আছে- ওই এক'ই অসীমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

আমিই সসীম, আমিই অসীম- One is all.

——————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা-৭৮; *সুধা-কুম্ভ* ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১৯৯

## ১৭৫. স্বপ্ন—দর্জি দুটো জামা এনে দিল

**৭/৬/১৯৫৭-**

স্বপ্ন দেখছি—যেন আমার সবগুলো জামা ছিঁড়ে গেছে তাই দর্জি ডেকে তাকে দুটো জামা করতে বলছি। দর্জিটি আমাকে দুটো ready made জামা এনে দিলে। আমি পকেট থেকে টাকা বের করে দিলাম। দর্জিটি কিন্তু জামার গুণগান করতেই ব্যাস্ত- যেমন হাতটা এই জিনিস দিয়ে তৈরী, পিঠটা এই জিনিস দিয়ে... ইত্যাদি। জামার গুণগান শুনতে শুনতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ক্ষিতিশবাবু- জামা মানে দেহ। দুটো জামা- ষোলআনার ওপর আরও ষোলআনা। জামার গুণ বর্ণনা করতে লাগলো। অর্থাৎ এইসব নির্গুণ থেকে আসে। নির্গুণ থেকে এসে সে সগুণে প্রকাশ পায়।

জীবনকৃষ্ণ- তাতো হ'ল কিন্তু দর্জি কেন? কথামৃতে কোথাও দর্জির কথা নেই। অর্থাৎ এটা নতুন কিছু। দর্জি দেখিয়ে এখানকার সঙ্গে ঠাকুরের যুগের ফারাক কি তাই দেখিয়েছে।**

————কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা-১২৩

* Oct 57 থেকে Jan. 58 ঘরে ভক্তদের যাতায়াত বন্ধ ছিল।

**থমাস কার্লাইলের Sartor Resartus বলে একখানা বই আছে যার ইংরাজী অনুবাদ The Tailor Retailored.

## ১৭৬. জাগ্রতে—চোখের সামনে সব ভেসে ওঠা

**১৫/৬/১৯৫৭-**

বুড়ো হচ্ছি, আমি আর ক'দিন বাঁচব। তোরা তোদের জীবনে এর অনেকটা বিকাশ দেখতে পাবি। আবার তারও পরবর্তীকালে তার চেয়ে বেশি বিকাশ হবে। কারণ এতো আমার ইচ্ছায় হচ্ছে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় হচ্ছে।

তোদের এইসব কথা বললাম—অমনি আমার চোখের সামনে যেন সব ভেসে উঠল।

————শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা-২৬৫

## ১৭৭. ধ্যানে দর্শন—সকলে প্রণাম করছে

**১৫/৬/১৯৫৭-**

আমি যতবারই ধ্যান করি ততবারই দেখি আমাকে সব প্রণাম করছে। হয়ত দিনে ৪/৫ বার ধ্যান করছি তা চার পাঁচ বারই দেখছি।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়,* পৃষ্ঠা-২৬২

## ১৭৮. Vision —এক ঝুড়ি ডিম

**২৯/৬/১৯৫৭-**

গতকাল সকালে দেখা একটি দর্শনের কথা বললেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

দেখছি—একঝুড়ি ডিম। কাছে দাঁড়িয়ে আছি। একটি ছায়ামূর্তি এসে একটি ডিম তুলে নিল।

এই দর্শনটি সম্পর্কে বললেন, ডিমটি ফুটবে।

## ১৭৯. সুপুরি খাওয়া বন্ধ হ'ল

**২০/৭/১৯৫৭-**

আমি তখন খুব সুপুরী খেতুম। তারপর চণ্ড নামানোর কথা পড়লুম। চন্ড বলছে, ও রামকৃষ্ণ, তুমি অত সুপুরী খাও কেন? তারপর খেয়ে উঠে সুপুরী মুখে করেছি আর সঙ্গে সঙ্গে পেটের এইখানটা, লিভারের কাছে সুপুরীর মত



ফুলে উঠল। যন্ত্রনা হতে লাগল। তখন মুখ থেকে সুপুরী ফেলে দিলাম। তখনই সব সেরে গেল। পরের দিনও এই রকম। ভাবলুম সুপুরী খেয়ে এইরকম হচ্ছে। কিছুদিন আর সুপুরী খেলুম না। ব্যাস, আর কিছু নেই। কিছুদিন পর আরেকবার খেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, তাতেও ঐরকমই হয়েছিল। তারপর আজ বছর তিরিশ হল সুপুরী আর খাইনি।

তিনি এইরকম আঘাত করেও আমাদের শিক্ষা দেন। তিনি আমাদের এত ভালোবাসেন।

## ১৮০. স্বপ্ন—ঠাকুরের দেশের তিনজন লোক এসেছে

**২২/৭/১৯৫৭-**

ভোরের স্বপ্ন- একটা ঘরে আমি বসে আছি। সেই ঘরে আরও তিনটি লোক বসে আছে। মনে হচ্ছে তারা পাড়াগাঁয়ের, ঠাকুরের দেশের লোক। তাদের একজন বলছে, কাল রাত্রে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি তাই আজ এলাম। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে faint (আবছা) দেখছি—একটা বেঞ্চি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার।

দেহ যাবার আগে এক তৃতীয়াংশ লোক দেখতে পারে। স্বপ্নে দেখে স্বপ্নসিদ্ধ হবে। চেয়ার টেবিল অস্পষ্ট কেন? কারন এসবের দরকার হবে না।

রবিন চট্টোপাধ্যায় শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে, ব্যারাকপুর থেকে এসেছেন- বয়স ৫০। জীবনকৃষ্ণ হাত তুলে নমস্কার করলেন তাকে। বললেন, তুমি আমার স্বপ্নের ফলস্বরূপ এসেছ। আমি কয়েকদিন আগে দেখেছি ঠাকুরের দেশের তিনজন লোক এসেছে- একজন বলল আপনাকে স্বপ্ন দেখেছি তাই এসেছি। তোমার যদি ঠাকুরের দেশে বাড়ী হত তাহলে জানতুম এটা একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় হবে। এখন দেখছি এটা সর্বজনীন হবে।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়,* পৃষ্ঠা-৩০৯

## ১৮১. স্বপ্ন—শ্রীকান্তবাবুকে দেখা

**২৪/৭/১৯৫৭-**

এই যে আমি শ্রীকান্তবাবুকে দেখি, এর মানে কী? শ্রীকান্তবাবুকে দেখতে

দেখতে ঘুম ভেঙেছে। এই শ্রীকান্তবাবু আমার মাথার মধ্যে ছিল, সেজন্য ঘুম ভাঙা মাত্রই দেখলাম।

## ১৮২. স্বপ্ন—জেলে ও মুক্তমাছ দুইই তিনি

**২৬/৭/১৯৫৭-**

দেখছি—একটা জেলে পুকুরে জাল ফেলে টানছে। পুকুরের সব মাছ জালে পড়েছে। জালের বাইরে একটা মাত্র পাঁচপোয়া আন্দাজ রুই মাছ রয়েছে।

আমাকে দেখাচ্ছে- আমিই জেলে হয়েছি। পুকুরে জাল ফেলেছি- বড় পুকুর; জাল টানছি। পুকুরের যত মাছ সব জালে পড়েছে। আমিই একটা পাঁচপোয়া আন্দাজ বেশ হৃষ্টপুষ্ট রুই মাছ হয়েছি- জালের বাইরে রয়েছি। পাঁচপোয়া কেন? খুব জোর ধরে বলে। ঐ অবস্থায় রুই মাছ খুব বাড়ে।

## ১৮৩. তন্দ্রায়—প্রফুল্লকে দর্শন

**৩১/৭/১৯৫৭-**

একটু হাতে মাথা রেখে শুয়েছিলাম—দক্ষিনদিকে মাথা রেখে। দেখলাম- প্রফুল্লদেব বলে একজন লোক, আমি তাকে চিনি, উত্তর দিকের দরজা খুলে এলো।

এর মানে কী? এই ঘরে দৈব প্রফুল্লতা, মানে দৈব আনন্দ এসেছে।

—— *শ্রীভগবানের পাদছায়ায়, পৃষ্ঠা-৩১৭*

## ১৮৪. স্বপ্ন—ট্রেন আটকে আছে

**১১/৮/১৯৫৭-**

আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম- ট্রেন এক জায়গায় detained হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক হাসি কৌতুক করছি আর বলছি- এইখানেই রয়ে যাবে নাকি?



## ১৮৫. ধ্যানে দর্শন—তরমুজ হাতে এল

**২৩/৮/১৯৫৭-**

গত একাদশীতে ধ্যান করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। হাতদুটো তো এইরকম করে পেতে আছি। একটা পাকা তরমুজ ঘুরতে ঘুরতে আমার হাতে এসে পড়ল।

তরমুজ- সহস্রার। এতদিন আমি সহস্রারের control-এ ছিলাম। এখন সহস্রার আমার control-এ এল। ব্রহ্মাণ্ডের আত্মিকশক্তি আমার হাতে এল।

## ১৮৬. ধ্যানে দর্শন—বাবা কিছু announce (ঘোষণা) করছেন

**২৫/৮/১৯৫৭-**

ধ্যানে দেখছি—একজন লোক ৩৫/৩৬ বছর বয়স হবে। দাঁড়িয়ে হাতদুটো তুলে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে টিপ দিয়ে খুব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মুখটা উঁচু করে মুখ খুলে দাঁড়িয়ে আছে- ঠিক যেন কিছু announce (ঘোষণা) করছে। তাকে যেন চিনি না। আবার মনে হচ্ছে যেন চিনি। মনে হচ্ছে আমার বাবা। আমার বাবার চেহারার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই, তবু মনে হচ্ছে আমার বাবা।

বাবা হচ্ছে বেদের আদিপুরুষ; অর্থাৎ ভগবান এখানকার কথা অ্যানাউন্স করছেন। ঠাকুর যা বলেছেন- ঈশ্বর যদি প্রচার করেন তবে প্রচার।

## ১৮৭. ধ্যানে দর্শন—ধর্মের ভার ভগবান নিজের হাতে নিয়েছেন

**২৫/০৮/১৯৫৭-**

সন্ধ্যায় ধ্যান করে উঠে চুপ করে বসে আছি—হঠাৎ দেখছি- আমি রেডিয়োয় এ্যানাউন্স করছি- ওগো জগতের লোক তোমাদের আর ধর্মের জন্য ভাবতে হবে না। ভগবান তোমাদের ধর্মের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

## ১৮৮. স্বপ্ন—সিদ্ধিদাতা গণেশ

**২৮/৮/১৯৫৭-**

দেখছি- গণেশ ঠাকুর এক হাতে অনেকখানি সিদ্ধি এনে আমাকে দিচ্ছে- বেশ ঘন, কতকটা কাঁচা গোল্লা সন্দেশের মত ঘন। কে দিচ্ছে প্রথমে দেখিনি।

মুখের কাছে ধরছে, আমি খাচ্ছি। অনেকখানি খেলাম। ভাবলাম কে দিচ্ছে দেখি। দেখলাম গণেশ ঠাকুর। তার অন্য হাতে এক গ্লাস জল।

## ১৮৯. স্বপ্ন—ভূ-কৈলাসের সাধু—সাড়ে পাঁচ আনার কৈ

**১২/৯/১৯৫৭-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ- গতরাত্রে একটা স্বপ্ন হয়েছে। একটা বড় কাঁচের আধারে (জারে) দেখাচ্ছে চার ভাগের তিন ভাগ অংশ জলে ভর্তি—তার মধ্যে এক ঝাঁক কৈ। তার মধ্যে একটা বড় কৈ মাছ দেখিয়ে একজন বললে—এইটি ভূ-কৈলাসের কৈ। দাম সাড়ে পাঁচ আনা। পরদিন (বাস্তবে) ভাত খেতে বসেছি, তখন কৈ এর সময় নয়, দেখি পাতে খুব বড় সাইজের একটা কৈ। ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, বাবা বাজারে গিয়ে এটা দেখতে পেলো, তাই আপনার জন্য এনেছে। সাড়ে পাঁচ আনা দাম নিয়েছে।

কথামৃতে যে ভূ-কৈলাসের সাধুর কথা পাওয়া যায়- তার সাধন ঐ সাড়ে পাঁচ আনা হবে।

———অসীমের দিনলিপি

## ১৯০. দৈববাণী—“বলবি, ঠাকুর কৃপা করে ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন”

**নভেম্বর, ১৯৫৭-**

গত নভেম্বর মাসে ঘর বন্ধের সময় (৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত, তিন মাস শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘর বন্ধ ছিল। এই সময় তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অতিবাহিত করেন।) খুব কতকগুলো দৈববানী হয়েছিল। একদিন একটা দৈববাণী হ’ল—

ভগবান দর্শনের কথা যখন কাউকে বলবি, তখন বলিস ঠাকুর কৃপা করে আমায় ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। ভগবান দর্শন যে ব্যষ্টির সাধন রে। ওতে যে অহঙ্কার আসে। সেই অহঙ্কারটুকুও যাতে না আসে তাই অমন করে বেড় দিয়ে রাখলেন।*

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৮৭; কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা-৩

*এইসময় থেকে তাঁর ভগবানত্ব লাভের প্রমাণ ফুটতে শুরু করেছিল বহু মানুষের মধ্যে। তার ব্যষ্টির আমি চলে যাচ্ছে—গুরুবোধও লোপ পাচ্ছে।



## ১৯১. দৈববাণী—“আদর্শবাদের ফল ফলবে”

**নভেম্বর/১৯৫৭-**

দৈববাণী শুনলাম- “আদর্শবাদের ফল ফলবে।”

ফলবে মানে তোরা আমাকে জড়িয়ে থাকবি এই অবস্থার কথা। আর শুনেছিলাম, “আদর্শবাদের ফল পাবে।” এর মানে সারা জগতে এই সব ফুটবে।

———*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২৪; সুধাকুম্ভ ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-২৩৫

## ১৯২. দৈববাণী—“সব দান করে ফেললে!”

**নভেম্বর/১৯৫৭-**

আমি নিজেকে তোদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি, দান করেছি। নাথবাবু খাটে তাঁর বিপরীত দিকে উপবিষ্ট ছিলেন, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হ্যাঁরে, আমায় দৈববাণী করে বলেছে—“সব দান করে ফেললে!” আবার শুনছি, “কিছুই নিলে না!’

———*কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা- ১৫৩

## ১৯৩. পূর্ববর্তী আচার্যদের কিছু হয় নি

**১৯৫৭-**

ধ্যানে J. R Banerjee কে দেখলাম- আমার মাস্টারমশাই মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপাল। ঠিক চান করতে যাওয়ার আগে মানুষের যেমন attitude হয় সেই রকম দেখলাম। যেন তেল মাখেননি। যেন দেখাচ্ছে এদের (পূর্ববর্তী আচার্যদের) কিছু হয়নি।

## ১৯৪. স্বপ্ন—বড় ছেলে

**১৯৫৭-**

৬৪ বছর বয়সে (১৯৫৭)—দেখলাম- একজন মহিলা আমায় দেখিয়ে বলছে, এ আমার বড় ছেলে।

জনৈক—ভক্তমেয়েটি হ’ল জগতের মা, আপনি তার বড় ছেলে অর্থাৎ ভগবান।

## ১৯৫. স্বপ্ন—চিংড়ী নয় বড় কৈ চাইছি

**১৯৫৭-**

দেখাচ্ছে, একটা বড় জার। তাতে ছোট ছোট চিংড়ী মাছ লাফাচ্ছে। আমি বললাম, এ আমি চাই না, আমি চাই বড় কৈ মাছ। বড় বড় কৈ মাছ আছে?

————*কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা- ৩৭

## ১৯৬. স্বপ্ন—Reward পাবে

**১৯৫৭-**

স্বপ্ন দেখলাম—একজন মহিলা (আদ্যাশক্তি) একখানা বই নিয়ে এসেছে আর বলছে- তোমার Reward হবে এতে লেখা আছে। তারপর বই খুলে সেই জায়গাটি যেন বার করতে চেষ্টা করছে। আমি তার হাত থেকে বইখানা নিয়ে বললাম, দাও আমিই খুলে দিচ্ছি।...

একমাস পরে মনে হ'ল Reward মানে তো Punishment ও হয়। আমাকে শাস্তি দেবে নাকি?

লন্ডনে বক্তৃতা দেবার সময় সুব্রতর কপালে আমার রূপ ফুটে ওঠাই আমার পুরস্কার।

————"আলপুকুরের স্মৃতি", অরুণ ঘোষ, মানিক্য-১২৬, পৃষ্ঠা-২৮

## ১৯৭. গ্রহণের সময় দেহে ভাবের প্রকাশ

**১৯৫৭-**

শুদ্ধ আধার হলে গ্রহণের সময় দেহে একরকম ভাব হয়- দেহ যেন ফুটতে থাকে। এবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমার কেমন ভাব হয়েছিল। আমি ছটফট করছিলুম। দেখছি চারদিকে কেমন সব ছায়ামূর্তি। আর একবার অর্দ্ধোদয় যোগের সময় দেখেছিলুম মাথার পর্দা গুড়িয়ে গেল আর বাক্সের ডালা খুলে গেল। এবার (১৯৫৭) সূর্যগ্রহনের সময় দেখিসনি, যতক্ষণ গ্রহন ছিল ততক্ষন ধ্যান করছিলুম। কে যেন চোখ বুজিয়ে দিলে; কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে দেবে না।



## ১৯৮. দৈববাণী—সকালে লুচি খাওয়া উঠল

**১৯৫৭-**

যেদিন কাশী থেকে ফিরলাম (নভেম্বর, ১৯৫৬), গেরস্ত খানকয়েক লুচি আর চা পাঠিয়ে দিলে। সেই থেকে রোজ সকালে ছ'খানা করে লুচি আর চা দিত। বেশ খাওয়া হত। গেরস্ত দেখল রাত্রে কিছু খায়নি, সকালে শুধু চা দিই কি করে। (তখন একবেলা আহার করি, রাত্রে খাই না।) ক'মাস পরে দৈববাণী করে বললে- "দু"বার করে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।' তাই লুচি খাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*, পৃষ্ঠা- ১৩৯,২৯১, ৩১০

## ১৯৯. স্বপ্ন—সুখের সময় গিয়ে দুঃখের সময় এল

**১/১/১৯৫৮-**

গতরাত্রে স্বপ্ন দেখছি—আমার বন্ধু অমূল্য তার সদ্য বিধবা মেয়েকে দেখিয়ে বলছে, "এবার এর সুখের সময় গিয়ে দুঃখের সময় এল।"

আমি ভাবছি কী অর্থ করা যায়। বুঝতে পারছিস না? আসলে দুঃখের সময় গিয়ে সুখের সময় এল। Dream goes by contrary.

## ২০০. স্বপ্ন—আকাশে ফ্ল্যাগ উড়ছে

**০৭/১/১৯৫৮-**

আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম—বিরাট উঁচু একটা বাড়ী। তার ওপর আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর ঐ বাড়ীটার ঠিক ওপরে মোটা মাস্তুলে একটা ফ্ল্যাগ। সে আবার পৎ পৎ করে উড়ছে। ঠাকুর যোগের এই অবস্থাটাকে দাড়িপাল্লা আর তার কাঁটা দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন—একজন ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা (মন) উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে তফাৎ হলেই এর (ত্রিশূলের) বাড়ী মারবে।

## ২০১. জাগ্রতে—বিশ্বে আকাশে ওতপ্রোত

**২৪/১/১৯৫৮-**

ঋষিরা বলছে- বিশ্বে আকাশে তিনি ওতপ্রোত। হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু ধরবার জো

নাই। এবারের আলপুকুরের একটা কথা বলছি—একদিন সন্ধ্যার দিকে চা-টা খাওয়া হয়ে গেছে—বসে আছি, হঠাৎ এই অনুভূতিটা হয়েছিল।

আমি ভেতর থেকে বাইরে যাচ্ছি আবার বাইরে থেকে ভেতরে আসছি। এইটাকে (দেহটাকে) bar (বাধা) বলে মনেই হ'ল না। কিন্তু এ জিনিস বেশিক্ষণ রইল না, চলে গেল।

—সুধাকুম্ভ ২য় ভাগ

## ২০২. দৈববাণী—পরমায়ু বেড়ে গেছে

**২৯/১/১৯৫৮-**

জনৈক ভক্ত দৈববাণী শুনেছেন, ''পরমায়ু লম্বী হো গিয়া।'' শুনে বললেন, আমিও শুনেছি, ''পরমায়ু বেড়ে গেছে।''

## ২০৩. স্বপ্ন—আর চাকরী দেবে না

**১৪/২/১৯৫৮-**

১৯৫৮ সালের এক রাত্রে (১৪/২/৫৮) জীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন বলছে, ''আর চাকরী দেবে না।' পরে দেখলেন, উনি মারা গেছেন আর ওনার হাত ধরে আছেন মণীন্দ্র নামে একজন। স্বপ্নটা বলেই বললেন, সত্যিই আমি ক্যালাস (Callous)- অপদার্থ।*

## ২০৪. স্বপ্ন—পাতাল ফোঁড়া হবে

**২৮/৪/১৯৫৮-**

স্বপ্নে কে যেন বলল, ''পাতাল ফোঁড়া হবে।''

*এবার পরমব্রহ্মত্ব (মণীন্দ্র অবস্থা) লাভ হতে চলেছে। এটি পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা। আর কারও অধীনে কাজ করতে হবে না। এতদিন উনি রামকৃষ্ণের অধীনে, রামকৃষ্ণের আরব্ধ কাজই করছিলেন। বাস্তবিক ৪ঠা জুন ১৯৫৮ থেকে উনি বলতে শুরু করলেন, ''তোরা ভজিস রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ কেন? বুঝতে পারিস না কেন যে এখানে জগৎ চৈতন্যের নতুন প্রকাশ।'' তিনি রামকৃষ্ণময় অবস্থা অতিক্রম করলেন (মারা গেলেন) এবং স্বতন্ত্র ও মৌলিক জীবনকৃষ্ণের আত্মপ্রকাশ ঘটল।



সচ্চিদানন্দগুরুই তো পাতাল ফোঁড়া শিব। তাহলে 'হবে' একথা বললে কেন? তারপর মনে হ'ল, ওহো! পৃথিবীর এক পিঠে ভারত অপর পিঠে আমেরিকা। ভারতের তলাতেই তো আমেরিকা। তাই আমেরিকাকে পাতাল বলে। ওই দেশের কথা বলছে- পাতাল ফুঁড়ে বেরুবে। যতদিন না হচ্ছে কিছু বলার উপায় নেই।

সুধা-কুম্ভ-২য় ভাগ, পৃষ্ঠা- ২০৫

## ২০৫. ধ্যানে দর্শন—ভায়ের নাম গেজেট হয়েছে

**এপ্রিল, ১৯৫৮-**

ক'দিন আগে ধ্যানে অনুভূতি হ'ল - ২০/২২ বছরের স্বামীজি গায়ে মোটা চাদর- বলছেন, আমার ভায়ের নাম গেজেট হয়েছে। তার নাম বেরিয়েছে।

## ২০৬. স্বপ্ন—অফিসে ১৪ আনা মাইনে পড়ে আছে

**এপ্রিল/১৯৫৮-**

স্বপ্ন দেখছি- গোপীবন্ধু চিঠি এনেছে। চিঠির sum & substance ( সারমর্ম) হল- অফিসে আমার চোদ্দ আনা মাইনে পড়ে আছে সেটা আনতে বলছে। গোপীবন্ধু চিঠিখানা দিচ্ছে আর আমি মনে মনে বলছি, শালা জানুক আমি বড়বাবু।

## ২০৭. ট্রান্সে দর্শন—সুইচ টেপার ইচ্ছা হ'ল না

**৮/৫/১৯৫৮-**

আজ দুপুরে ট্রান্সে দেখছি- সুইচ, তার বোতামে আমার একটা আঙুল লাগানো। তা একটু জোরে চাপ দিলেই আলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু ইচ্ছা হ'ল না টিপি। আঙুলটা সুইচে লাগানো রইল। ট্রান্স ভেঙে গেল।

## ২০৮. স্বপ্ন—ট্রান্সের বাংলা অর্থ

**৯/৫/১৯৫৮-**

ট্রান্সের বাংলা কী তা ক'দিন আগে স্বপ্নে খবরের কাগজে লিখে বলে গেছে। কী লিখেছে শুনবি? লিখেছে, "জাগ্রত স্বপ্ন।" এর মানে কিন্তু Day dream (দিবাস্বপ্ন) নয়। যেমন আছে ঐ গল্পটায়- বাসনওয়ালা ভাবছে সে খুব ধনী হয়েছে, খুব তার নাম হয়েছে। রাজার মেয়ে এসেছে তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। সে মারলে এক লাথি। আর অমনি মাথার কাচের বাসনগুলো পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। ঈশপের গল্পটি বলে শেষে বললেন, এ জিনিস নয়।

—*সুধাকুম্ভ*, পৃষ্ঠা-২১২

## ২০৯. স্বপ্ন—বর্ধমান

**১৭/৫/১৯৫৮-**

স্বপ্নে দেখছি—উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা জায়গা। আমি ওটার মধ্যে ground level-এ একটা জায়গায় শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখছি কুণ্ডলিনীর প্রচন্ড বেগে আমার দেহটা পাঁচিলের উচ্চতাকে ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা, এমন সময় শুনতে পেলাম, "বর্ধমান" এই কথাটা। এর মানে এই অবস্থা বৃদ্ধির পথে অর্থাৎ আরও ব্যাপ্তিলাভ করবে।

## ২১০. রামকৃষ্ণ, অভয় ও আনন্দ এদের প্রত্যেককে চার মাস ধরে দেখা

**মে, ১৯৫৮-**

৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ঘর বন্ধ ছিল। তখন ক্রমাগত চারমাস ধরে অভয় (মুখোপাধ্যায়) বলে একজনকে প্রায়ই দেখতে লাগলুম। যখন অভয়কে দেখার অর্থ ফুটল মাথায় তখন দেখা বন্ধ হ'ল।

অভয় তো একটা জ্যান্ত মানুষ। দেখিয়ে কী বোঝাল? একা আমিই আছি- দুই থাকলেই ভয়।



মাস্টারমশায়ের একটা বইতে দেখলাম, অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি- অর্থাৎ জনক তুমি অভয়পদ লাভ করেছ। সুধীন উদ্বোধনে একটা লেখা থেকে দেখালো মানুষ যখন একা হয়, ভূতে ভূতে নিজেকে দেখে তখন ভয় থাকে না, অভীঃ হয়। অভয়পদ লাভ হয়। অভয়কে দেখার আগে চারমাস ধরে রামকেষ্টকে (ঘোষ) দেখতাম- তাতে বুঝেছিলাম রামকেষ্টর দেহে অবস্থান করছি।

মানে পরকায় প্রবেশ করে বেঁচে আছি।

এই সময়ই (অভয়কে দেখার পর) চার মাস ধরে প্রায় সর্বক্ষণ আনন্দ (ঘোষ) নামে এক যুবককে দেখছি- দেখাচ্ছে আমার আনন্দ জীবন্ত। ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম।

শুধু কী আমার স্বরূপ আনন্দ? না, সকলেরই।

(পরবর্তীকালে আনন্দবাবুর সাথে সাথে অমর নামে একজনকে দেখতে থাকেন। অমরবাবুকে দেখা বন্ধ হয় ৩/১১/১৯৫৮ থেকে।)

———————*জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা*-৬২

## ২১১. স্বপ্ন—ব্রহ্মত্বে অভিষেক—মণীন্দ্রকে দর্শন

**৩/৬/১৯৫৮-**

১৯৫৮ সালের ৩রা জুন শ্রীজীবনকৃষ্ণ আকস্মিক কলেরায় আক্রান্ত হলেন- পরদিন অনেকটা সুস্থ হলেন। সেদিন (৪ঠা জুন) ভোরবেলা স্বপ্নে দেখলেন—"মণীন্দ্র" নামে একটি ছেলেকে। সে সতের বছর বয়সে কলেরা হয়ে মারা যায় ১৮ বছর আগে।

মণীন্দ্র মানে পরমব্রহ্ম। সেদিন থেকে স্বরূপ প্রকাশ হল। বলতে লাগলেন—'তোরা ভজিস রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখিস জীবনকৃষ্ণ কেন?' এরপর থেকে পরমব্রহ্মের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

## ২১২. স্বপ্ন—কথামৃত খেয়ে নিলেন

**৪/৬/১৯৫৮ (আনুমানিক)-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন- উনি কথামৃত বইখানা খেয়ে নিয়েছেন।

————————*মাণিক্য-১৩৮, অরুণ ঘোষকে লেখা নিতাই পাত্রের চিঠি*

## ২১৩. তূরীয়—নির্গুণ দর্শন

**২৪/৬/১৯৫৮-**

নির্গুণকেও দেখা যায়। আমি দেখেছি। তবে খুব অন্ধকার আর ধোঁয়ার মত।

## ২১৪. স্বপ্ন—পূর্ণকে দেখা

**১/৭/১৯৫৮-**

জীবনকৃষ্ণ ঃ— গতরাত্রে স্বপ্ন দেখছি- পূর্ণচন্দ্র বলে একজন লোক (আমার পরিচিত) তাকে আলপুকুরের সেই দরবার ঘরে দেখতে পাচ্ছি। তার চোখদুটো টকটকে লাল। তাকে দেখে বেশ আনন্দ হলো।

তাকে বলছি- হ্যাঁরে তুই কখন এলি? সে বলল- Season over হয়ে গেছে- আমার আর এলাহাবাদ যাওয়া হল না। এমনি ও কিন্তু চেঞ্জের জন্য মাঝে মাঝে এলাহাবাদ যেত।

ক্ষিতীশ ঃ — পূর্ণকে দেখা মানে সাধন শেষ হওয়া অর্থাৎ পূর্ণত্বলাভ।

জীবনকৃষ্ণ ঃ — কথামৃতে আছে না, ঐখানে খুঁটে মিলেছে। আর চোখদুটো লাল কেন?

ভোলানাথ ঃ — সূর্যমণ্ডলের কথা জানাচ্ছে।

জীবনকৃষ্ণ ঃ— হ্যাঁ। এর একটা মানে হয় যে ঈশোপনিষদ সত্য আর Season over হয়ে গেছে মানে?

ক্ষিতীশ ঃ— এলাহাবাদ যাওয়া হল না মানে আপনার দেহ যাবে না।

——————কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা- ১৫৭

## ২১৫. ধ্যানে দৈববাণী—Sir Humphry Davy—দু'বার

**৭/৭/১৯৫৮-**

রাত ১টা ২টা হবে, ধ্যানের মধ্যে হঠাৎ অপরিচিত একটা মুখ ভেসে উঠল। তারপর দৈববাণী হল- "Sir Humphry Davy." দুবার। ওরে দৈব এমন করায়। ঐ যে আজ Humphry Davy-র কথা পড়া হচ্ছে- Divine Truth must be made human truth to be appreciated by all. হয়ত ঐ জন্যই কাল Humphry Davy-কে দেখিয়েছে।



## ২১৬. স্বপ্ন—তলবকার উপনিষদ

**১১/৭/১৯৫৮-**

কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি (১১ জুলাই, ১৯৫৮) আমি যেন আলপুকুর থেকে উলুবেড়ে এসেছি। উলুবেড়েতে এসে দেখি সেখানে অনেকগুলো নদী। কেউ কারও সঙ্গে মিশছে না, সব parallel (সমান্তরালভাবে চলছে)। তার মধ্যে একটা নদীকে দেখিয়ে কে যেন বলছে- তলবকার, তলবকার। ....

আলপুকুর হচ্ছে স্বধাম। সেই স্বধাম থেকে অনেকটা নেমে এসে তবে উলুবেড়ে। সেইখানে তলবকার উপনিষদ। অর্থাৎ আমি যে এখন বেদ, উপনিষদ এইসব পড়ছি, আমাকে অনেকটা নেমে এসে তবে পড়তে হচ্ছে। তাই ওসব পড়তে বারণ করছে। দরকার নেই বাবা, আজই ওসব বিদায় করব। তলবকার উপনিষদ কেনোপনিষদের আর এক নাম।

——*জীবনসৈকতে*, পৃষ্ঠা- ৭৬

## ২১৭. Vision—গঙ্গাদেবী ও নবকে দর্শন

**২৮/৭/১৯৫৮-**

ঐ যে একাদশীর দিন (২৬/৭/৫৮) গঙ্গায় চান করে এসে এই ঘরে অনুভূতিতে গঙ্গাদেবীকে দেখলাম। এতে আমার মনে হচ্ছে আমার brain cell-এ এখনও scope রয়েছে। কিছুদিন ধরে নবকেও দেখছি। তবে অভয় ও আনন্দকে যেভাবে প্রায় সর্বক্ষণ দেখতাম একে ঠিক সেভাবে দেখিনা। কি জানি সূর্যমণ্ডলস্থ পরমব্রহ্ম- তারপরও কিছু থাকতে পারে। তবে যতদিন না হয়, কিছু বোঝবার যো নেই।

নব মানে new—নতুন। Brain-এ নতুন জিনিস ফুটবে।

## ২১৮. Vision-এ দেখে অপরের রূপে পরিবর্তিত হওয়া

**৩০/০৭/১৯৫৮-**

ঘরে যথারীতি কথামৃত পাঠ চলছে। এরই মধ্যে এক সময় দিলীপ ঘোষ আর বিনয় রায় পরস্পরের মধ্যে কীসব কথাবার্তা বলে চলেছেন সেটা লক্ষ্য

করে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর চোখ বন্ধ করতেই তাদের দুজনকে ভেতরে দেখতে পেয়ে বললেন, তোরা দুজনে অন্যমনস্ক হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিস, তাই আমি তোরা দুজন হয়ে কথামৃত শুনছিলাম।

ফিরে চোখ বন্ধ অবস্থায় শ্রোতাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন- এবার কার মুখ দেখছি, কেউ বল না রে? নিজেই বললেন, তড়িৎ-এর। তারপর আবার উপেনকে দেখলাম। আজকাল কিছুদিন ধরে শোবার আগে উপেনকে দেখতে দেখতে মানে উপেন হয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

একটু পরেই আবার শ্রীজীবনকৃষ্ণ চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন- কার দাড়িতে হাত দিচ্ছি জানিস? আনন্দ ঘোষ হয়ে গেছি। আর আনন্দের দাড়ি হয়েছে তাতে হাত বোলাচ্ছি। এই রকম করে দেখিয়ে কী বোঝাচ্ছে? জানি না কী হবে।

এই প্রসঙ্গে আগস্ট মাসে (১৯৫৮) একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, সাংখ্য বলেছে যে পরকায় প্রবেশন হয় না। সে এক ঋষিদের যুগে হতো এখন আর হয় না। শঙ্করাচার্যের জীবনে পরকায় প্রবেশনের এক গল্প আছে- শঙ্কর মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করে সব জেনে নিল, তারপর তর্কযুদ্ধে উভয় ভারতীকে হারিয়ে দিল। এ কিন্তু ঠিক নয়। যোগী কখনও পরকায় প্রবেশন করতে পারে না। পরকায় প্রবেশনের স্মৃতি তো যাবার নয়। সেই স্মৃতিটুকুও যোগী সহ্য করতে পারে না। আর দেখ একটু আগে আমি মুখ পুঁছলুম, দেখলুম অবলাকে। অবলার মুখ পুঁছলুম। একী বল দেখি? পরকায় প্রবেশন? না তার ঠিক উল্টো। অপরের মুখ আমার মধ্যে ভেসে উঠল। এ তো পরকায় প্রবেশন নয়।

পরে একসময় বলছেন, এত জোরে জোরে হাত দিয়ে মাথা ঘসছিলুম কেন জানিস? মাথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। মাথায় হাত দেব বলে জোরে জোরে ঘসছি কিন্তু মাথা আর পেলুম না। হ্যাঁরে মাথা খারাপ হল না তো? তোদের ব্যষ্টির সাধন মতে, আমার মতে আমার "আমি" বোধ ছিল না। আমি বোধ উঠে গিয়েছিল, তাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আমি রয়েছি অথচ আমার আমি বোধ নেই। কী অদ্ভুত বল দেখি!

দেখ না, সব সময় তোদের কাউকে না কাউকে দেখছি। তখন হাই তুললুম, ক্ষিতীশ হাই তুলল। এই মুখ পুঁছলুম, কালীর মুখ পুঁছলুম। চোখ বুজে বসে আছি, উমা তোকে দেখছি। কাল রাত্রে তোকে অনেকক্ষন ধরে দেখেছিলুম। এবার দেখছি ওটাকে (নারায়ণ নন্দী)। ও নামও বলে না, একটা কথাও কয়



না। কালী আবার তোকে দেখছি। Brain এ permanent stamp দিতে চাইছে যে আমিই সব হয়েছি। আমিই এই জগৎ হয়েছি। সেদিন ওখানে (বাড়ীর ভেতর কলতলার দিকে) মেনোর বড় ছেলের সঙ্গে কথা বলছি, অমনি সে হয়ে গেলুম। (ঠাট্টার সুরে) তাও যদি দেখতুম যে যাকে দেখলুম তাকে বশীকরণ করা গেল তা হলেও বুঝতুম! বলতুম, ওরে আড়াই সের.... হ্যাঁ, তাও না।

## ২১৯. স্বপ্ন—অনাকাঙ্খিত ব্যক্তি নয়, অমূল্য, পরে আনন্দ

**০৯/০৮/১৯৫৮-**

স্বপ্ন দেখছি—বাইরের দরজার কাছে একটা লোক পিছন ফিরে কী যেন করছে। তাই দেখে আমি বলছি- কে রে? সে তখন আমার দিকে মুখ ফেরাতে দেখি অমূল্য। আগে ওকে অমূল্য বলে চিনতে পারিনি। সে সময় তাকে undesired man বলে বোধ হচ্ছিল। তারপরই দেখলাম আনন্দ পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

## ২২০. স্বপ্ন—গোলাপীকে দর্শন

**১৬/৮/১৯৫৮-**

কাল দুপুরে (১৬/৮/৫৮) একটা স্বপ্ন দেখছি—একটা অতি উদ্ভট জায়গা। সেখানে আমি একটু খর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা ফাইল আসার কথা আছে। আমি তাতে একটা note লিখে দেব। ফাইলটা আসতে দেরী হচ্ছে। তাই মেজাজটা একটু খর। এমন সময় সেখানে একজন লোক গজিয়ে উঠল, অজানা অচেনা। তার পেছনে গোলাপী। তারই কাছে ছিল ফাইল। সেই যেন দেরী করছিল। আমি তো তাকে ছোঁব না। তাই গোলাপী ফাইলটা দিলে সেই লোকটাকে। সেই লোকটা আবার ফাইলটা দিলে আমাকে। আমি যে note লিখে দেব সেটাই যেন final। ফাইলটা নিলুম আর ঘুমও ভেঙে গেল।

গোলাপী যে বড়বাবুর রাঁড় (কথামৃত) অর্থাৎ মহামায়া, আমি তো তাকে ছোঁব না। তাই সে ফাইলটা দিলে সেই অজানা লোকটিকে অর্থাৎ ভগবানকে। সে আবার ফাইলটা দিলে আমাকে। আমার note-ই final হবে। স্বপ্নের কী মানে তোরা কেউ বলতে পারিস?

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা- ৮১

## ২২১. দৈববাণী—চিঠির মাধ্যমে ইংল্যান্ড যাওয়া

**১৯/৮/১৯৫৮-**

গত মঙ্গলবার দৈববানী হল—"তোকে শিগগীর ইংল্যান্ড যেতে হবে।" বুধবার সকালে কালীবাবুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলুম বাতাবি লেবু কিনতে। যেতে যেতে ভাবছিলুম—তাই তো, বিলেতে যেতে হবে! কি করে যাব? দুখানা গামছা আছে, একখানা পরা যাবে আর একখানা না হয় গায়ে দিয়ে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ "পাদমেকং ন গচ্ছামি" (এক পা-ও যাচ্ছি না)। ডক্টর আর্কাটের Pantheism সম্বন্ধে যে বই ক'দিন পড়া হচ্ছিল, নাথ (পরিতোষ নাথ) বললে সেই আর্কাট ইংল্যান্ডে এখনও বেঁচে আছেন। অমর বললে, ওরা নাকি তাঁর ছাত্র ছিল। ঠিক হল, এখানকার সম্বন্ধে ওঁকে চিঠি লেখা হবে।

এখানকার সম্বন্ধে চিঠি লেখা মানে একরকম আমারই যাওয়া হল।

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৮৬; ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা- ১২৩

## ২২২. দৈববাণী—"You are in perfectness"

**১৯/০৮/১৯৫৮-**

দৈববাণী হ'ল—"You are in perfectness"

## ২২৩. স্বপ্ন—অন্নপূর্ণা দর্শন

**১৩/৯/১৯৫৮-**

আজ ঘুম থেকে উঠছি আর দেখছি—জীবন্ত অন্নপূর্ণা মূর্তি।

## ২২৪. স্বপ্ন—পটে কালী দর্শন

**১৪/৯/১৯৫৮—**

গতরাত্রে স্বপ্নে—মা কালীকে একখানা পটে দেখলাম।



## ২২৫. সহস্রারে 'ব্যোম', ও 'খ্রৌং" শব্দ হল

**২৩/৯/১৯৫৮-**

সেদিন দুপুরে ঘুমুচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি যেন জগতব্যাপী শব্দ হচ্ছে—খ্রৌং খ্রৌং খ্রৌং। তারপর আমার চেতনা হচ্ছে, শুনছি আমার সহস্রারে ঐ শব্দ হচ্ছে। তারপর জেগে শুনছি- ব্যোম ব্যোম ব্যোম।

## ২২৬. অন্যের মুখ হয়ে যাওয়া

**২/১০/১৯৫৮**

(i) আজকাল মাঝে মাঝে ভক্তদের রূপ হয়ে যাই। সেদিন পায়খানায় বসে অনেক ভক্তের রূপ হয়ে গেলাম। শেষে গোপাল হলাম। গোপালকে এতদিন পরে দেখলাম।

—কদমতলার কথা— পৃষ্ঠা-৬২

(ii) এখন সমাধির ফলে আর একজনের মুখ হয়ে যাই। এর ফলও আমায় দেবে না। এর মধ্যে দিয়েও আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে ভগবানই এক এক রূপে রয়েছেন।

—বিনয় শতক।

## ২২৭. ট্রান্সে দর্শন—সতীশকে দেখা

**১০/১০/১৯৫৮-**

আজ সকালে সতীশ (দাস) কে দেখলাম ট্রান্সে। সতীশ মানে শিব। শিব তো ভিক্ষা করে খায়। আমাকে ভিক্ষা করে খাওয়াবে নাকি?

## ২২৮. দৈববাণী—এখন থেকে আমি দৈববাণী করব। পরে শুনছি—আমার দেহেতে অন্য যুক্ত হয়েছে

**৩/১১/১৯৫৮-**

গতরাত্রে দৈববাণী শুনছি— "এখন হতে আমিই দৈববাণী করব।"

গত নভেম্বরে (১৯৫৭ সালে) দৈববাণী শুনে বলতাম না lower self ওইসব বলে? এখন আর দৈববাণী শুনব না, আমি নিজেই দৈববাণী করব।

আবার শুনছি, " আমার দেহে অন্য যুক্ত হয়েছে।' অন্য যুক্ত হয়েছে মানে কী রে? আমি বেড়ে গেছি। Surplus body.

রোজ automatically আনন্দ আর অমরকে দেখতাম- আজ আর অমরকে দেখতে পাচ্ছি না- অমর যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ আমিই অমর হয়েছি।

——————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-৯১, ১৬৬

## ২২৯. স্বপ্ন—কল খুলে দিল

**২১/১১/১৯৫৮-**

দেখছি—মিস্ত্রি এসে কল খুলে দিয়ে গেছে; তখন কল দিয়ে জল পড়ছিল না।

কাল আবার দেখছিলাম—কলটাকে উঁচু করে দিয়েছে। আর তা থেকে একটু একটু জল পড়ছে। শক্ত একটা nut রেঞ্জ দিয়ে খুলল। খুলে বলছে- আপনার কল খুলে দিয়ে গেলাম।

এর অর্থ কী?

প্রফুল্ল ঃ জগতব্যাপী হবে।

## ২৩০. স্বপ্ন—মঠের সন্ন্যাসীরা মালা দিল

**২৩/১১/১৯৫৮-**

আমি বসে আছি। মঠের সন্ন্যাসীরা একটা ভালো বেল ফুলের মস্ত বড় মালাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার গলায় দিল।

কে কি ব্যাখ্যা দিবি?

বঙ্কিম ঃ বেলফুল- brain cell, মঠের সাধুদের এ জিনিস হবে তাই বোঝাচ্ছে।

জীবনকৃষ্ণ ঃ হ্যাঁ, তা হয়।



## ২৩১. স্বপ্ন—রাশিয়ার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারককে দর্শন

**২৫/১১/১৯৫৮-**

একদিন একজন রাশিয়ানকে দেখলাম। এমন হতে পারে যিনি রাশিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন উনি সেই ব্যক্তি।

## ২৩২. স্বপ্ন—আল্লা ও মহম্মদকে দর্শন

**১৯৫৮-**

আমি দূর থেকে দেখছি মহম্মদ আর আল্লা দাঁড়িয়ে আছে। মহম্মদ দাড়িওয়ালা। সামনে আল্লা, বিরাট শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে তার পিছনে। আমি কাছে যেতেই মহম্মদ ছোট অর্থাৎ বামন হয়ে গেল। আল্লা যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন অক্ষয়, অব্যয়! মহম্মদের গলায় দেখেছিলুম একটা খুব বড় লাল রুবি।

লাল রুবি হ'ল রজোগুনের চিহ্ন।

——————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭৪

## ২৩৩. স্বপ্ন—সমরকে দর্শন

**১৯৫৮-**

দুপুরে একটা স্বপ্ন দেখলাম। সে বলে আর দরকার নেই। শেষে কতকগুলো ছোট ছোট আম দেখলাম। মনে হল দূর! এ আবার কী দেখছি। ছোট ছোট আমই শুধু। তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল। ওই সময় যেই চোখ চেয়েছি সামনে অমনি সমরকে দেখলাম (ট্রান্সে)। সমর মানে তো যুদ্ধ ...

গালে হাত দিয়ে মুখে চোখে অদ্ভুত বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, তবে কি প্রলয় হবে? পরক্ষণে বললেন, তবে, আমাকে যারা দেখেছে তারা টিকে থাকবেই। ...

## ২৩৪. স্বপ্ন—এঁটো কলাপাতা, যেন খাওয়া হয়ে গেছে

**১৯৫৮-**

ঠাকুর লিখে খাওয়াতে বলেছিলেন। ১৯৪৯ এর এক অনুভূতি। 'ধর্ম ও অনুভূতি' তো লেখা হল। কিন্তু আমার খাওয়া হয়নি। গতকাল দেখলাম—এঁটো

কলাপাতা- যেন খাওয়া হয়ে গেছে। বুঝলাম এতদিনে আমার খাওয়া হয়েছে।

————*শ্রীভগবানের পাদছায়ায়*

## ২৩৫. স্বপ্ন—ট্রামে চড়ে যাওয়া

**১৮/১/১৯৫৯-**

স্বপ্নে ট্রামে চেপেছি। কেউ কোথাও নেই। এমনকি ড্রাইভার কন্ডাক্টর পর্যন্ত নেই। ভাবছি নামলেই সন্দেশ কিনে বাড়ী ফিরব- গাড়ী আর শেষ পর্যন্ত থামল না। আর সে কী speed-এ ছুটে চলেছে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল speed হবে। ...ওই অবস্থাতেই ঘুম ভাঙল।

## ২৩৬. দৈববাণী—ব্রহ্মত্বলাভ কিছুতে আটকায় না

**২১/১/১৯৫৯-**

আমাকে দৈববাণী করে বলেছে- "ওসব (আত্মিক স্ফুরণ) কিছুতে (বিবাহ প্রভৃতি) আটকায় না। আমি প্রাণান্তেও সেকথা কাউকেও বলি না। ভাবি যারা আছে তারা তবু so much the better.

## ২৩৭. স্বপ্ন—মেজরকে দর্শন (বাবা ও মা মুমূর্ষু)

**১১/২/১৯৫৯-**

গত রাত্রে স্বপ্নে দেখছি আমার বাবা মরছেন, মা-ও মরছেন। সেখানে একটি জার্মান মেজর (German Major ) রয়েছে। বিরাট লম্বা চওড়া দেহ তার। বাবা মরছেন আর আমি যেন সেই Major কে লক্ষ্য করে ব্যাকুল হয়ে বলছি He is father to me (উনি আমার বাবা)। বলতে বলতে বাবা মারা গেলেন। আবার মাকে দেখিয়ে ততখানিই ব্যাকুল হয়ে সেই Major-কে বলছি She is mother to me (উনি আমার মা)। মা যেন তখনও মরেনি, মুমূর্ষু অবস্থা। আমি তখন Major কে বলছি- If I require your assistance I will come to you (আপনার সাহায্য প্রয়োজন হলে আমি আপনার কাছে আসব)। Major যেন সহানুভূতি সহকারে বলল- Yes, certainly (অবশ্যই)।



ওরে দেখালো- আমার দেহ নেই, আত্মাও নেই—আমার Cosmic body (বৈশ্বিক দেহ)—তাই দেখিয়েছে।*

## ২৩৮. স্বপ্ন—বড়বাবুর রাঁড়

**২৫/৩/১৯৫৯-**

দুপুরে বড়বাবু আর তার রাঁড়কে (কথামৃত- ১/২/১৪) স্বপ্ন দেখছি। বড়বাবু বলছে- ও আমার বিবাহিত স্ত্রী নয়। ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম, ওঃ, ওকেই তো রাঁড় বলে।

## ২৩৯. ট্রান্সে দর্শন—বামুন নারকেল গাছের ডাব

**৩/৫/১৯৫৯-**

ট্রান্সে দেখছি—একটা বামুন নারকেল গাছ আর তাতে দুটো ডাব। বামুন নারকেল গাছের ডাব সাদা আর লালচে রঙের হয়।

ঠিক তার কিছুক্ষন পরেই জাহাঙ্গীর দুটি পার্সী ছেলেকে নিয়ে এল। তারা দুজনে Aryan ছিল।

## ২৪০. স্বপ্ন—সব ঋণ শোধ

**১৪/৬/১৯৫৯-**

আজ সকালে স্বপ্নে দর্শন হ'ল- একটা বড় হলঘর। সেই ঘরে আমি গেছি আমার জামাটা আনতে। কিন্তু জামাটা খুঁজে পেলুম না, ফিরে এলুম। তখন দৈববাণী হ'ল, "তোর সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে।" সে দৈববাণী আমিই আমাকে করেছি। আজকাল বাইরে থেকে কোন দৈববাণী তো হয় না।

————*জীবনসৈকতে*, পৃষ্ঠা- ১০৫, ১২২

---

*জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত। দেহে minimum দেহবোধ- খাওয়া ইত্যাদির জন্য। এমনকি কখনও বোধহয় তিনি খাচ্ছেন না অপর কেউ খাচ্ছে, মুখ মুছছে ইত্যাদি।

## ২৪১. স্বপ্ন—আমার বঁধুয়া আনবাড়ি যায়

**১৯/৬/১৯৫৯-**

আজ দুপুরে স্বপ্ন দেখছি- বিছানা গুটিয়ে, হোলডলের উপর বসে আছি- কোথায় যেন যাব। এমন সময় জিতু বাজারের থলি হাতে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উঠোন দিয়ে ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে গান গেয়ে বলছি-''আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়, আমার আঙিনা দিয়া।'' গান করছি আর আমি কাঁদছি।

## ২৪২. জাগ্রতে—অসীম হয়ে জল খাওয়া

**২৩/৭/১৯৫৯-**

জল খেতে গিয়ে দেখি—ওই অসীম ঠোঁট সুদ্ধ নিয়ে দিব্যি জল খেয়ে চলেছে (জাগ্রত অনুভূতিতে)। তা অসীমই তো জল খেল। অসীম মানে তো জগৎ। এ হল আত্মার নির্লিপ্ততা।

## ২৪৩. স্বপ্ন—রিটায়ার করব 4th June

**জুলাই, ১৯৫৯-**

স্বপ্নে দেখছি—আমি যেন রিটায়ার করেছি কি করবো, তাই ক্যালেন্ডারে তারিখ দেখেছিলুম যে 3rd কি 4th June হবে

——————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা-৯৬

## ২৪৪. ট্রান্সে দর্শন—প্রজাপতি দর্শন

**১৩/৯/১৯৫৯-**

গত একাদশীর দিন ট্রান্সে দেখছি—একটা প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রজাপতিটা হলুদ রঙের। স্বামীজির একখানা বই খুলে পড়তে পড়তে পেলাম—গুটি পোকা, সে গুটির মধ্যে থাকতেও পারে আবার সেটাকে কেটে বেরিয়েও পড়তে পারে। একে বলে জীবন্মুক্ত।



## ২৪৫. Vision-এ—সতীশকে দেখা

**১১/১২/১৯৫৯-**

সেদিন দেখছি সতীশকে। ওর চোখদুটো যেন বোজা ছিল। খুলে গেল। তারপর আমার ত্রিনেত্রের এখানটায় কি রকম টান পড়ল। সতীশকে জিজ্ঞেস করলুম ও কিছু দেখছিল কিনা। ও বললে, আপনাকে দেখছিলুম।

——————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১০

## ২৪৬. স্বপ্ন—Water Colour- এ লেখা ভবিষ্যৎ

**ডিসেম্বর, ১৯৫৯-**

স্বপ্নে দেখছি—একতাড়া সাদা কাগজ, তাতে যেন সব সই করা রয়েছে। একটাতে কেবল সই করা নেই। সেই কাগজখানা তুলে ধরে দেখি- water colour-এ সব আঁকা রয়েছে। এর মানে বলতে পারিস? সাদা কাগজ অর্থাৎ সহস্রার। সেখানে water colour এ সব আঁকা রয়েছে অর্থাৎ outline রয়েছে- সেগুলো ফুটবে।

————————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১০

## ২৪৭. স্বপ্ন—আমার মধ্যেই ভগবান

**২৭/১২/১৯৫৯-**

কাল রাত্রে (২৭/১২/৫৯) একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম— আমি যেন খুব ভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছি। এলো গা, পায়ে চটি, একজোড়া নতুন চটি। রাস্তাটা একটা মোড় ফিরতে আমি চটি জোড়াটা খুলে সেখানেই রেখে চলেছি। পথে তিনজন লোক দেখলুম। তারা যেন একটু দুষ্টু টাইপের লোক। তাদের মধ্যে একজনের যেন ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হয়েছে। আমি তাকে বললাম, দেখো, কিছু ভেবো না। ভগবানকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমার নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে তাকে বললুম, দেখো আমার মধ্যেই ভগবান।

আমি যে ভগবান তা তো আমি আগেই জানি। সেই যে অনাথবন্ধু অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা। তবে

একথা আবার বলবার দরকার কি?

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১৩

## ২৪৮. Vision—অশোককে দর্শন

**ডিসেম্বর, ১৯৫৯-**

আজ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে অশোককে দেখতে পাচ্ছিলাম। হাঁটতে কষ্ট হবার কথা তো, তাই অশোককে দেখিয়ে আমার পূর্ণত্ব জানালো।

## ২৪৯. স্বপ্ন—স্বপ্নাদেশে প্রচার নিষেধ

**১৯৫৯-**

আমি বিলেত আর রাশিয়ায় এই নিয়ে (তাঁকে অন্তরে দর্শন করে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ) চিঠি লেখালিখি করতে যাচ্ছিলাম। স্বপ্ন দিয়ে তা বন্ধ করে দিল।

আমি মনে করেছিলাম এ propaganda নয়। কিন্তু ভগবান ঠিক জানেন। অমনি স্বপ্ন দিয়ে বন্ধ করে দিল। ক্ষিতীশের ভাইকেও স্বপ্ন দিয়েছিল।

## ২৫০. স্বপ্ন—প্রকাশ চাবি দিয়ে গেল

**১৯৫৯-**

দেখছি—জানলা দিয়ে প্রকাশ বলে একজন একটা চাবি দিয়ে গেল।

মানে সত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

## ২৫১. দৈববাণী—আমার আনন্দ আছে—জীবনে একটা হয়েছে

**৯/১/১৯৬০-**

দুপুরে ঘুমোচ্ছি। স্বপ্নে দৈববাণী হল —"আমার আনন্দ আছে—জীবনে একটা হয়েছে।" হ্যাঁ, একটাই জীবনে হয়েছে—এই ভগবানত্ব। আরও কত কী আছে যেমন সদবিদ্যা, অমরত্ব, সর্বশক্তিমানত্ব।

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-১১৯



## ২৫২. জাগ্রতে—শূন্যম অবস্থা

**১০/১/১৯৬০-**

পড়া হচ্ছে 'শূন্যম' কী? শুনতে শুনতে জিতুকে দেখলুম। তারপরেই দেখলুম আনন্দকে। আমার চোখ মুছলুম না। আনন্দর চোখ মুছলুম। আজকাল এইরকমই হচ্ছে। খেতে, শুতে, বসতে কাউকে না কাউকে দেখছি। দেখাচ্ছে যে আমার অস্তিত্ব কিছু নেই। অপরের অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব। এই হচ্ছে শূন্যম—একেই বলে শূন্য।

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১১০

## ২৫৩. স্বপ্ন—অহং ব্রহ্মাস্মি

**১২/১/১৯৬০-**

আজ সকালে ঘুম ভাঙল এই বলতে বলতে- "অহং ব্রহ্মাস্মি।" আমার মাথার মধ্যে আমিই যেন কথাটা বললাম।----ঋষির এই কথা অতীতে ফোটেনি—একমাত্র এখানেই ফুটেছে।

*(ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা- ১৫; অমৃতজীবন, পৃষ্ঠা- ১২০; জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা- ১১৬)*

## ২৫৪. স্বপ্ন—"অসতো মা সদগময়" মন্ত্র রূপ ধারণ করলো

**১৯৬০ (আনুমানিক)-**

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।"

আমাকে রূপ ধারণ করে এই শ্লোকটা দেখিয়েছে। দেখছি—ফাঁকা জায়গা থেকে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম—"অসতো মা সদগময়"। সেই বাড়িটার একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে আদিত্য বলে একজন লোক সে তখন মারা গিয়েছিল, আমার হাত ধরে একতলা থেকে দোতলায় নিয়ে গেল—"তমসো মা জ্যোতির্গময়"। তারপর অমৃত বাবু বলে একজন লোককে দেখলাম। তিনি ছিলেন Deputy Inspector of Schools. তিনিও তখন মৃত। অমৃত বাবু আমার

হাত ধরে দোতলা থেকে তিনতলায় পার করে দিলেন — "মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়।" এইভাবে হাত ধরে ধরে একটার পর একটা দেখিয়েছে।*

——————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৫৯

## ২৫৫. দৈববাণী—আপনি আর কথা বলবেন না—You must go

**১৯/২/১৯৬০-**

আজ দুটি দৈববাণী হ'ল—প্রথম—"আপনি আর কথা বলবেন না।"
দ্বিতীয়—"You must go"

## ২৫৬. যোগনিদ্রায়—হাতি ও অমর-(ইচ্ছামৃত্যু সম্পর্কে প্রথম দর্শন)

**২১/৩/১৯৬০-**

আজ দুপুরে ধ্যানের পর যোগনিদ্রায় প্রথমে দেখলুম ফরসা কবরেজকে (শৈলেন্দ্রনাথ রায়কে), তারপর দেখলুম স্বামীজির ধ্যানমগ্ন মূর্তি। তারপর ভাবলুম কী হবে কতকগুলো রূপ দেখে? মনটাকে টেনে উপরে তুললুম। বেশ উঠেও গেল হু হু করে। বেশ ধ্যান হল। ধ্যান ভাঙ্গার পর আবার ঘুম এল। ঘুমে যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম। মনে হল এ যোগনিদ্রা। আবার কী দর্শন হবে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে রইলুম। দেখলুম—

একটা বিরাট হাতি। সেই হাতিটার দাবনার কাছে আমি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এল ফুড সাপ্লাইয়ের অমর। সে এসে হাতির গা টা ছুঁতে আমি ভাবছি- এই রে, এইবার তো অমরকে জড়াবে। হাতিটা তখন শুঁড়ে করে অমরকে জড়িয়ে ধরে শুঁড়টা উঁচু করে রইল। তখন মনে হল অমর কি রাজচক্রবর্তী হবে! তারপর ভাবলুম- না, তাহলে হাতিটা অমরকে তার

*অনিত্য জগৎ থেকে মন গুটিয়ে দেহের ভিতর নিত্য বস্তু (আত্মার) ঈশ্বরের দিকে আসা—অসৎ থেকে সৎ-এ আসা। তমসো মা জ্যোতির্গময়—ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তমভূমিতে (যেখানে পরমজ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দেখা যায়) মনের উত্তরণ।

মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়—সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব হয়ে চিন্ময়শরীরে মনুষ্যজাতির অন্তরে ফুটে ওঠা। আদিত্যবাবু সচ্চিদানন্দগুরুর এবং অমৃতবাবু আত্মার প্রতীক।



মাথার উপর বসাতো। তারপর ভাবলুম- আছাড় মারবে নাকি? কিন্তু না, তুলে ধরে থাকা অবস্থায় দর্শন মিলিয়ে গেল।

এ স্বপ্ন আমার সম্বন্ধেই বলেছে। বিকালে ওদেরকে এই দর্শনের কথা বলেছিলুম। ওরা বললে, আপনার অমরত্ব লাভ হয়েছে। তোরা কিছু মানে করতে পারিস*?

একজন বললেন- অমরত্ব আপনার ইচ্ছাধীন তাই দেখিয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ- ওরে তাই তো! বিরাট হাতি- জগতের মানুষের মন- সে মনে আমার অমরত্ব। আর এই অমরত্ব আমার ইচ্ছাধীন। রাজযোগের বিভূতিপাদেও ওই কথা লেখা আছে।**

*—জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১২৪; মুক্তাধারা, পৃষ্ঠা-৫৯; অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-১৩৭*

## ২৫৭. স্বপ্ন—নিজের মুখে আঙুল

**৩/৪/১৯৬০-**

১৯৫৭ তে অসীম মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল (কথা বন্ধ করতে), আর আজ নিজের মুখেই দুটো আঙুল দিয়ে রয়েছি। (এই বলে ডান হাতের তর্জনী এবং মধ্যমার আঙুল দুটি মুখের ওপর চাপা দিয়ে দেখালেন)। ডান দিকের আঙুলটা খুব prominent.

————বিনয় শতক

## ২৫৮. Vision—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ

**১৭/৪/১৯৬০-**

এখন (১৭/৪/১৯৬০) হাসছিলুম কেন জানিস? জল খেলুম আমি নই, আনন্দ জল খেলো; পেচ্ছাব গেলুম, দেখলুম আনন্দ পেচ্ছাব করলো। চান করতে আনন্দ, পাশ ফিরতে আনন্দ। আর কী আশ্চর্য, আমি আনন্দকে দেখব

*অনেকেই মানুষের মনে থাকেন, তবে স্মৃতি হয়ে। জীবনকৃষ্ণ থাকবেন সদা ক্রিয়াশীল এক চৈতন্যসত্তা হয়ে—যা চেতনার উত্তরণ ঘটাবে ক্রমাগত।

**স্বামীজির রাজযোগের বিভূতিপাদে লেখা আছে- যোগী পুরুষ অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে দেহত্যাগ করিতেও পারেন। অর্থাৎ হ্যাঁ, না—দুইয়ের উপরেই কর্তৃত্ব এল।

তাই একজন ছেলে জন্মাবে। তার নাম রাখবে আনন্দ। এ সব দৈব! একে দৈবী মানুষ বলে। ব্রহ্মের স্বরূপ আনন্দ কিনা! তাই আমি দেখছি জ্যান্ত আনন্দ — কী দৈব বল দিকিনি!

———*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১২৭; *কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা-১৯

## ২৫৯. Vision—মেনোর নাতনি হওয়া

**১৮/৪/১৯৬০-**

আজ তেল মাখতে যাব, মেনোর নাতনী ছুটতে ছুটতে তেলের বাটিটা নিয়ে এল। আমি তার হাত থেকে বাটিটা ধরতেই মেনোর নাতনি হয়ে গেলাম। এত লোককে দেখেছি, এমনকি রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে হঠাৎ তার দিকে নজর পড়তে আমি তাকে দেখতে লাগলুম। এরকম অবস্থাতেও কোন মেয়েছেলেকে দেখিনি। কিন্তু আজ প্রথম দেখলুম। হোক সে ছোট কিন্তু মেয়ে তো বটে।

জিনিসটা কি retard করছে? Cycle complete হয়ে গেছে, তাই যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে আসছে?

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১২৮

## ২৬০. ধ্যানে দর্শন—মা ঠাকরুন সবুজ শাড়ী পরে

**২৬/৪/১৯৬০-**

আজ দুপুরে ধ্যানে দেখলাম—মা ঠাকরুনকে। একটা সবুজ চেক/ ডুরে শাড়ী পরে আছেন।...

সবুজ কিসের প্রতীক? প্রাণের। কী রকম প্রাণ?- নবীন প্রাণের। প্রাণের অপর শব্দ?

আনন্দবাবু — জীবন।

কিছু সময় পর ঘরে আরও অনেকে এলে এই দর্শনটা বলার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন এর মানে কেউ বলতে পারিস?

জনৈক — আপনার নতুন জীবন লাভ হয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ—আমি এদের কাছে ঠিক এই ব্যাখ্যাই দিয়েছি।

—*জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৩০; কত কথা পড়ে মনে* পৃষ্ঠা-৬৯



## ২৬১. Vision—সবসময় কাউকে না কাউকে দেখা

**০৩/০৫/১৯৬০-**

ঘরে কথামৃত পাঠ চলছে। এরই এক ফাঁকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বাইরে থেকে একবার প্রস্রাব করে ফিরে এলেন। তারপর খাটে এসে বসে হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা, এই দেখ! গামছা দিয়ে মুখ পুঁছলুম, কার মুখ পুঁছলুম জানিস? জাহাঙ্গীরের।

কিছুক্ষন পর কয়েকবার চোখ রগড়ানোর পর আবার বললেন, এই দেখ চোখ রগড়ালুম, দেখি উমাপদর চোখ; এবারে এদিকে কালীর (রেল অফিসের) চোখ। আবার শুধু তাই নয়, কালী আবার ঠোঁট একটু ফাঁক করে হাসছে। তখন পেচ্ছাবে বসতে গিয়ে দেখি আনন্দ। তখন একটা কথা মনে পড়ল, তিনি আনন্দে সৃষ্টি করেন, আনন্দে পালন করেন আর আনন্দে সংহার করেন। কিন্তু যাই বলিনা কেন, একটা কথা বলতে পারি যে এসব আমার মাথার খেয়াল নয়।

—*কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা- ৭১; বিনয় শতক*, পৃষ্ঠা-১৯

## ২৬২. স্বপ্ন—'কর্ম কর' কবিতা ও ভবিষ্যৎ লেখা

**৫/৫/১৯৬০-**

স্বপ্ন দেখছি—একটা ফর্ম- তাতে আমার ভবিষ্যতে কী হবে লেখা কিন্তু পড়তে পারলাম না। অপরদিকে ছ'লাইন কবিতা- চার লাইন মনে আছে

কর্ম কর কর্ম কর
বর্ধিত যৌবন
সর্বদেশে বাংলাদেশে
আছে তোমার স্থান।

পরের দু'লাইন আর মনে নেই।

—*কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা-৭২

## ২৬৩. Vision—অশোককে দেখে নির্বাসনা

**১০/৫/১৯৬০-**

এই গামছা দিয়ে মুখ পুঁছলুম দেখলুম অশোককে। অশোকের মুখ পুঁছলুম। দেখাচ্ছে আমার এমন কিছু নেই যার জন্য শোক হতে পারে। একেই ওরা বলে নির্বাসনা।

——জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৩৫

## ২৬৪. স্বপ্ন—অবতারের চোখে কাপড় বাঁধা, নিজের মমি দেখা

**৪/৬/১৯৬০-**

ঠাকুর বলেছেন—অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে।

আমার দর্শন ভাব—আমি দেখছি- বাড়ীর দরজা জানলা সব খোলা। পরে বাড়ীর পাঁচিল। ঘরের থেকে দেখছি—জ্যোৎস্না প্লাবিত বিরাট মাঠ- অথচ আমার চোখে কাপড় বাঁধা। বাড়ির উঠোনে বেড়াচ্ছি—কিন্তু দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, দেওয়াল ভেদ করে বিরাট ময়দানের শেষ সীমা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। এরকম জ্যোৎস্নাও যেন কখনও দেখিনি- এত সুন্দর। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থাতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠে পড়লাম। তখন দেখি সূর্য কিরণ প্লাবিত মাঠ- ধূ ধূ করছে, কেউ কোথাও নেই। এখন আর চোখে কাপড় বাঁধা নেই। এরকম সূর্যকিরণও যেন কোথাও দেখিনি। মাঠ পার হয়েই দেখি Mummy. মনে হ'ল মমির মূর্তিটা আমার মূর্তি। দেখে ভয় হ'ল- কিরে বাবা। আমায়ও এরকম করে রাখবে নাকি? মরবার সময় আমার চেহারা কি ওইরকম বুড়ো হবে নাকি?... তারপরেই বড় রাস্তায় পড়লাম। Vision left me.

কাপড় বাঁধা অবস্থাতেও দেখতে পায়- প্রমাণ আমার দর্শন- আর দেখবে কী? যা সত্য। কী সত্য?—জগতের মানুষ আর আমি এক—এই সত্য!

—*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৪১, ২৪৪

## ২৬৫. ধ্যানে দর্শন—অসীম হাত পা ছুঁড়ছে

**০১/০৭/১৯৬০-**

আজ দুপুরে ধ্যানে দেখছি বড় অসীমকে। সে শুয়ে শুয়ে টানটান এদিক সেদিক হাত পা ছুঁড়ছে। সেবার (১৯৫৭) ছোট অসীম মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল আর আজ বড় অসীম শুধু ওইরকম করছে। এর মানে কী?

জনৈক—অসীমকে ছাড়াচ্ছে।

জীবনকৃষ্ণ—Thank you.

—বিনয় শতক,



## ২৬৬. ট্রান্সে দর্শন—নব কলেবর

**২৩/৭/১৯৬০-**

রাত্রে ট্রান্সে শুনছি—"নব কলেবর, নব কলেবর।"

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি সনাতন।

দুপুরে দেখছি অনেকগুলো নতুন চপ্পল ওই রকের (বাইরের) এক জায়গায় stack (গাদা) করে রাখা আছে।

—বিনয় শতক, পৃষ্ঠা- ২২০

## ২৬৭. স্বপ্ন—তারের বেড়া পেরনো

**৯/৮/১৯৬০-**

আজ সকালেই কি একটা স্বপ্ন দেখলুম। আগু পিছু কিছু মনে নেই, শুধু মনে পড়ছে যেন একটা তারের বেড়া দেওয়া আর আমি সেই বেড়ার ওধারে গিয়েছি।

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৪৯

## ২৬৮. ধ্যানে দর্শন—এক বোঁচকা কাপড় মাথায় এক মহিলা ঢুকল

**৯/৮/১৯৬০-**

আজ দুপুরে ধ্যানে দেখছি- একটা মেয়েছেলে ঘরে ঢুকল deep scarlet (টকটকে লাল) রং এর কাপড় পরা- একে আমি আগেও দেখেছি- তবে এবার যেন well balanced মনে হোল। লম্বা, ছিপছিপে। তার মাথায় এক বোঁচকা কাপড়। সেগুলোও scarlet রং এর কাপড়ে বাঁধা।.....

এর মানে কী বলতে পারিস? কাপড়- দেহ। অত দেহ মাথায়—সহস্রারে। জিনিসটা ফিরে এল আর কি! ওই বোঝা এল আমার মাথায়।

———*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৪৯

## ২৬৯. স্বপ্ন—অসংখ্য অবতার

১৪/৮/১৯৬০-

গতকাল স্বপ্নে দেখছি—বৌবাজারের মোড়ে এক জায়গায় একটা হিন্দুস্থানী মেয়েছেলে faint (অস্পষ্ট), সে একটা বজরায় করে কালোজাম বিক্রী করছে।
কালো কালো জাম- অসংখ্য অবতার। ঠাকুরের সময়ে গাছে ফলে থাকত, আর এখানে বাজারে বিক্রী হচ্ছে। আর আমি মেয়েছেলের কাছ থেকে তো ওই জাম কিনব না। তাই যেতে যেতে দূর থেকে দেখলাম।

## ২৭০. হাই তোলার সাথে সাথে কালীকে দেখা

১৭/৮/১৯৬০-

শ্রীজীবনকৃষ্ণ কিছুক্ষন আলোচনার পর হাই তুললেন। তারপর হঠাৎ বললেন, কী আশ্চর্য! এই হাই তুললুম, দেখলুম কালীকে। এর মানে কী বলতে পারিস? কী আশ্চর্য এর অর্থ। হাই তুললে জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়। তাই যে শক্তিটুকু ক্ষয় হোল আদ্যাশক্তি রূপধারন করে ফুটে উঠে সেই ক্ষয়টুকু পূরণ করে দিলেন। কী অদ্ভুত এই দেহ! কী অদ্ভুত এই যোগ! আচ্ছা এত লোক তো রয়েছে, কালীকেই কেন দেখলাম? আনন্দকে দেখলুম না কেন? আনন্দকে তো দেখা উচিৎ ছিল? আনন্দে তো সংহারও হয়। কিন্তু এ তো সংহার নয়। এ জীবনী শক্তির পূরণ। তাই আনন্দকে দেখলুম না। দেখলুম কালীকে।

—*কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা-১০২; জীবন সৈকতে,* পৃষ্ঠা-১৪৬

## ২৭১. জাগ্রতে—হিন্দুস্থানী হয়ে চান। ট্রান্সে—দিলীপ বলল, ফুটেছে

২৯/৮/১৯৬০-

আজ সকালে গঙ্গাস্নানে গেছলাম। জলে নেমে চান করছি—পাশে দেখি একজন হিন্দুস্থানী চান করছে। আমিও ডুব দিচ্ছি- সে-ও ডুব দিচ্ছে। পরে দেখি সে নেই আমিই আছি—আর আমি সেই হিন্দুস্থানী হয়েই ডুব দিচ্ছি। উঠে এলাম ঘাটের উপর।



একজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে ২/৪ টা কথা কইলাম। দেখি আমি সেই ভদ্রলোক হয়ে গেছি।
দুপুরে খেয়ে একটু শুয়েছি। ট্রান্সে দেখি দিলীপ (ঘোষ) বলছে- আমি জানি কী হয়েছে—বলবো ? আমি বললাম, কী বল! দিলীপ বলছে- ফুটেছে। আমার ট্রান্সেই মনে হলো- ওঃ! আমার আত্মিকে যা ফুটেছে জগতের মানুষের আত্মিক সেইভাবে পরিচালিত হবে আপনা হতে। আমি বুঝলাম এইটাই ফুটেছে।

———*অমৃত জীবন,* পৃষ্ঠা-১৫৭

## ২৭২. Vision—অখণ্ডানন্দকে দর্শন

০৩/০৯/১৯৬০-

এই দেখ, আমি এখন অখন্ডানন্দকে দেখছি। দেখ কী আশ্চর্য! আমি তাকে চিন্তাও করিনি, ভাবিনি যে তাকে দেখব। আপনা হতে সে ফুটে উঠল। কাল থেকে অখন্ডানন্দকে দেখছি।
পরিতোষ নাথ— আপনি যে এতদিন আনন্দকে দেখতেন সেই আনন্দই এখন অখন্ডানন্দ হয়েছে।

## ২৭৩. জাগ্রতে—একজনকে আর একজন বলে দেখা, বারবার

৮/১/১৯৬০-

ভারী একটা অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে। বাইরে গেলুম পেচ্ছাব করতে, প্রভাত এল কিন্তু দেখলাম ভবানীকে। বললুম, যা ঘরে গিয়ে বস। এখন দেখছি যে প্রভাত। তাইতো ঘরে এসে ভবানীকে খুঁজছিলুম। একটু আগে চিত্তকে বলতে যাব কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি'না, ওমা চিত্তকে না দেখে দেখলুম রাধুকে। এখন এই তোদেরকে দেখা কী রকম cross করছে।

———*কত কথা পড়ে মনে,* পৃষ্ঠা- ১০৯

## ২৭৪. স্বপ্ন—একঝাঁক ফড়িং-এর মুক্তি প্রদান

**১৫/৯/১৯৬০-**

আজ দুপুরে স্বপ্ন দেখছি—আমার ডান হাতটা খুব জোরে বারকয়েক ছুঁড়লাম। আর সেই ঝাঁকুনির সাথে সাথে হাতের ভিতর থেকে এক ঝাঁক ফড়িং আকাশে উড়ে গেল। দেখি ফড়িংগুলোর গতিও যেদিকে হাত ছুঁড়লুম সেই দিকেই। সেই ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও ভেঙে গেল।

ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং—জগদাত্মার প্রতীক। মুক্ত করে দিলাম।... না, আমিই মুক্ত হলাম। আমি না মুক্ত হলে কেউই মুক্ত হবে না।

———*জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা- ১৪৭; অমৃত জীবন,* পৃষ্ঠা-১৫৯

## ২৭৫. স্বপ্ন—হনুমানকে মেরে ফেলা

**১৭/৯/১৯৬০-**

ভোরে স্বপ্ন দেখছি—ঘরে অনেক লোক বসে আছে। এমন সময় সমর ঘরে এসে বলল যে তার হনুমানটাকে সকলে মেরে ফেলেছে। হনুমানকে দেখা মানে দাসভাবে সিদ্ধ হওয়া। সকলে মেরে ফেলেছে অর্থাৎ দ্বৈতবাদ আমরা সকলে নাশ করেছি। আর সমর অর্থাৎ সংগ্রাম—আমাদের এই সংগ্রামে জয় হবে।

———*কত কথা পড়ে মনে,* পৃষ্ঠা- ১১১

## ২৭৬. দৈববাণী—Calcutta bell cribbling

**১৭/৯/১৯৬০-**

দুপুরে ট্রান্সে দৈববাণী হল- "Calcutta bell cribbling"

Cribbling মানে ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা, শুদ্ধ করা। bell মানে ঘন্টা, চার্চের ঘণ্টাও বোঝায়। চার্চ মানে মন্দির—এই Religion & Realisation গ্রন্থের Foreward অংশটি প্রকাশ হলে কলকাতার লোকের দেহ শুদ্ধ হবে। আমাকে বলছে মানে আমার থেকেই হবে আর mass scale-এ হবে।*

———জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৫১; অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-১৬০

---

*রামকৃষ্ণ পঞ্চবটী থেকে ফিরছেন- দেখছেন একজায়গায় অনেক লোক ছটফট করছে- মা বললেন, এরা কলকাতার লোক, মুক্তি চাইছে।



## ২৭৭. স্বপ্ন—অপরের দেহের মধ্যে ক্রিয়া

**২৫/৯/১৯৬০-**

স্বপ্ন—আমি খাটে মশারীর মধ্যে বসে আছি। বাইরের রকে সুশীলবাবু বসে আছেন। সুশীলবাবুর সঙ্গে কথা বলছি। ... এর মানে সুশীলবাবুকে বোধহয় আমার organ (যন্ত্র) করবে। হ্যাঁ, কারন এই স্বপ্নের এই মানে হয়। আমি এখন বাইরে থেকে vague (অস্পষ্ট) হয়ে গেছি।

## ২৭৮. স্বপ্ন—নতুন জামা চাইছি

**২৮/৯/১৯৬০-**

আমি দেখছি—আমার সামনে জগতের মানুষ। আমি তাদের কাছে দাবি করছি—আমার নতুন জামা, নতুন কাপড় নতুন জুতো দে। জগতের সঙ্গে যেন ফাটাফাটি করছি। এর ব্যাখ্যা দিতে পারিস?

এ জগতে নতুন কিছু একটা ফুটতে চাইছে যা তোদের বেদ বেদান্ত পর্যন্ত কল্পনাও করতে পারেনি।

________*অমৃত জীবন,* পৃষ্ঠা-১৬৭

## ২৭৯. দৈববাণী—অনুভূতিই ধর্ম, সকলেরই বিশ্বাস, একজন ছাড়া

**১৩/১০/১৯৬০-**

দৈববাণী হ'ল—'অনুভূতিই হচ্ছে ধর্ম।'

কিছুক্ষন পর আবার শুনলাম, "সকলেরই বিশ্বাস- একজন ছাড়া।"

আমাকে দেখে যারা একজনে পরিবর্তিত হচ্ছে তারা ছাড়া আর সকলেরই ধর্ম বিশ্বাসের ওপর নির্ভর। আমাদের হচ্ছে প্রত্যক্ষ—বাস্তব। বিশ্বাস ধর্ম নয় বাবা।

________*অমৃত জীবন,* পৃষ্ঠা-১৬৯

## ২৮০. স্বপ্ন—দুটি লাল রুবি দিল

**২০/১০/১৯৬০-**

দেখছি—একটা বড় সিন্দুক। একটা lower class মারাঠি type-এর লোক মাথায় একদিক দিয়ে পাগড়ী মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পরা—এসে সিন্দুকের ডালাদুটো খুলে ফেলল। সিন্দুকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সে দুটো বড় লাল Ruby আমার হাতে দিল। আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ধীরেন—দুটি জিনিস জগতে প্রকাশ পাবে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ—হ্যাঁ! ফুটেছে ব্যষ্টি আর সমষ্টি।

________*জীবনসৈকতে*, পৃষ্ঠা-২২৯

## ২৮১. জাগ্রতে—চামুণ্ডা দর্শন

**৬/১১/১৯৬০-**

পরশু রাত্রে (৬/১১/৬০) শোবার পর দৈববাণী শুনলাম—"এ হচ্ছে স্বভাবসিদ্ধ বস্তু।" তারপর পাশ ফিরে শুলাম—বিরাট একটা শব্দ হল। বুঝলাম আমার মাথার ভিতরে এই শব্দ হল। এবার চিৎ হয়ে শুলাম —দেখলাম এক ভীষণা নারী মূর্তি phantas magorial figure(উদ্ভট বিভিষীকাময় মূর্তি)। নীল জলের উপর জ্যোৎস্না পরলে যেমন হয় সেই রকম গায়ের রং, ঠিক চীনে সোনার রং। তার বিরাট মুখ। মুখটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে ঠোঁট চেপে অনেকক্ষন ধরে অট্ট অট্ট হাসি। এত বড় বড় দাঁত। দাঁতের ফাঁকে এত বড় জিভ। তালুটা আকাশের মত আর মুখের ভিতর আগুন জ্বলছে। ভয় হল কি জানি আমার দেহ ফাটিয়ে দেবে নাকি? বিচলিত হয়ে পড়লাম। এরকম বিচলিত আমি বড় একটা হইনি কখনও। পরে ওই বিরাট মূর্তি আমার দেহে ঢুকে গেল। পরে সহস্রারে মন তুলে চারিদিক ঘোরাতে লাগলাম। যতই ঘুরি শুধু জ্যোতি দর্শন হতে লাগল। দেখলাম জ্যোতির পরিমণ্ডল। কোন fathom করতে পারলাম না। সমাধি হতে লাগল। তখন নিজেকেই আমি বলছি, 'যা, চলে যা।'

চণ্ডীতে শিবদূতীর কথা আছে। রক্তবীজ নাশের সময় চামুণ্ডা একবার অট্টহাসি হেসেছিলেন আর শুম্ভ নিশুম্ভ বধের সময় অট্ট অট্ট হাসি হেসেছিলেন। আদ্যাশক্তি শিবকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন তাই আদ্যাশক্তির নাম শিবদূতী।

শিবদূত মানে একত্বলাভ হবে। দ্বৈত থাকবে না। নিশুম্ভ মানে বহুত্ব নাশ হবে।

চামুণ্ডা করছে কী? অস্ত্রশস্ত্র খেয়ে ফেলে অসুর নাশ করছে। অসৎ খেয়ে ফেলছে—শান্তি প্রতিষ্ঠা করছে। সুর, অসুর—ভালমন্দ সব আমার ভেতরে পেয়েছি। চামুণ্ডা মূর্তি দর্শন ধ্বংসের আভাস দেয় না—এ হল শান্তির দূত। Dream goes by contrary ঠাকুর স্বপ্ন দেখলেন "শেষ অবস্থায় পায়েস খেয়ে থাকতে হবে"—থাকলেন সুজির পুলটিস খেয়ে।

—*ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা-৬৫; অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-১৮৮

## ২৮২. ট্রান্সে দর্শন—আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি

**৮/১১/১৯৬০-**

আজ বেলা ১১-৪০ মিনিটে ট্রান্সে দেখলাম, কাকে যেন বলছি "আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।" ঐ চামুণ্ডাকেই ছেড়ে দিয়েছি। আমারই তেজ যা ভেতরে ছিল তাকেই আমি জগতে ছেড়ে দিয়েছি—এই তেজই আবার জগতে ক্রিয়াশীল হবে।

এই চামুণ্ডা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু অশুভ তা নাশ হয়ে গেল। এতে জগতের প্রকৃত কল্যাণ হবে। আরে এ যে মঙ্গলচণ্ডী যাকে তোরা সুবচনী (শুভসূচনা) বলিস রে।

—*ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা-৬৭, "অশোকের দিনলিপি", মাণিক্য-৫৪*, পৃষ্ঠা-২৩৯

## ২৮৩. স্বপ্ন—শৈলকে দর্শন

**১২/১১/১৯৬০-**

শনিবার (১২/১১/১৯৬০) যে এমন ব্যাপার হয়ে গেল, সেদিন ভোর রাত্রে কাকে দেখে ঘুম ভেঙে গেল জানিস? ওই যে রে শৈল! এর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা আছে। শৈল মানে কী?- পাহাড়। অর্থাৎ কঠিন, নির্দয়। সেদিন এইরকম ব্যাপার হবে বলে সকাল থেকে শরীরটাকে কঠিন কঠোর করে রেখেছিল।

ঘটনাটা ছিল এইরকম—এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক এসেছিলেন। নিজে জীবনকৃষ্ণের

ঘরে ঢুকে আলোচনা শুনতে লাগলেন আর স্ত্রীটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। জীবনকৃষ্ণ সুশীলবাবুকে বললেন, বাইরে এক মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাকে চলে যেতে বলুন। সুশীলবাবু গিয়ে বলে এলেন। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের চোখের অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশী রায়মশায়ের বাড়ীর মেয়েরা স্ত্রীলোকটিকে তাদের বাড়ী নিয়ে গেছেন। একথা শুনে জীবনকৃষ্ণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমার সারা জীবনের সাধনা আপনাদের দিয়েছি। ঠাকুর ঠিকই বলেছেন—সংসারীদের ছায়া মাড়াতে নেই। যান, চলে যান সব ঘর থেকে। উঠুন, চলে যান। বলে ঘর বন্ধ করে দিলেন।

## ২৮৪. স্বপ্ন—মাঝের বড় কৈ খেতে পাব

**২৩/১১/১৯৬০**

স্বপ্ন দেখলাম একজনের হাতে তিনটে কই মাছ—দুদিকে দুটো খুব বড় বড়, মাঝখানেরটা আরও বড় প্রায় ৮/১০ ইঞ্চি লম্বা। আমি যেন হয় পাশের দুটো, নয় মাঝখানেরটা খেতে পাব। আমি মাঝের বড়টাই পছন্দ করলাম।

*——বাণীচয়ণ, ক্ষিতিশ রায়চৌধুরী।*

## ২৮৫. জাগ্রতে—জ্ঞাতসারে জগৎ নিয়ন্ত্রণ

**২৪/১১/১৯৬০-**

আজ একসময় দুটো হাত এমনি করে তুললুম — দেখলুম, ঘরসুদ্ধ লোক হাত তুলছে...।

বুঝলাম—আমি যা করব (আত্মিক জীবনে) জগৎ তাই করবে এবং হয়ত তা আমি জানতেও পারব ।

*—অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-১৯৪; ক্ষিতীশবাবু কর্তৃক বাণীচয়ন*

## ২৮৬. দৈববাণী—"এখনও অনেক দূর যেতে হবে?"

**নভেম্বর, ১৯৬০-**

দৈববাণী হল — "এখনও কি অনেকদূর যেতে হবে? উত্তর হল, না। এখানেই শেষ।" কী এর অর্থ বোঝা গেল না।

*—ক্ষিতীশবাবু কর্তৃক বাণীচয়ন*



## ২৮৭. স্বপ্ন—দুটি পায়রা দর্শন

**১১/১২/১৯৬০-**

স্বপ্ন দেখছি—দুটো পায়রা তরতর করে আকাশে উঠে গেল, তারপর তাদের একটা শ্বেতপাথরের মত fixed হয়ে গেল। অন্যটা সেটাকে circle করে ঘুরতে লাগল।

## ২৮৮. স্বপ্ন—নারায়ণ এলো—খাটে বসলো শ্রীকান্ত

**১৫/১২/১৯৬০-**

স্বপ্নে দেখলাম—নারায়ণ নামে এক ভদ্রলোক এসে দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন। আমি গিয়ে খুলে দিলাম। উনি যখন এসে খাটে বসলেন, তখন দেখি উনি শ্রীকান্তবাবু।

*—ক্ষিতীশবাবু কর্তৃক বাণীচয়ন*

## ২৮৯. Vision—রাধুর মধ্যে ভগবান দর্শন

**২২/১২/১৯৬০-**

আজ একটা নতুন জিনিস দেখলুম। চোখ বুজে বসে আছি—রাধুকে দেখলুম (শ্রী রাধাচরন মিত্র) আর রাধুর মধ্যে ভগবান দর্শন হল।* এরকম তো কখনও হয়নি। দেখালে রাধু একরূপে সেই ভগবান।

———জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৬৯

*এখানে ভগবান দর্শন মানে স্বরূপ দেখা—নিজেকে দেখা।

## ২৯০. ধ্যানে দর্শন—ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা

**ডিসেম্বর, ১৯৬০-**

গভীর ধ্যানে দেখছি—আমি সহস্রার ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছি। দেখছি একটা ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা ফুল এমনি করে রয়েছে (আঙুল দিয়ে দেখালেন)। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি বটে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আর তারই ভিতর দিয়ে যেন জ্বলন্ত জ্যোতি বেরুচ্ছে। গভীর ধ্যানে এই অনুভূতি হয়েছিল।

*—ঋতম বদিষ্যামি পৃষ্ঠা- ৭৪; জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১২৭*

## ২৯১. দৈববাণী—আরো দুটি জিনিস হবে

**১৯৬০-**

আমার দৈববানী আছে ‘‘আরো দুটো জিনিস হবে।”

———*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ৪৫

## ২৯২. স্বপ্ন—আরশোলা দেখা

**১৯৬০-**

সেটা ১৯৬০ সাল। একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন-—তাঁর সহস্রারে একটা আরশোলা রয়েছে। উনি দর্শনটি বললেন কিন্তু কোন ব্যাখ্যা দিলেন না।*

## ২৯৩. স্বপ্ন—তোর জাত নেই

**১৯৬০-**

আমি হিন্দু নই। আমার জাত নেই। একদিন স্বপ্নে আমি আমাকে বলছি—‘‘তোর জাত নেই।” যেদিন তোরা আমায় দেখেছিস সেদিন থেকে তোদেরও জাত গিয়েছে।

---

*আরশোলা প্রাচীনতম গুটিকয়েক প্রাণীর মধ্যে অন্যতম। তবে আরশোলাই একমাত্র প্রাণী যা অবিকৃতভাবে টিকে আছে। তাই তা চিরন্তন জীবনের প্রতীক। এই দর্শনে বোধহয় এই সত্যই জানাচ্ছে যে মানুষের অন্তরে জীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপ দর্শন চিরকাল চলতে থাকবে।



## ২৯৪. স্বপ্ন—ও আম খাব না, মাটিতে দেওয়া ভাত খাব না

**১৬/১/১৯৬১-**

স্বপ্ন দেখলাম—একরকম একটা আম আমাকে খেতে দিয়েছে। আমি বলছি ও আম আমি খাব না।

আরও একটা স্বপ্নে আমাকে মাটিতে ভাত খেতে দিয়েছে। আমি বলছি, মাটিতে দেওয়া ভাত আমি খাব না।

## ২৯৫. দৈববাণী—নিচে নেমে রইলে; পরে হনুমান দর্শন

**২৮/১/১৯৬১-**

গত রাত্রে একটা দৈববাণী হল—‘‘তুমি ওপরে থেকে নিচে নেমে রইলে।” আর সে সময় একটা হনুমান আবছা রকম দেখা গেল।

## ২৯৬. একাদশীর ফল

**১৯৬১-**

আমি তখন নির্জলা একাদশী করতাম। আমার এই নির্জলা একাদশীর ফল কী দেখালে জানলি? এই এতটুকু আম, তার ছালটাও ইয়া পুরু, শাঁসটা—তা এতটুকু। আমি দাঁত দিয়ে ছালটাকে কেটে এমনি ক’রে যেই জিভ দিয়েছি, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমাকে খেতেও দিলে না।

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ২১২

## ২৯৭. স্বপ্ন—হাতে ধরা চক্র এখন মাথায়

১৮/২/১৯৬১-

হাতে যে চক্র পেয়েছিলাম (বহু আগের স্বপ্ন) সেটা এখন মাথায় এসেছে। এতদিন তোদের বলিনি। আজ বলি শোন, সহস্রারে মস্ত বড় একটা চক্র দেখলাম। শাস্ত্রকাররা বলে পঞ্চকোষ কিন্তু বিজ্ঞানময় কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আর আনন্দময় কোষও দুটো আছে।

## ২৯৮. ধ্যানে দর্শন—তিমি মাছের দেশে যাওয়া

**২/৩/১৯৬১-**

গতকাল দুপুরে, ধ্যানে দেখছি—তিমি মাছের দেশে চলে গেছি।

## ২৯৯. জাগ্রতে—তুবড়ির ফুলকাটা

**১৮/৩/১৯৬১-**

রাত্রে শুনছি বাস চলার মতো আওয়াজ, অনেকক্ষণ ধরে। ভাবলুম বুঝি বাইরে হচ্ছে, তারপর বুঝলাম—না, আমার ভেতরেই হচ্ছে। তারপর দেখলুম তুবড়ির ফুলকাটা। কত রকম ফুল কাটতে লাগলো।

এই যে সকলকে ভেতরে দেখি এ জিনিসটা বন্ধ হয়ে যাবে; আবার নতুন জিনিস হবে। তা না হলে যে একটা জিনিসেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭০

## ৩০০. ধ্যানে দর্শন—জিতু অস্তিনে কিছু গুটিয়ে রাখছে

**২১/০৩/১৯৬১-**

দুপুরে ধ্যানে দর্শন হচ্ছে জিতুকে (জিতেন চ্যাটার্জী)। রং আরও উজ্জ্বল, ধবধবে সাদা জামাকাপড় পরা—কি যেন আস্তিনে গুটিয়ে রাখছে।

## ৩০১. স্বপ্ন—লেখায় ঘি ঢালা

**২৯/৪/১৯৬১-**

স্বপ্ন দেখছি—আমি লিখছি আর তার ওপর একজন এক বাটি ঘি ঢাললো। মানে লেখাতেই লোকের চৈতন্য হবে। (পরবর্তীকালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে ওনার লেখা গ্রন্থ ‘‘ধর্ম ও অনুভূতি’’।)

## ৩০২. জাগ্রতে—সকলকে ভিতরে দেখা

**২২/৫/১৯৬১-**

জীব শিবে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিব কথাটি উচ্চারণ মাত্র গভীর সমাধিতে



ডুবে গেলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে বললেন, বুঝলি কিছু? এতক্ষণ কী দেখছিলাম জানিস? তোদের সকলকে আমার মধ্যে। তখন আমি কে?

——অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-২৩৯

## ৩০৩. ট্রান্সে দর্শন—মশারিতে কুকুর বাঁধা

**১৩/৬/১৯৬১-**

আজ trance-এ দেখছি—একটা healthy, matured young chocolate colour-এর কুকুরের গলায় একটা নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। তারপর ভাবছি কুকুরটা তো আমার মশারীর সঙ্গে বাঁধা রয়েছে—ওটা তো এখনই চলে যাবে আর আমার মশারিটাও টেনে নিয়ে যাবে।

তিন রকম ব্যাখ্যা আছে—

১) প্রবর্তকের মানে—যদি কেউ কুকুর বাঁধতে পারে তাহলে তাঁর মশারি টেনে নিয়ে যাবে অর্থাৎ দেহেতে তার আত্মার সাক্ষাৎকার হতে পারে। ঢাকা খুলে যেতে পারে।

২) ব্যষ্টিতে—ধর্ম স্বেচ্ছায় আমাকে ধরা দিয়েছে আর আমার-ই কন্ট্রোলে আছে।

৩) জগৎব্যাপীত্বের প্রতিষ্ঠা হবে।

—*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৪০

## ৩০৪. দৈববাণী—ISIA

**১৪/৬/১৯৬১-**

আজ একটা দৈববাণী শুনলাম— ‘‘ISIA’’ বানান করে করে বারেবারে বললো যাতে আমার কথাটা মনে থাকে।

Chambers’ Dictionary তে পেলাম ISIAC, মানে দেখলাম- Egyptian Gods and Goddesses. তারপর লেখা See ISIS. ISIS মানে The creator of Pantheism. They introduced civilization. এখানে যা হয়েছে (বহুত্বে একত্ব) তাই-ই ধর্ম—এই-ই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

——অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-২৪০

## ৩০৫. ধ্যানে দর্শন—নবকে (নবকুমার দত্ত) দেখা

**১৯/০৬/১৯৬১-**

কাল (১৯/৬/১৯৬১) তোদের যে ধ্যানে অনুভূতির কথা বলেছিলাম না, সেটা বলেই ফেলি—নবকে (নবকুমার দত্ত) দেখলাম। নব নির্গুন থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, আর বেশ সুন্দর চিতল চেহারা। কাল বলছিলাম না আগম নিগমের দৈববাণীর কথা—হ্যাঁরে, আগমে দৈববাণী ভুল হয় আর নিগমে দৈববাণী সত্য হয়।*

———*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ১২৪

## ৩০৬. দৈববাণী—"এখন এইটাই দেখনা!"

**২০/৬/১৯৬১-**

দেখ আজ একটা দৈববাণী পেয়েছি। বলছে, "এখন এইটাই দেখনা"।

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-১২৪

## ৩০৭. স্বপ্ন—শুদ্ধাত্মা (সাদা গ্লাসে পরিষ্কার জল)

**১/৭/১৯৬১-**

আজ ধ্যানে দেখলাম—যে গ্লাসে জল খাই (কলাই করা) সেই গ্লাসটার দেড় গুণ বড় একটা গ্লাসের কানা অবধি (full to the brim) একেবারে পরিষ্কার জল। গ্লাসটা খুব সাদা ঠিক যেন আমার ঠোঁটের কাছে ধরা রয়েছে।

Full to the brim (কানায় কানায় পূর্ণ) মানে আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। এরপর সরে দাঁড়াতে হবে। আর ওই সাদা দেখিয়ে হয়তো জানিয়েছে শুদ্ধাত্মা হয়েছি, এইসব (বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন) শেষ।

*জীবনকৃষ্ণ—দেখ তোদের আমি বলেছি বোধহয় মনে আছে যে সুষুপ্তিতে যাবার আগেও যেমন স্বপ্ন হয় তেমনি আবার সুষুপ্তি থেকে ফেরার সময়ও স্বপ্ন হয়। সুষুপ্তি থেকে ফেরার সময় যে স্বপ্ন হয় তা সত্য হয়। এখানে সুষুপ্তি মানে নির্গুণ। ঋতম বদিষ্যামি পৃষ্ঠা-১২৩



## ৩০৮. তূরীয়—ডাকিনী মূর্তি বা কমলামূর্তি দর্শন

**১১/৭/১৯৬১-**

দেখছি—আমি যেন কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর দেখছি দূরে একটা যেন মাটির বাড়ি। সেটা যেন পল্লীগ্রামের বাড়ি আর আমি যেন দূর থেকেই সেই বাড়িটার দরজায় গুমগুম করে ধাক্কা মারছি। আমার হয়ে কেউ যেন ধাক্কা দিচ্ছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমিই ধাক্কা দিচ্ছি (আমার ভিতরের কোন বিরাট পুরুষ, Universal ego—বিশ্বব্যাপী আমি)। আর দেখ, দূর থেকেই যেন আরও ২/৩ জন মেয়েছেলের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দরজার কাছ বরাবর গেছি এমন সময় এক অপূর্ব নারীমূর্তি সেই কারুকার্য খচিত দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ালো, দাঁড়ালো মানে রাস্তা আটকে নয় আমার passage-টা করে দিয়েই, যেন আমি ঘরে ঢুকতে পারি। দরজাটা একটা পল্লীগ্রামের দরজার মতো। কিন্তু দেখ, মেনোর (তাঁর মাসতুতো ভাই শ্রীমানিক লাল বসু) দেশের দরজার মত নয়। সে দরজায় যেন কী সব লতাপাতা আঁকা আছে। সেই নারীর কী অপূর্ব, স্নিগ্ধ, অপরূপ রূপ, তার চোখ দুটো যেন ইয়া বড় বড়—বিশালাক্ষী, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কি স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি—চোখদুটো ডান দিক থেকে বাঁদিকে কি সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে নিলে। দৃষ্টিতে আমাকে লেহন করলে—অর্থাৎ এতদিনে মায়ার রহস্য ভেদ হলো—মনুষ্যজাতি আর আমি এক। কি তার অপূর্ব স্নিগ্ধ কমনীয় রূপ—নীলাভ গায়ের রং, কাপড়ও ঈষৎ নীলাভ, সাদাসিধে কাপড়, সাজগোজ নেই। দেখ, আমি ছবি বুঝি, কী ম্যাডোনার ছবি! সে ছবি কামজ, ভেনাসেরও তাই। ম্যাডোনার ছবিতে কমনীয়তা আছে বটে, তা হলেও সে ছবি কামজ। আর এই যে আমি কমলা মূর্তি দেখলাম, এ যে কী কমনীয় আর স্নিগ্ধতায় ভরা তা আর কী বলব! দেখ, তন্ত্রে একেই বলেছে Keeper of Door–দ্বাররক্ষক। Woodroffe সাহেবের The Serpent Power বইয়ের foot note-এ পেলাম। ডাকিনী মূর্তি মানে দাক্ষায়ণী—কারুণ্যের মূর্তি। ঘরে যেন আরো দুটি তিনটি নারী আছে। আওয়াজও যেন আমি শুনতে পেয়েছি। এর আগেও আমি রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দেখেছি, তার চেহারায় যেন একটা জ্বালা আছে অর্থাৎ চাহিদা আছে, ক্রিয়া আছে। কিন্তু এ মূর্তি কি স্নিগ্ধ। শান্তি ঘনীভূতা যেন। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা অপূর্ব স্নেহরস ঝরে পড়ছে।

কী আশ্চর্য্য বল দেখি! এ মূর্তি কোথায় ছিল? আর কেনই বা দেখলাম?

আর এক কথা—দেখ, ঐ যে দরজাটা দেখলাম, সে তো এই শহরের বাড়ীর দরজার মতো হতে পারত! কিন্তু তা না দেখিয়ে আমায় পল্লীগ্রামের দরজা দেখাল কেন? বুঝেছি এ জিনিস হবে না (জগতে প্রতটি মানুষের জীবনকৃষ্ণকে নিজের দেহেতে দর্শন)। এর ওপরেও জিনিস আছে। আর এরকম জিনিস যে আছে তা আমাদের দেখিয়ে দিলে। জগতের প্রকৃত কল্যাণ হবে, যদি আমি যে মূর্তি দেখেছি, তার effect দেয়, অর্থাৎ controlling power (নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা)—এই আমার ভেতর যা হবে, তাই জগতে হবে। তবে কি তোরা বলবি— আমি ইচ্ছা করব? না, আমার মন এখন balanced condition-এ (সাম্যাবস্থায়) আছে—সেখানে যা ফুটবে, জগতে তাই হবে, যদি এ জিনিস ফোটে।

ধীরেন রায়—দশ মহাবিদ্যার শেষ মূর্তি হচ্ছে কমলামূর্তি (রাজরাজেশ্বরী)।

—*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ১৪৩, ১৪৭; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৬৩, ২৮০, ৩১৪; *জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭৬, ১৭৯

## ৩০৯. স্বপ্ন—পায়ের চেটো দর্শন

**১২/০৭/১৯৬১-**

আজ ভোরে স্বপ্ন দেখলাম—আমার পায়ের একটা চেটো দেখছি। "The Serpent Power" by John Woodroffe বইয়ে foot মানে বলছে মাটি। পায়ের চেটো দেখলাম মানে ক্ষিতি দর্শন হলো। একেই ভূতসিদ্ধি বলেছে। ভূতসিদ্ধি মানে control over the five elements.

বামন অবতারে এই এক পায়ে জগত ঢেকে ফেললেন—এ জগতব্যাপীত্ব। অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম দর্শন যখন করেছিলাম, তার অর্থ যখনই আমার দেহে সেই বস্তুর উপর পূর্ণ কন্ট্রোল এসেছে তখনই সেই বস্তুর রূপ নিয়ে আমার দেহে ফুটে উঠে আমায় জানিয়ে দিয়েছে "তুমি সেই বস্তুতে সিদ্ধ।" কোন অতীতে অপ(জল), তেজ (জ্যোতি), মরুৎ (বায়ু- পঞ্চম ভূমির আকাশ) আর ব্যোম (শূন্য- সহস্রার) দেখেছি আর আজ ৬৯ বছর বয়সে এই ক্ষিতির (foot–মাটি) উপরও আমার কন্ট্রোল এল, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল। পঞ্চভূত নিয়ে এই দেহ— I am the master of these five elements- এও আপনা থেকে হয়েছে। একেই যোগে বলে ভূতসিদ্ধ।



এখানেই জগৎব্যাপীত্বের completion.

ভূতশুদ্ধি আর ভূতসিদ্ধি এক নয়। ভূতসিদ্ধি মানে control over the five elements. আর ভূতশুদ্ধি মানে perfection of five elements. কমলামূর্তি দর্শনের পরদিন ভোরে স্বপ্নে পায়ের চেটো দেখেছি—বোঝাল জগতের উপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাগলো। বিশ্বের আত্মিক জগৎ—কন্ট্রোল করব।

——*ঋতম বদিষ্যামি পৃষ্ঠা-১৩৭; অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৬৪

## ৩১০. Vision—যুবক-যুবতী

**২৬/৭/১৯৬১-**

কাল (২৬/৭/১৯৬১) একটা vision দেখলাম। ঘরের এক দিকে বসে আছি—নিজেকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, অথচ আমি আছি বুঝছি। ঘরের একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক বলিষ্ঠ সৌষ্ঠববান সুন্দর পুরুষ, সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে এই রকম বয়সের এক পুরুষ। তার কাঁধের কাছে এক নারীমূর্তি যার শান্তমুখে প্রতিভার চিহ্ন। তারা আমায় দেখছে তখন আমার মনে হল—হ্যাঁ তো রে, ব্রহ্মবিদ পুরুষকে দেবদেবীরা দেখতে আসে, এ সেই জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। vision ভেঙে গেল।

সকালে ব্যাখ্যা করলাম—এতো দেখতে পাচ্ছি Kashmir Shaibism-এর শিবশক্তি তত্ত্ব। তারপর ভাবলাম - আমার নির্গুণ অবস্থা, তবে দেহ তো আছে আর দেহ থাকলেই অ্যাক্টিভিটি থাকবে তাই ওই পুরুষের কাঁধে নারী। নির্গুণ ব্রহ্ম হতে নারী পুরুষ রূপ ধরে এসেছে। শেষে আবার ব্যাখ্যা করলাম ব্রেনের নতুন একটা সেল জন্মেছে। দেখলি তো একটা স্বপ্নেরই কত রকম ব্যাখ্যা করলাম। স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি করতে পারা যায়?

—*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৮৮

## ৩১১. Vision—পুতুলের মত ছোট মেয়ে কি একটা দিতে আসছে

**(২৭/৭/১৯৬১)-**

আজ দুপুরে (২৭/৭/১৯৬১) vision -এ দেখছি— আড়াই-তিন ফুট লম্বা সুন্দর ফুটফুটে পুতুলের মত একটি ছোট্ট মেয়ে, ন্যাংটো। ডান হাতে কি একটা

ধরে আমায় দেবার উদ্দেশ্যে সেই হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে ছুটে ছুটে আমার কাছে এলো। কচি শিশুর হাতে জিনিসটি ধরার ভঙ্গীমাটি অপূর্ব, অবর্ণনীয়। আমার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমিও দেখতে থাকলাম।

আমি তার হাত থেকে নিলুম না কেন বল দেখি? আমার তো নেবার প্রয়োজন নেই। আমি ওই যে দেখলুম, ওই দেখাতেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। আমার দেখা মানেই গ্রহণ করা। আমার নতুন জীবন হয়েছে তাই দেখাচ্ছে।

—*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৭৭; *অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-২৮৯

## ৩১২. স্বপ্ন—পাখির গায়ে নতুন ডানা

**০৬/০৮/১৯৬১-**

আজ দর্শন করেছি—একটা চড়াই পাখি—একেবারে ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে সে রকম নয়। তার গায়ে নতুন পাখা দেখা গেল। শিশু চড়াই। এখনো আমার এই সব অনুভূতি হচ্ছে।

## ৩১৩. ক্ষিতীশ রঘু-কে সরিয়ে দিল

**১৯/০৮/১৯৬১-**

ধ্যানের পর যোগনিদ্রায় দেখছি—রঘু আর ক্ষিতীশ পাশাপাশি বসে আছে। রঘুকে ক্ষিতীশ ঠেলে সরিয়ে দিলে। ক্ষিতীশ-এর ঘাড়ে একখানা গামছা।

এর মানে করলাম, রঘু মানে রাম—শংকরের শুকনো ব্রহ্মজ্ঞান। আর ক্ষিতীশ মানে জগৎব্যাপী। সমাধি থেকে নেমে এসে রূপ—উঁচুতে রূপ থাকে না।

## ৩১৪. জাহাঙ্গীরকে ভেতরে বাইরে দেখা

**২২/৮/১৯৬১-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞাসা করছেন একত্বের প্রকাশ হতে এত দেরী হল কেন বলতো? পরক্ষণে বললেন, এই দ্যাখ বেদান্ত কী! তোকে জিজ্ঞাসা



করছি আর তোকে ভিতরে দেখতে পাচ্ছি। ভিতরেও জাহাঙ্গীরকে দেখছি, বাইরেও দেখছি।

## ৩১৫. স্বপ্ন—অজানা দেশে যাওয়া

**১৪/১০/১৯৬১-**

স্বপ্ন দেখছি—আমি কোন অজানা দেশে চলে গেছি!

## ৩১৬. দৈববাণী—নূতন খেলা হবে

**১৮/১১/১৯৬১-**

দৈববাণী শুনছি—"একটা নতুন খেলা হবে।" কি নতুন খেলা হবে কে জানে?

## ৩১৭. ট্রান্সে—ঘোড়া দর্শন

**১৯৬১-**

দুপুরে ট্রান্সে দেখছি—একটা প্রান্তর, প্রকাণ্ড বড়। চোখ বুজে যাচ্ছি—হঠাৎ চেয়ে দেখি একটা ঘোড়া দিগবলয় হতে বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ভালো করে দেখতে না দেখতে ঘোড়াটা আমার দেহের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

## ৩১৮. স্বপ্ন—সবার দেহ একটা দেহ

**১৯৬১-**

দেখছি—একটা গাছের তলায় ধ্যান করছি। একটা light focused হয়ে সামনে পড়ছে। বিস্তীর্ণ মাঠ। সবটা আলোকিত হয়ে গেছে। আর সেইখানে অনেক মানুষ বসে আছে। কিন্তু তারা যেন একটা দেহ হয়ে গেছে। অথচ মাথাগুলো আলাদা হয়ে রয়েছে।

দেহগুলো এক হয়ে গেছে অর্থাৎ একত্ব হয়েছে।

—*মাণিক্য*

## ৩১৯. দৈববাণী—ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়

**১৯৬১-**

দু-তিনদিন আগে একটা দৈববাণী হল—"ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।" তার রেশটা কেটে যাবার পরই মনে হল, দূর! আমি তো ওসব কিছুই নিই না। আমি জ্ঞানও নিই না, ভক্তিও নিই না। আমি বলি বিদ্যা। আর সে বিদ্যা কিসে হয়? যোগে।

—জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৭১

## ৩২০. স্বপ্ন—"রিজিয়া" নাটকের গান—"এসো এসো সখা"

**জানুয়ারি, ১৯৬২, পুরীতে-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে উনি 'রিজিয়া" নাটকের একটি গান—"এসো এসো সখা" ইত্যাদি গাইছেন। তার পরদিন সকালে তারই রেশে ধীরেনদাকে বালকের ভাবে বলেছিলেন—"ঠাকুর আসবে।"

—অনাথ মণ্ডলের চিঠি থেকে, 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক'
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

## ৩২১. Vision—বিমলকে দেখা

**৩/১/১৯৬২-**

তোদের বলি না যে আমি বিমলকে দেখি! ওরে আজ তার মানে বুঝতে পেরেছি। বিমলকে দেখিয়ে আমায় কি বোঝাতে চাইছে জানিস? বিমল—অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ওরে এ perfect, ওই যে 'Be perfect as your father in Heaven is perfect'—সে জিনিস নয়। অতীত ভুলে যা, ভবিষ্যতের দিকে আয়—আমার আদর্শ জগতের আদর্শ হবে। জগতে spiritual life হবে অর্থাৎ কি হবে? এই জিনিস হবে, আপনা হতে সাধন হবে।

আমার অদ্বৈতজ্ঞান (অভয়কে চার মাস ধরে দর্শন) হ'ল দেশ স্বাধীন হবার প্রায় ১২ বছর পরে---এত সময় লাগলো। পরাধীন দেশের লোকের brain- এ pressure থাকে। maturity attain করতে পারে না। ঠাকুরের হবে কি করে?

ঠাকুর—"তুমি মা আমি তোমার ছেলে"—এই দ্বৈতজ্ঞানে ছিলেন।

—ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা- ২০৫

## ৩২২. ধ্যানে দর্শন—দক্ষিণাকে দর্শন ও ব্যাখ্যাকালে গোপালকে দর্শন

**১৮/১/১৯৬২-**

কদিন আগে দুপুরে ধ্যানে দর্শন হলো দক্ষিণা নামে একটা লোক—নীল রঙের কাপড় গায়ে।

কবে কোন বিয়াল্লিশ বছর আগে, দক্ষিণা ব'লে একজন লোককে জানতাম, তাকে দেখলাম। সে এখন বেঁচে আছে কিনা তাও ঠিক নেই। আর দেখ, দক্ষিণা বলে যে লোক, সে most insignificant লোক, তার সঙ্গে আমার আলাপও ছিল না, আর সে আমার সঙ্গে মিশতে সাহস করত না। পাড়ার লোকে তাকে দক্ষিণা বলে ডাকত এই জানতাম, তার রূপটা কিনা আমার ভেতর ফুটে উঠল! দক্ষিনা বলে একজন লোক যে জগতে আছে একথা আমার মনেই ছিল না। দেখ, আমার বহু অনুভূতি হয়েছে, কিছুই আমাকে টলাতে পারেনি, কিন্তু এই দক্ষিণাকে দেখে আমি যেন দমে গেছি। এমন কখনও হয়নি যা দক্ষিণাকে দেখে হয়েছে। এই জ্যান্ত মানুষ দেখিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলে যা তুমি ভাবছ তা নয়—এ এই জিনিস। আচ্ছা আমায় জ্যান্ত মানুষ দেখালে কেন বলতে পারিস? ওরে এর মানে এই যে—এ জিনিস জ্যান্ত অর্থাৎ it will produce effect.

—ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা-২১৪, জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৮৫

**২০/১/১৯৬২-**

আজ একটা স্মরণীয় দিন—সপ্তাহখানেক আগে দক্ষিণা বলে একটা লোককে দেখেছিলাম আজ তার মানে বুঝতে পারলাম। শঙ্করের দক্ষিণামূর্তি ধ্যানের কথা আছে। স্তবকুসুমাঞ্জলিতে দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রতে জগৎগুরুর কথা বোঝানো হয়েছে। ভাবলাম দক্ষিণা মানে কি জগৎগুরু? জগৎগুরুর কথা ভাবামাত্র দর্শন হলো গোপাল। গো শব্দের মানে জগৎ। গোপাল মানে জগৎ পালন করেন যিনি। Controller of the world, পালন করা মানে control করাও বোঝায়।

আমার স্বরূপ হল দাক্ষিণ্য। দাক্ষিণ্যের দ্বারাই পৃথিবীর লোককে পালন করা হচ্ছে। কি সুন্দর মানে পাওয়া গেল বল দেখি? আমি ছটফট করছিলাম মানে বোঝার জন্য। জ্ঞাননেত্রে গোপালকে দেখিয়ে কি পরিষ্কারভাবে মানে বুঝিয়ে দিলে।

——ঋতম বদিষ্যামি, পৃষ্ঠা- ২১৫

### ৩২৩. দৈববাণী—দরজা খুলে দে, যত পারিস খেয়ে নে

**২২/১/১৯৬২-**

কাল দুটো দৈববাণী হলো—

প্রথম—দরজা খুলে দে। দ্বিতীয়—যত পারিস খেয়ে নে। এর আবার কী মানে কে জানে?

—জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৮৭

### ৩২৪. স্বপ্ন—দুটো কলাইকরা গ্লাস—খালি

**২২/১/১৯৬২-**

কাল রাত্রে ছোট্ট স্বপ্ন দেখলাম—আমি বসে আছি। আমার দুপাশে বসানো রয়েছে দুটো বড় সাদা কলাইকরা গ্লাস। দুটোই খালি।

ব্যাখ্যায় বললেন—এ জগতে আত্মিকে তারাই থাকবে যারাই আমায় দেখেছে বা দেখবে।

—জীবন সৈকতে, পৃষ্ঠা-১৮৭; অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-৩৪৪

### ৩২৫. স্বপ্ন—ক্রন্দসী দর্শন/আমার কিসে শান্তি হবে

**২৬/১/১৯৬২-**

স্বপ্ন দেখছি—আমি যেন একটা অফিস থেকে বেরিয়েছি। অনিল বলে একজন লোক আমার সঙ্গে রয়েছে। বেরিয়ে দেখি একটা জায়গা covered —জায়গাটা একটা স্টেশনের মতো। সেখানে রেস্টুরেন্টের মত রয়েছে। খাবার কিনতে যাচ্ছি—প্রথম রেস্টুরেন্টটা আমার পছন্দ হলো না। বড় নোংরা। আর



একটা রেস্টুরেন্টে গেছি- সেখানে শোকেসে ক্ষীরের খাবার সাজানো রয়েছে, বেশ সুন্দর লাল অয়েল পেপারে মোড়া—ক্ষীরের দর করছি—দোকানদার বলল, এ ক্ষীর ভালো নয়, এ আপনার চলবে না। আমি দোকান ছেড়ে এগিয়ে গেলাম। এই সময় দেখি অনিল যেন উপে গেল। একটু এগিয়ে পথে দেখি একটি নারীমূর্তি— complaisant and placid (সৌম্য ও শান্ত)—প্রৌঢ়া, শীর্ণাও নয় আবার মোটাও বলা যায়না। তার গায়ের রং তোদের মত হবে (জিতেন চ্যাটার্জিকে দেখালেন) আর কাপড় যা পড়ে আছে সেটা শাড়ি নয় এই পুরুষ মানুষের ধুতি রে। মূর্তিটা স্নিগ্ধ, চুপ করে বসে আছে। আমি এই মূর্তিকে যেই cross করে একটা বাঁকের মুখে ফিরেছি দেখি আর এক নারীমূর্তি আর ওই প্রৌঢ়ার চেয়ে বয়স কিছু বেশি বলে মনে হল। দেখতে কুৎসিৎ, কদাকার, কালো আর মুখের চারধারে ক্ষতের চিহ্ন, গোটা মুখটাই ক্ষত। দেখি ওই কদাকার নারী মূর্তি আমাকে দেখে কাঁদছে আর জিজ্ঞাসা করছে—"আমার কিসে শান্তি হবে? আমার কিসে শান্তি হবে?" আমি বললাম—"ভগবান ভগবান করো। শান্তি হবে।" আমি বলছি বটে— form টা দেখে বুঝছি কিন্তু ভেতরে যেন আর কেউ—সে যেন রক্ত-মাংসে গড়া নয়, আর কেউ বলছে। আর এই "ভগবান, ভগবান" বলতে বলতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। এর মানে কী বলতে পারিস ?

সুধীন---অফিস হচ্ছে সহস্রার, আর ঐ রেস্টুরেন্ট হচ্ছে জগৎ। অনিল—মহাবায়ু। অনিল উপে গেল মানে মহাবায়ু আর রইল না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ—হ্যাঁ গো। মহাবায়ু আর রইল না। মহাবায়ুর আর দরকার হলো না। আমিই মহাবায়ু, আর ঐ যে complaisant and placid নারী মূর্তি—ও হচ্ছে এই তোরা। যাদের এই জিনিস হয়েছে তারা শান্ত—এই জিনিস দেখাচ্ছে; আর বাকী জগৎ হচ্ছে ঐ রোরুদ্যমানা কদর্য নারী মূর্তি—ক্রন্দসী।

আমি বলছি ভগবান ভগবান কর, তার মানে কী রে? অর্থাৎ ভগবানই বলছে। তাইতেই তাদের হয়ে গেল। আর কিছু করতে হবে না। আমার বলাতেই হয়ে যাবে। সেই যে বলেছিলুম আমার মধ্যে যা ফুটবে তাই জগতে হবে। কীভাবে হচ্ছে তাতো বুঝিনি। এতদিনে বোঝালে। জগৎকে দেখালো একটা নারীমূর্তি রূপে। সে আমার শরণাগতা অর্থাৎ আজ্ঞাধীনা। আমি বললেই হবে।

শিল্পী, শিল্পী ! কে এই অদ্ভুত শিল্পী বল দেখি ? কী অদ্ভুত তার রচনা! তোদের পুরানে আছে না, এই পৃথিবী গোমূর্তি ধারন করে ব্রহ্মার কাছে

গিয়েছিল বলতে যে পৃথিবীর ভার আর বহন করতে পারছি না। সেই শাশ্বত অশান্তি চলে এসেছে এতদিন। এই দর্শনের practical effect কি তাতো বলতে পারছি না।

——————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৮৮, ১৮৯, *ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা- ২১৭;

## ৩২৬. ধ্যানে দর্শন—মায়ার ভ্যানিটি ব্যাগ

**২৯/১/১৯৬২**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ—আজ গভীর ধ্যান হয়েছিল। সেই ধ্যানে এই জিনিস দর্শন হয়েছে। দেখছি—আমি ধ্যান করছি। দাবার ছক কাটার মতো রঙিন (chocolate colour-এর) মেঝে—সেটা উপে গেল। পরে দেখছি একটা স্টেজ তাতে ড্রপসিন পড়ে আছে। তার সামনে ফুটলাইটের কাছে একটা নারীমূর্তি। ঠিক young আর প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি অবস্থা। ড্রপসীনের পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল আর তার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে আমার ধ্যানমূর্তির ঠিক পেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে (হাত দুলিয়ে দেখালেন)। ব্যাগে কী আছে তাও আমি দেখিনি। আমি আমার ধ্যানমূর্তিও দেখছি, আবার স্টেজের ওই নারীমূর্তিও দেখছি। এর মানে কিছু করতে পারিস?

ধীরেন রায়—প্রকৃতি আপনাকে controlling power দিচ্ছে। কারণ ব্যাগে কি থাকে? ঐশ্বর্য। অর্থাৎ প্রকৃতি, জগতের রহস্য আপনাকে দান করছে। এ ব্যাগ দিয়ে তাই বুঝিয়ে দিলে।

————*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২১৯

## ৩২৭. Vision—ক্ষিতীশকে দেখা

**২৯/১/১৯৬২-**

আজ ঘুম ভেঙ্গে চোখ চাইলাম আর ক্ষিতীশ ফুটে উঠল। ক্ষিতীশ মানে কী?

ধীরেন রায়—আপনার controlling power দেখাচ্ছে।



## ৩২৮. স্বপ্ন—বাবুর জন্য নির্দিষ্ট কৈ মাছ নেওয়া

**৩১/১/১৯৬২-**

আজ (৩১/১/১৯৬২) স্বপ্নে দেখছি একটা মাছের বাজার। দেখি বড় একটা কৈ মাছ, বেশ বড়, ওজন প্রায় তিন ছটাক। এরকম বড় কৈ মাছ বড় একটা দেখা যায় না। আমি তো বাবা কখনও দেখিনি। যাই হোক, ঐ বড় কৈ মাছটা জেলের জাল থেকে তুলে নিয়ে রুমালে জড়িয়ে ধরে জেলেকে জিজ্ঞাসা করছি-এর দাম কত? সে বললে পাঁচ সিকে। আর একথাও বললে, এই বড় মাছটা একজন বাবু আসে, সে নেবে—যেন এই ভাবটা। আমি কিন্তু জোর করে আগে মাছটা তুলে নিয়েছি যাতে আর কেউ নিতে না পারে। আর দেখ, মনে হলো সেই বাবুও এল,* তাকে দেখলুমও যেন। মাছটা নিয়ে আসছি। একটা বৃদ্ধ নারীমূর্তি, সে আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আমায় বলছে, তা উনি আর একদিন খাবেন না হয়! অর্থাৎ ভাবটা এই, অন্য লোক খায়, উনিও খান। এর মানে করতে পারিস?

আমিতো ভাবলুম আজ বাজারে বেশ বড় কৈ মাছ পাওয়া যাবে। তাই সকালে মেনোর ছোট ছেলেকে একটা টাকা দিয়ে বললুম, বড় কৈ মাছ কিনে আনবি। কিন্তু সে বাজারে আজ কৈ মাছ পেলনা।

তোদের জীবনে এইরকম দুর্বোধ্য দর্শন হবে, তখন তোরা মানে করতে পারবি। আমি তো মেলাবার লোক পাইনি অর্থাৎ আমার অরিজিনাল লাইফ। তোদের তা নয়, তোরা মেলাতে পারবি এই এখানকার কথার সঙ্গে।

————*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২২১

## ৩২৯. স্বপ্ন—মুখমণ্ডল খুলে খুলে পড়ছে

**৯/২/১৯৬২-**

ভোর রাত্রে দেখছি মুখের চোয়াল থেকে মাথার খুলি পর্যন্ত ফুলে উঠেছে। আর সব যেন খুলে খুলে যেতে লাগলো। আমার ভেতর থেকে যেন হাসি হচ্ছে। আমার খুব ভয় হলো। ভয়েতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। some power will

*যুগে যুগে বাবু অর্থাৎ অবতার এসেছে, কিন্তু কেউ মনুষ্যজাতির আত্মিক চেতনাকে নিজের সাথে এক করে নিতে পারেনি।

act. Some latent capacity বোধহয় ফুটবে।

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৮২

## ৩৩০. স্বপ্ন—তেমাথার মোড়—হেডলাইট

**২৩/২/১৯৬২-**

কাল রাত্রে স্বপ্নে (২৩/২/১৯৬২) দেখলাম একটা তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। একটা motor cycle facing towards me—পিছন দিকে ছুটে চলেছে, আর সামনের হেডলাইটের মধ্যে থেকে তুবড়ির ফুল কাটতে কাটতে যাচ্ছে।

তেমাথা—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে আমি দাঁড়িয়ে। অতীত মৃত—বর্তমান আমাকে নিয়ে চলেছে। মানুষ জাগ্রত ভগবান। আর মোটরসাইকেল এর পিছন হাঁটা—ভবিষ্যৎ। মানুষ অতীত ও বর্তমান জানে তাই হেডলাইট সামনে। ভবিষ্যৎ অজানা অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে আমি ভেদ করে চলেছি। যতটা ভেদ করছি ততটা আলোয় নিয়ে আসছি। ব্রহ্মত্বলাভের পর মানুষ তার ভবিষ্যৎও খুব খানিকটা দেখতে পাবে। সংসারের মধ্যে থেকেই মাথায় তুবড়ির ফুল কাটতে থাকবে ——অনুভূতি হবে। একটা নতুনত্ব নিয়ে আসছে। কি অপূর্ব বল দেখি! কোনটা—স্বপ্নটা, না ব্যাখ্যাটা?

——————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৪৬

## ৩৩১. চরু খাওয়া

**১০/৩/১৯৬২-**

দেখছি—চরু খাচ্ছি। মানে যজ্ঞ শেষ হ'ল। পরের দিনই ফিরে ফুল দেখিয়েছে। মানে আবার নতুন করে হবে (নতুন বিকাশ হবে)।

## ৩৩২. স্বপ্ন——মাথার ভিতর অশ্বত্থ গাছ

**১৩/৩/১৯৬২-**

সেই যে বিরাট অশ্বত্থ গাছ আমার মাথার ভেতর দেখলাম—কচি কচি পাতায় সুন্দরভাবে গাছটি ভরে আছে আর স্বপ্নেই মনে হচ্ছে, ওঃ! এটা বসন্ত। তারপর



ঘুম ভেঙে মনে উঠলো—এত বড় অশ্বত্থ গাছ মাথার ভেতর ধরল কেমন করে? ভাবলাম নতুন কিছু হবে তাই দেখিয়েছে। ধীরেন ব্রহ্মসূত্র আনল, তাতে দেখলাম—World tree rooted in Brahman. আমি যে personified ব্রহ্মবিদ্যা সে বহুদিন আগেই দেখিয়েছে।

রাধু বলল—এই যে মধুচক্র হয়ে গেছে আমার সারা দেহটা তাতে আমি মধুবিদ্যা personified, তাই দেখিয়েছে।

## ৩৩৩. স্বপ্ন—বিছানার মশারি উঠে যাচ্ছে

**৮/৫/১৯৬২-**

স্বপ্নে দেখছি—আমার বিছানার মশারি উঠে যাচ্ছে।

## ৩৩৪. স্বপ্ন—মশারিতে লিচু বাঁধা

**১০/৫/১৯৬২-**

স্বপ্নে দেখছি——মশারি উঠে গেছে, আর এক জায়গায় এক গোছা লিচু বাঁধা অবস্থায় আছে। পরে কে যেন আরো লাল টকটকে এক ঝোড়া লিচু ঢেলে দিলে।

## ৩৩৫. স্বপ্ন—বেদ, উপনিষদ ও আদিপুরুষ দর্শন

**২৯/৫/১৯৬২-**

গতকাল (২৯/৫/১৯৬২) স্বপ্ন দেখছি—কতকগুলো লোহার গরাদ নিয়ে একটা জায়গার প্রায় তিন ভাগ যেন ঘেরা রয়েছে। তার ভেতর এধারটায় রয়েছে বছর পঁচিশ বয়সের একজন লোক। আর ওধারে রয়েছে একজন প্রৌঢ় বয়স ৩৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে। বেড়ার বাইরে ওধারে আছে একজন বৃদ্ধ, লোলচর্ম। আমি এধার থেকে ওধারে যেখানে বৃদ্ধটি রয়েছে সেখানে গিয়ে ফিরে এলুম। কোন কথাবার্তা হয়নি। যখন ফিরে আসছি তখন সেই প্রৌঢ় যার বয়স ৩৫/৪০- সে বলছে, দর্শন তো হয়েছে।

ওই লোক দুটি কে? একজন বেদ অপরজন উপনিষদ। উপনিষদ বেদের পরে হয়েছে তাই তার বয়স কম। আর ঐ যে বৃদ্ধটি বসে আছে ও হচ্ছে সেই আদি পুরুষ যার এই পরাবিদ্যা লাভ হয়েছিল। তার কত পরে বেদ আর উপনিষদ লেখা হয়েছে তাই দেখিয়েছে।

আমার মনে হচ্ছে ওই বৃদ্ধ লোকটির রূপ যেন আমারই রূপ, সে যেন আমি। তার প্রমাণও আছে কেননা আমি তো তার সঙ্গে কথা কই নি। দেখাচ্ছে আমিই সেই আদি পুরুষ। ...এও হতে পারে আমি আদিপুরুষের বংশধর। আমাদের সেই আদি পুরুষের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

——*জীবনসৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৯৫

## ৩৩৬. ট্রান্সে দর্শন—হাতে পেঁপে পাওয়া ও পরে আম পাওয়া

**৩১/৫/১৯৬২-**

আজ সকালবেলায় ট্রান্সে একটা দর্শন করেছি। কি দেখছি জানিস? সকাল সাতটা হবে, আমি হাতের ওপর ভর দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে আছি, আর দেখছি —একটা বড় পেঁপে কে যেন আমার হাতে দিয়ে গেল। পেঁপেটা খুব বড়, ঠিক কুমড়োর মত। আমি বলছি যে, বাবা, পেঁপেটা যেন কুমড়োর মত বড়, বেশ পাকা! আরও বলছি যে, ''পেঁপেটা আজ রাখলে যদি চলে তো থাক, আর তা না হলে আজই'', এই অবস্থায় আমার ট্রান্স ভেঙে গেল। আর ঠিক বেলা বারোটার সময় স্বপ্ন দেখছি কে যেন আমার হাতে এতো বড় একটা পাকা আম দিয়ে দিলে, আর জোর করেই দিলে। আমি নিতে চাইনি, কিন্তু কে যেন জোর করেই আমার হাতে ফেলে দিলে। আচ্ছা এর মানে কী তোরা কেউ বলতে পারিস?

ক্ষিতীশঃ— আমরা আপনাকে দেখছি আর আপনি এখন আমাদের আপনার ভেতর দেখছেন। এইটাই দেখাচ্ছে যে আপনার ভেতর বহু রয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণঃ— হ্যাঁ। আমের কটা বিচি? একটা, নয় কি? আম হচ্ছে individualism (ব্যষ্টি)। তোরা সকলেই আমাকে দেখছিস, তোদের ব্রহ্মানন্দ। একটা individualism, আর একটা universalism (বিশ্বব্যাপীত্ব)। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে ভুল এটাই আমাকে দেখাচ্ছে এই প্রতীক দেখিয়ে।....

——*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২৫০

## ৩৩৭. স্বপ্ন—ভূমানন্দ স্বামীকে দর্শন

**৩/৬/১৯৬২-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—দ্যাখ, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। সে কি জানিস?



আমি যেন লক্ষ্মণদাস লেনের বাড়িতে থাকি। তা আমি গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে যে গলিতেই ঢুকছি সেই গলিটাই যেন ব্লাইন্ড লেনের মত। ফিরে গিয়ে গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডে এসে আরেকটা গলি দিয়ে যাব ঠিক করেছি। দূরে পঞ্চাননতলা রোডও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যতগুলো গলি আছে আসবার, কোনোটা দিয়েই যেন আসতে পারা যাচ্ছে না। আর সেই সময় দেখি গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডের ওপর কতকগুলো গুন্ডা টাইপের লোক দাঁড়িয়ে। এদের দেখেই আমার ভয় হলো - কিরে বাবা, এরা আমার কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নেবে নাকি! আমি ভাবলাম আমার কাছে দু-তিন টাকা আছে, না হয় নিয়ে নেবে। যাইহোক আমি তখন পঞ্চাননতলা দেখতে পাচ্ছি, বাড়িগুলো নজরে পড়ছে, এমন সময় কি হলো, আমি যেন আমার বাড়িতে পৌঁছে গেছি। বাড়ি পৌঁছে দেখি, গায়ে যে জামাটা ছিল সেটা নেই। ঘরে দেখি ভূমানন্দ স্বামীকে। যখন আমি ওবাড়িতে অর্থাৎ লক্ষ্মণদাস লেনের বাড়িতে থাকি, তখন সে আমার কাছে আসতো। ভূমানন্দ হচ্ছে তিব্বতি বাবার শিষ্য।

যাইহোক, আমি ভূমানন্দকে ঘরে দেখলাম, আর তার কি সুন্দর চেহারা হয়েছে রে! Beaming with health and happiness—কি সুন্দর চেহারা হয়েছে! আমার ঘরটায় যেন জিনিসে থৈ থৈ করছে, এমনকি আমার খাটের ওপরও জিনিস রয়েছে। খালি রবি, মেনোর ছেলে খাটের ওপর বসে রয়েছে। আমি ভূমানন্দকে কোথায় বসাই ঠিক করতে পারছি না, ঘরে এত জিনিস থৈ থৈ করছে যে, আমি তাকে বসাবার জায়গা পাচ্ছি না, আর এও ভাবছি, রবি বসে রয়েছে, সে আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমি ভূমানন্দকে দেখে তার হাত ধরে যেন তাকে নিয়ে আসছি, আর এই অবস্থায় আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। তার হাত ধরা অবস্থাতেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। তাকে বসতে দিলে তো ছাড়াছাড়ি হতো রে! আমি যদি তাকে বসাতাম, তাহলে আলাদা হয়ে যেত, এক হতো না। তাই তার হাত ধরে রইলাম, আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আচ্ছা এই ভূমানন্দকে দেখিয়ে কি বোঝাতে চাইছে রে?

জনৈকঃ—ঐ যে ''ভূমৈব সুখম নাল্পে সুখম অস্তি।''

শ্রীজীবনকৃষ্ণ—হ্যাঁ বাবা ঠিক, কিন্তু কি আশ্চর্য বল দেখি! ওই পেঁপের প্রতীক দেখিয়ে আমায় কি বোঝালে বল দেখি! প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি

—অত বড় পেঁপে! এর মানে কি? কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য! আমাকে দেখিয়ে দিলে ভূমানন্দ কী। ঐ যে আমি এখন আমার ভেতরে তোদের দেখি, অর্থাৎ জগতের সব মানুষ এখন আমার ভেতর এই-ই ভূমানন্দ এইটাই আমায় বুঝিয়ে দিলে।

ধীরেন—হ্যাঁ, প্রাচুর্যে সুখ এইটেই দেখালে, আর ঐ কারণেই আপনি আপনার ঘরে ঢুকে দেখলেন যে, জিনিসে সব ভর্তি, অর্থাৎ প্রচুর জিনিস আপনার ঘরে দেখলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ — হ্যাঁ, ওই যে আমায় পেঁপে দেখালে, এইটে ভূমানন্দ, আর ওই যে আম, ওটা হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। একটা Universalism আরেকটা Individualism.*

——*ঋতম্ বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২৫১

## ৩৩৮. স্বপ্ন—সূক্ষ্ম দেহ ও অতীনবাবুকে দেখা

**১২/৬/১৯৬২-**

কাল (১২/৬/১৯৬২) বলছিলাম, যে-সব সূক্ষ্ম দেহ দেখেছিলাম সারি সারি লম্বা, আবার তাতে সেনকে দেখেছিলাম, আবার তার পেছনে অতীনবাবুকেও দেখলাম—এ কি বাবা কে জানে!

——————*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা-২৬০

## ৩৩৯. ধ্যানে দর্শন—বুদবুদে জগৎ

**১৩/৬/১৯৬২-**

দেখ, আজ ধ্যানে কী দর্শন হয়েছে জানিস? খুব গভীর ধ্যান হয়েছিল, আর দেখছি—আমার পেটের ভিতর থেকে ঢেঁকুরের মতো কি একটা উঠলো। আর উঠে সোজা গিয়ে এই মাথায় ধাক্কা মারলো। কিন্তু কোন জায়গায় যে ধাক্কা দিলে তা বুঝতে পারলাম না। আর যেই ধাক্কা দিলে অমনি তোদের ঘরশুদ্ধ লোক ফুটে উঠল।

---

*GT Road হ'ল আমাদের যা হচ্ছে। আর গলিগুলো হল আগেকার পন্থা, তাই সেগুলো বন্ধ দেখাচ্ছে। ভূমানন্দ একটি আত্মিক অবস্থা। পেঁপের পর আম—বিশ্বব্যাপীত্বের পর ব্যষ্টি—এটি বৃহৎব্যষ্টি।



ধীরেন—বুদবুদের মত?

জীবনকৃষ্ণ—হ্যাঁ, বাবা, ঠিক বুদবুদের মত।*

——————*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা ২৫৯

## ৩৪০. ধ্যানে আদিপুরুষ দেখা ও স্বপ্নে ট্রেনে জামসেদপুর যাওয়া

**১৬/৬/১৯৬২-**

রাতে তো ছাদে গিয়ে শুলাম। শোবার আগে ধ্যান করতে বসলাম। ধ্যানে কী দেখছি জানিস? আমার ভেতর একজন লোক। ডাহা জ্যান্ত রে বাবা! তার রূপ আমি বলতে পারব না, কিন্তু তাকে ভেতরে, ডাহা নিজের ভেতরে দেখছি, আবার তাকে জিজ্ঞেস করছি ‘‘আপনি কে?’’ ওই লোকটি বলল—‘‘আমি কে তা তুমি জানো।’’ কী ব্যাপার বল দেখি! কে ঐ লোকটি? ধ্যান ভাঙ্গলে প্রথমে মনে করতে পারলাম না কোথায় ঐ লোকটিকে দেখেছি। কিন্তু তার পরেই মনে হলো—না, একেই তো ধ্যানে দেখেছি।

ঐ জ্যান্ত লোকটি কে বল দেখি? ক্ষিতীশ ভারী অপূর্ব question করলে, যে, ‘‘আপনি ঐ লোকটিকে আপনি ব'লে জিজ্ঞেস করলেন?’’ ভারি সুন্দর query করেছে। ক্ষিতীশ বললে, ‘‘ঐ নির্গুণব্রহ্মই কী রূপ ধারণ করল? আর আপনি তাই দেখলেন?’’ আমি বললাম, ‘‘হ্যাঁ, নির্গুণব্রহ্ম রূপধারণ না করলে তো বুঝতে পারা যাবে না।’’ প্রথমে আমি তাই ভেবেছিলাম। আমি তোদের বলিনা যে দেহের ভেতর কে একজন আছে, সেই-ই এইসব করছে, যার বিন্দুবিসর্গ আমরা জানতে পারি না। সে-ই এই রূপ ধারন করে আমায় দেখালে, কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, না, ও জিনিস নয়, নির্গুণ-ফির্গুন নয়।

আচ্ছা আমার ওই জামশেদপুরের স্বপ্ন মনে আছে?

আমি যেন ট্রেনে করে যাচ্ছি জামসেদপুর। পাশে একজন লোক ঘুমোচ্ছে।

---

*ক) পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরবক্ষস্থ বুদবুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদবুদের উৎপত্তি, সাগরেই স্থিতি। উভয়ই বস্তুত এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, আশ্রয় ও আশ্রিত। —‘‘শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি’’, ধর্মতত্ত্ব ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬, সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস - সংকলক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। খ) ইহুদি ধর্মে বলা হয়েছে প্রথমে আদমের মধ্যে মনুষ্যজাতি আশ্রিত হয়ে ছিল। Ref. ইয়ূং-এর বই। গ) জগৎকে বুদবুদের ন্যায় অসার বলিয়া জানিয়াছেন যিনি তিনি মৃত্যুরাজ্যের অধিকর্তা হন। - ধম্মপদ - ১৭০

তাকে যেন জামসেদপুরে নামিয়ে দিতে হবে।। আমি ভাবছি জামসেদপুর এলে আমি ওকে নামিয়ে দেব। এমন সময় কে যেন কামরায় উঠে বলছে—এই জামসেদপুর। আমি কিন্তু তার কথা নিলাম না। মনের ভাব এই— আমি তো জানি জামসেদপুর কোথায়। অতএব তার কথা যেন আমি গ্রাহ্য করলাম না। আর ওই লোকটা যেন আমাকে দেখেই নেমে গেল। আমি যেন ট্রেনের কামরার ভেতর থেকে জায়গাটা দেখেও নিলাম। আর গাড়ি এগিয়ে চলেছে এই অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জামশেদপুর মানে ব্রহ্মপুর। ওই যে ট্রেনের কামরায় ঘুমোচ্ছিল সে এখন জাগ্রত হয়ে উঠল। আমার ঐ প্রথম স্বপ্ন—বাবু নিদ্রিত, আমি পাশে দাঁড়িয়ে। এতদিন নিদ্রিত ছিল যে বাবু সে এখন জাগ্রত হয়ে উঠলো। অবশ্য ওই নিদ্রিত বাবু, সে আমি। আর ওই জামশেদপুরের ট্রেনের কামরায় ঘুমন্ত লোক সেও আমি। এখন বলতে পারিস এ কি? আর এ কে?

ধীরেন—ওই আদি পুরুষকেই দেখেছেন।

জীবনকৃষ্ণ—হ্যাঁ রে বাবা।

——————*ঋতম বদিষ্যামি*, পৃষ্ঠা ২৬৩

## ৩৪১. ধ্যানে দর্শন—ক্রন্দসীকে জল দান

**২২/৬/১৯৬২-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ— ধ্যানে দেখলাম, একজন ৪/৫ বছরের ছেলে ও একজন ১৪/১৫ বছরের মেয়ে। ছেলেটি একটি পাত্রে জল ভর্তি করে মেয়েটিকে দিল। মেয়েটি সেই জল পান করল।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—আগে যে ক্রন্দসীকে দেখেছিলাম সে হলো পৃথিবী। এতদিন সে তৃষ্ণার্ত ছিল। আমি তাকে ভগবান ভগবান করতে বলেছিলাম। সে সেই বলার জন্য নবজীবন পেয়েছে আর ঐ জল পান করে সে তৃপ্ত হচ্ছে। ছেলেটি হলো ভগবান।

## ৩৪২. স্বপ্ন—সবুজ আকাশে মিলিয়ে যাওয়া, নিচে শক্তিপদ

**১০/৭/১৯৬২-**

গতকাল (১০/৭/১৯৬২) দর্শন হলো—আকাশ, তার নিচে ছেঁড়া ছেঁড়া



একটু মেঘ। মেঘের নিচে শক্তিপদ বলে একটি লোক—আকাশের রং নীল নয়, সবুজ—আমি তার ভিতর মিলিয়ে গেলাম আবার টকাস করে বেরিয়ে এলাম। কি দেখলাম জানিস? সবুজ আকাশ—দৌ—নির্গুণ—সেখান থেকে তেজ সঞ্চারিত হচ্ছে এই দেহে।

——————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৫৭,

## ৩৪৩. উপনিষদের পালা শেষ

**২২/৭/১৯৬২-**

আজ দুপুরে দর্শন হলো। একটা উপনিষদ—তার একটা পাতা খোলা। সে পাতাটা উল্টে গেল। পরের পাতায় খানিকটা লেখা রয়েছে তারপর আর লেখা নেই। সাদা পাতা।

এর মানে উপনিষদের হাঙ্গামা চুকে গেল। ক'মাস ধরে উপনিষদ থেকে কত কথা আলোচনা করা হয়েছে। এবার উপনিষদের পালা শেষ হলো। আর পড়তে নিষেধ করছে।

## ৩৪৪. ট্রান্সে দর্শন—অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ

**২৫/৭/১৯৬২-**

গতকাল ট্রান্সে দেখছি—৩২/৩৩ বছরের একজন ছেলে, খুব শান্ত মূর্তি, দেখতে অনেকটা বুদ্ধের মতো—ধ্যানস্থ। গায়ে দেখছি গহনা আছে। দেখতে দেখতে তার চোখ দুটো থেকে জ্যোতি বার হতে থাকলো। প্রথমে ভেবেছিলাম এ সেই হারানো পুরুষ। পরে বুঝলাম যে না, এ সেই নাগার্জুনের অবলোকিতেশ্বর। তাই চোখ দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিলে।

আজ দুপুর বেলায় ধ্যান করছি। শুনছি—কে খিলখিল করে হাসছে। কিন্তু কে হাসছে বুঝলাম না।

মনে হলো ওই অবলোকিতেশ্বর জেগেছে। আর এক অর্থ হয়—জগৎ আরো দুঃখময় হতে পারে।

## ৩৪৫. জাগ্রতে—কুকুরকে সমবেদনা

**অক্টোবর, ১৯৬২-**

পেচ্ছাব করতে যাচ্ছি। দেখলুম একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে বারান্দায় ওই কোনাটায় শুয়ে আছে। অন্য সময় হলে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতাম। আজ মনে হলো, আহা থাক, চারিদিকেই জল, কোথায়ই বা যাবে। তারপর পেচ্ছাব করতে বসে কাকে দেখলুম বল দেখি? দেখলুম, অনাথকে। ওই কুকুরটার কথা ভেবেছি তাই অনাথকে দেখলুম।

## ৩৪৬. দৈববাণী—(i) Punishment বাকি আছে (ii) This is the highest

**১৯/১১/১৯৬২-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন,

ওরে আমার দৈববাণী হয়েছে, "Punishment বাকি আছে।" বাবা! কিসের punishment তাতো বুঝতে পারছিনা। শেষে দৈববাণী হয়েছে, "This is the highest " —এর কি অর্থ তাও জানিনা বাবা।*

## ৩৪৭. জগৎ নিয়ন্ত্রণ

**২০/১১/১৯৬২-**

দেখছি— আমি জগৎ নিয়ন্ত্রন করছি, আর সারা জগতের লোক জগৎটাকে বেঁধে টেনে নিয়ে আসছে।

## ৩৪৮. দৈববাণী—"২/৩ ঘন্টা পরে হবে" ও "অনেকদিন চাপা ছিল; আজ খুলে গেল"

**২৫/১১/১৯৬২-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ ইষ্ট গোষ্টির পর বললেন—দুটি দৈববাণী হয়েছে। একটি

*Punishment মানে reward. অর্থাৎ ভবিষ্যতে ওনার মূল্যায়ন হবে তখন reward পাবেন। Highest—ব্যষ্টির সাধন সর্বোচ্চ মাত্রায় হয়েছে ওনার দেহে।



(২৪/১১/১৯৬২) কাল রাতে "২/৩ ঘন্টা পরে হবে।" আমি বললাম "এখুনি হোক।" আর একটা আজ দিনের বেলা ঘুম থেকে উঠে "অনেক দিন চাপা ছিল; আজ খুলে গেল।"

——'পুরীধামে শ্রীজীবনকৃষ্ণসঙ্গে', মাণিক্য ১০০, পৃষ্ঠা-৭৩

## ৩৪৯. দৈববাণী—সব মাথাটা ধুয়ে ফেল

**২/১২/১৯৬২-**

আজ দৈববাণী হলো—"সব মাথাটা ধুয়ে ফেল।"

## ৩৫০. Vision—শ্রীরঙ্গপত্তমের নির্মাতাকে দর্শন

**১৯৬২-**

পুরীধামে অবস্থানকালে জগন্নাথ মন্দিরের গোপুরম দেখে শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরমের কথা মনে পড়েছিল। শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরম এত বড় যে British soldierরা যখন French Army কে তাড়া করেছিল তখন দু'ডিভিশন French soldiers শ্রীরঙ্গপত্তমের গোপুরম এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল। British soldier-রা বুঝতে পারেনি।

শ্রীরঙ্গপত্তমের মন্দির যে তৈরি করিয়েছিল, কথা বলতে বলতে তাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে অনেকটা মুনির মত। কিন্তু তাকে তো identify করতে পারবো না।

## ৩৫১. স্বপ্ন—শুকনো লঙ্কা দিলে

**১৯৬২-**

দেখছি—একটি মস্ত বড় মশলা পেষা পাটায় সাদা কী একটা জিনিস একজন পিষছে (নারকেল বা পোস্ত হবে)। জিনিসটা আংশিক পেষা হয়ে যাবার পর একটা মস্ত বড় হাত ঐ পাটায় একমুঠো লাল শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলে।

লঙ্কা ঝাল, তাই তেজের প্রতীক। আত্মিক তেজ বাড়ার ইঙ্গিত।

—হে মহাজীবন, দ্বিজেন বাবুর স্মৃতি, পৃ: ৩১৮

## ৩৫২. দৈববাণী—উল্টো রথের পর

**১৯৬২-**

দৈববাণী হল উল্টোরথের পর।

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃ: ২২৯

## ৩৫৩. দৈববাণী—আমাকে আর ব্রহ্ম বলিস না। বেঁচে থাকাটাই পুণ্য, মরে যাওয়াটাই পাপ

**২৬/১/১৯৬৩-**

কয়েকদিন আগে একটা বাণী পেয়েছি—"আমাকে আর ব্রহ্ম বলিস না।'

গোপালকে বলেছিলুম সে কথা। ৪/৫ দিন আগে আর একটা দৈববাণী হয়েছিল—"বেঁচে থাকাটাই পুণ্য, মরে যাওয়াটাই পাপ।"

————*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-১৯৯

## ৩৫৪. অভয়ের ব্যাগ

**জানুয়ারি, ১৯৬৩-**

পেচ্ছাব করতে বাইরে যাব, দেখি ওই কোনে দুটো ব্যাগ রয়েছে। একটা ব্যাগের দিকে নজর পড়লো, অমনি ফুটে উঠল অভয়। বুঝলুম অভয়ের ব্যাগ। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ দিতে পারব না।

## ৩৫৫. স্বপ্ন—জনতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া

**১৯৬৩-**

স্বপ্ন দেখছি—একটি গাছতলায় বসে আছি। মাথার ওপর দিয়ে পেছন থেকে search light এর মতো আলো এসে সামনে পড়ছে এবং ঐ আলো ডাইনে বাঁয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেই আলোতে প্রথম দেখছি একটা প্রকাণ্ড দৈত্যাকৃতি কালো মানুষ আমার দেহ থেকে বেরিয়ে চলে গেল—তারপর দেখছি অগণিত মানুষের মিছিল। আমার সামনে দিয়ে আসছে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ জনতার



কেউই আমার সঙ্গে কথা কইছে না বা আমাকে লক্ষ্য করছে না। শেষে আমিও গাছতলা থেকে উঠে জনতার মধ্যে হারিয়ে গেলাম।....

এই জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছি মানে এককে খুঁজে পেয়েছি।

——হে মহাজীবন, পৃ: ৩১৭

## ৩৫৬. ধ্যানে দর্শন—এবারের খেলা শেষ

**২৪/২/১৯৬৩-**

আজ ধ্যানে দেখছি——একটা ছোট শিশু——সম্পূর্ণ উলঙ্গ কিন্তু অতিসুন্দর দেখতে। সে বলল——এবারের খেলা শেষ হলো অর্থাৎ এই পর্যায়ের অনুভূতির এখানেই শেষ।

## ৩৫৭. ধ্যানে দর্শন—একটা বুড়ো লোক বাইরের দরজা খুলে দিল

**৩/৩/১৯৬৩-**

দুপুরে ধ্যানে দর্শন হলো—একজন কুঁজো বুড়ো লোক, ময়লা কাপড় পরা, সাধারণ শ্রেণীর—ঘর থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে বাইরের দরজা একেবারে খুলে দিল।

## ৩৫৮. দৈববাণী—অনেক কাজ বাকী

**১৭/৩/১৯৬৩-**

সকালে দৈববাণী হল——"অনেক কাজ বাকী আছে।"

————*কত কথা পড়ে মনে*, পৃষ্ঠা- ১৬৮

## ৩৫৯. ধ্যানে দর্শন—এক সাধু চশমা পরা জগদ্বন্ধুর মুখ ফেরালো

২৮/৪/১৯৬৩-

ধ্যানে দেখছি—প্রভু জগদ্বন্ধুর মত একজন লোক পিছন ফিরে বসে আছে।

একজন সাধু একহাতে তার মুখ আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। জগদ্বন্ধুর চোখে চশমা। তোরা কেউ কিছু মানে করতে পারিস?*

## ৩৬০. স্বপ্ন—আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু

**২/৫/১৯৬৩-**

আজ সকালে ঘুম ভাঙলো গান শুনতে শুনতে (স্বপ্নে)—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু / পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।"

## ৩৬১. ধ্যানে দর্শন—শামসুদ্দিনকে দেখা

**২/৫/১৯৬৩-**

আজ দুপুরে ধ্যানে শামসুদ্দিন নামে কর্পোরেশনের এক অফিস বেয়ারাকে দেখলাম।

শামস মানে সূর্য আর উদ্দিন মানে জ্যোতি বা আলো।

## ৩৬২. স্বপ্ন—রাজচক্রবর্তী হওয়া

**২৯/৬/১৯৬৩-**

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন—স্বপ্নে দেখছি—একটা বড় দালান, রাজসভার মত, সেখানে সিংহাসনে বসে আছি। আমার বড় কাকার নাম আশুতোষ। তিনি একটা বড় ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমার সামনে এসে নামলেন।

রাজচক্রবর্তীর পাঁচটি লক্ষণ—হাতি, ঘোড়া, সিংহাসন, উত্তমমন্ত্রী আর বিদ্যারানী। উত্তমমন্ত্রী হলো সচ্চিদানন্দ গুরু।

## ৩৬৩. ট্রান্সে দর্শন—সাধনকে দেখা

**৮/৭/১৯৬৩-**

দুপুরে ট্রান্সে দেখছি—সাধনবাবু (বন্ধু সাধন চট্টোপাধ্যায়) যেন সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে আমার দিকে আসছে। ধীরেনবাবু মানে বললেন—আপনাকে দেখা আর আপনার কাছে আসা—এই-ই সাধন।

## ৩৬৪. স্বপ্ন—আলোর তেজ বাড়লো

**০৯/৭/১৯৬৩-**

দেখছি—একটা হ্যাজাক অল্প অল্প জ্বলছে। আমি একটু বাড়িয়ে দিতেই আলো যেন শতগুণ বেড়ে গেল। আলোর কি তেজ অথচ কি স্নিগ্ধ!

এর অনেক ব্যাখ্যা হয়—

প্রথম—আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হল। দ্বিতীয়—এখানে যা হচ্ছে তা শতগুণে বেড়ে যাবে।

আরো ব্যাখ্যা আছে তা আর বলে কাজ নেই।

## ৩৬৫. দৈববাণী—"তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ হবে"

**আগস্ট, ১৯৬৩-**

দৈববাণী হলো—"তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ হবে।"

তবে কি আমাকে মার্ডার করা হবে? — জানি না বাবা।

## ৩৬৬. স্বপ্ন—ইচ্ছামৃত্যু (২য় দর্শন)

**৭/৯/১৯৬৩-**

পুরীতে দেখেছিলাম আমারই higher self (বড় আমি)-এর কাছে lower self (ছোট আমি, আধ হাত সাইজের) দূর থেকে কাতরভাবে আবদারের সুরে বলছে, "ইচ্ছামৃত্যু চেয়ে নে না।" বিরাট আমি চুপ করে রইল, কোন উত্তর করল না।

দু'মাস পরে শ্রীরামপুরে বড় আমি ছোট আমি কে বলছে, তোর চা খাওয়া আমি বন্ধ করব।

————-*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২০৪; অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-৪০৫

*বহুদিন পূর্বে ঠাকুরের চোখ থেকে চশমা খুলে গিয়েছিল (অনুভূতিতে) আর তার আগে নিজের মুখ বেঁকিয়ে দিয়েছিল (অনুভূতিতে)। এতদিন বাদে আবার জগদ্বন্ধুর মুখ বেঁকিয়েছে—এবারে সে চশমা পরা।

## ৩৬৭. স্বপ্ন—আদ্যাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ

**৭/৯/১৯৬৩-**

এই সেদিন দেখছি—আদ্যাশক্তিকে একটা ঘরের মধ্যে বিছানার ওপর বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে আছি। অর্থাৎ আদ্যাশক্তিকে কন্ট্রোল (control) করছি। সেই ঘরে পাহারা দিচ্ছে বনমালী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। বাইরে থেকে মেনো—মানিক অর্থাৎ আত্মা ওই ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে দে ছুট। আদ্যাশক্তি হলো জগতের প্রতীক। আমি জগৎকে কন্ট্রোল করছি। জগতকে কন্ট্রোল করে কে? ভগবান। সেখানে বনমালী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়ে বোঝাচ্ছে। মানিক পালিয়ে যাচ্ছে মানে আত্মার সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই। ভগবান হল ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। দেখা যাক কি হয়। এখনো সম্যক অর্থ বোঝা যায়নি।

## ৩৬৮. স্বপ্ন—ভোলাকে জুতোপেটা

**১৯৬৩-**

স্বপ্নে দেখছি—এক অপরিচিত লোক (নাম ভোলানাথ), তাকে mili-boot দিয়ে আগাপাস্তালা পিটোচ্ছি।

## ৩৬৯. স্বপ্ন—চিংড়ি, আলুর খোসা ইত্যাদি খাওয়া

**১৯৬৩-**

(পুরীতে মাঝরাতে গোপালবাবুকে ডেকে) শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখ, আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম কুচো চিংড়ি, আলুর খোসা ইত্যাদি খাচ্ছি, এরকম কেন দেখলাম বলতে পারিস? এতদিন বড় বড় মাছ আমি সব খেয়েছি আর আজ এইসব খাচ্ছি স্বপ্নে।

গোপালবাবু বললেন — আপনার বিশ্বব্যাপীত্বের সাধন চলছে। ভালো-মন্দ সকলকে আপনি গ্রাস করছেন, আত্মসাৎ করছেন তাই দেখাচ্ছে।

## ৩৭০. স্বপ্ন—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ

**১৯৬৩-**

পুরীতে থাকার সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন স্বপ্নে দেখছেন একটা ব্ল্যাকবোর্ড-



তাতে চারটে কথা লেখা - ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এরমধ্যে অর্থ ও কাম কথা দুটো কাটা।

অর্থাৎ ধর্ম ও মোক্ষ এই দুটোই হবে

———*"দ্বিজেন রায়ের স্মৃতিচারন"*, মাণিক্য—৪৭ পৃষ্ঠা-৫৯

## ৩৭১. স্বপ্ন—সর্বমঙ্গলা মন্দিরের দরজা খুলে গেল

**১৯৬৩-**

পুরীতে থাকার সময় একদিন স্বপ্নে দেখলাম—আমি হাঁটছি রাস্তা ধরে। আমার দেহ হতে বিরাট এক মূর্তি বেরিয়ে আগে আগে গিয়ে সর্বমঙ্গলার মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন।

## ৩৭২. স্বপ্ন—অফিসের মৃত সহকর্মীদের দেখা

**১৯৬৩-**

পুরীতে আরেকদিন বললেন দেখ, কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি—আমার অফিসের সহকর্মীদের যারা এখন মৃত, কারো নাম ঈশ্বর, কারো নাম ভগবান ইত্যাদি।

## ৩৭৩. শরৎ মিত্রকে দেখা

**১৯৬৩-**

বাল্যকালে মৃত এক জেলেকে (মতি বাগ) দেখলাম। সে যেন জাল ফেলে মাছ ধরছে। আমার এক সহপাঠী শরৎ মিত্র, তাকেও দেখলাম বারকয়েক।

## ৩৭৪. ইচ্ছামৃত্যুর পরের অনুভূতি

**সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ এর মধ্যে-**

১৯৬৩ এর সেপ্টেম্বরে অনুভূতি হল—আমার জীবত্ব ইচ্ছামৃত্যু প্রার্থনা করছে। তারপর টুকুটুকু অনুভূতি হয়। কিছুদিন পর স্বপ্নে দেখলাম—অতীন্দ্রবাবুকে। এর আগে দৈববাণী হয়েছিল—যা কিছু হয় সব দেহের ভিতর। এরপর দেখি

কোলে শিশু। পরে দেখি সেই শিশু বসে আছে আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে। এরপর ধ্যানে অনুভূতি হল—একটা জিনিস মূলাধার থেকে উঠে সহস্রারে গেল আর দেখলাম তার সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক তার যোগ করা আছে। আর সেই সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা গেল। এই সমস্ত অনুভূতি—হতে ১২/১৩ মাস সময় লেগেছে। অনুভূতিগুলোর প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার লিংক আছে।

——*বিনয়শতক*

## ৩৭৫. স্বপ্ন—ছোটো আমি, বড় আমি

**১৯/১/১৯৬৪-**

কাল (১৯/১/১৯৬৪) দেখলুম—একটা ছোট আমি আর একটা বড় আমি। ছোট আমি বলছে, আমার সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে। বড় আমি, বিরাট আমি বলছে আমার কিন্তু সব ঝঞ্ঝাট চোকে নি। ছোট আমি হল জীবচৈতন্য আর বড় আমি শিবচৈতন্য। ছ'মাসের মধ্যে ব্রেন সেল কেমন ডেভলপ করেছে। জীব আর শিব দুজনেই কথা বলছে। প্রথমে জীব পরে শিব। এখন দুজনেই কথা বলছে।

——*জীবন সৈকতে*, পৃষ্ঠা-২০৪

## ৩৭৬. ধ্যানে—আশুতোষ মুখার্জীকে দর্শন।

**৩/২/১৯৬৪-**

এই পাড়ায় দুটি ভাইবোন—তারা বছর চার ধরে রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় আমাকে প্রণাম করে যায়। তা, আজ সকালে বোনটিকে (ছোট) দেখলাম। তারপর দুপুরে দরজা খুলতেই দেখলাম বিনয়কে। আর পরে (দুপুরে) ধ্যানে দেখলাম স্যার আশুতোষ মুখার্জীকে—কোট প্যান্ট পরা, গলার টাই খুলছেন।

আশুতোষ বাবু ইউনিভার্সিটির (Calcutta) VC- তাহলে ওর টাই খোলা মানে Universal বন্ধন খুলে দিলাম।

বিনয় মানে তো Code of conduct. সকালে মেয়েটিকে দেখালো মানে আদ্যাশক্তি, তারপর দরজা খুলতে বিনয়কে দেখলাম, মানে Code of conduct



বা cosmic law, তারপর আশুতোষকে neck tie খুলতে দেখলাম—মানে জগতের বন্ধন খুললাম।

—*বিনয়শতক*

## ৩৭৭. ট্রান্সে দর্শন—অতীন্দ্রকে দেখা

**৯/৫/১৯৬৪-**

আজ ট্রান্সে দেখলাম—বসে আছি। পিছন থেকে অতীন্দ্র গোপাল সিংহরায় তার ডানহাতটা সাপের ফনার মতো করে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

অতীন্দ্র মানে তূরীয়। এই তূরীয় অবস্থায় আমার অবস্থান। হাতটা ওইরকম করে আছে মানে শক্তি দিচ্ছে। আমি স্রষ্টা বলে আমারই হাত ওই তূরীয়তে গিয়ে পড়ছে—কিছু জিনিস বার করতে চেষ্টা করছি।

এর আগে নির্গুণ থেকে (অন্ধকার গহ্বর থেকে) অনাথবন্ধুকে টেনে বার করলাম।

তার আগে দেখেছিলাম জওহরলাল নেহেরু মলিন বেশে, বিষন্ন বদনে রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন। দেখিয়েছিল অবতারত্ব চলে গেলে এই অবস্থা আসবে।

## ৩৭৮. দৈববাণী—গদাই যা করে

**২৭/৫/১৯৬৪-**

কিছুদিন আগে একটা দৈববাণী হল—'গদাই যা করে।' গদাই মানে বাণী। অর্থাৎ ওই বাণীতেই যা কিছু হবে। আর সেই দৈববাণীর সময় আমার মাথার কাছে কিছু একটা চক্রের মতো ঘুরছিল। অর্থাৎ চক্রাকারে এই বাণী ঘুরবে ও তাতেই হবে।

## ৩৭৯. ধ্যানে দর্শন—কোলে শিশু

**১৯/৬/১৯৬৪-**

আজ ধ্যান করতে বসে একটি শিশুকে দেখলাম। শিশুটি আমার পাশে বসে আছে আমার কোলে হাতটি রেখে। দিন চারেক আগে দেখছি একটি শিশু আমার কোলে বসে আছে।

ওরে আমি আবার আমাকে সৃষ্টি করছি। আমার আমিকে সৃষ্টি perpetual.

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৭২

### ৩৮০. দৈববাণী—এক অদ্ভুত অপূর্ব বস্তু আছে

**১৩/৩/১৯৬৫-**

কাল একটা দৈববাণী শুনলাম—"এক অদ্ভুত অপূর্ব বস্তু আছে।" ব্যস আর কিছু না।

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৭৯

### ৩৮১. স্বপ্ন—দ্বিতীয়বার কালপুরুষ দর্শন

**১৫/১/১৯৬৬-**

দেখছি—একটি ছাদ খোলা passenger ভর্তি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছি। একজন কালো লোক যার দেহ লোমশ আমাকে প্রণাম করলে। আমিও প্রতি নমস্কার করলাম। মনে হচ্ছে, এ কালপুরুষ। ইতিমধ্যে ওই লোকটি ট্রেনের বাইরে এসেছেন। যখন ট্রেনটা চলতে শুরু করল উনি একটা কম্পার্টমেন্টের বাইরে থেকে দরজার হাতল ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "আমাকে জায়গা দাও, আমাকে জায়গা দাও" বলে।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা-১০৮

### ৩৮২. Vision—খগেন, প্রকাশ ও সতীশকে দেখা

**১২/২/১৯৬৬-**

দেখ, ঘরে তিনজনেই অনুপস্থিত। প্রথমে দেখলাম খগেনবাবুকে, পরে প্রকাশকে আর সবশেষে দেখলাম সতীশকে। কী দেখলাম বলতে পারিস ?

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৮৪

### ৩৮৩. স্বপ্ন—ঠিক দাদামশাই ঠিক

**২৭/৩/১৯৬৬-**

স্বপ্নে দেখছি—মাটির ঘর। মাতামহ (প্যারীমোহন সরকার) দাওয়ায় বসে



কি পাঠ করছেন। আমি ঘর থেকে শুনছি। শুনতে শুনতে বলছি—ঠিক দাদামশাই ঠিক। তা না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৮৪

### ৩৮৪. স্বপ্ন—পরাবিদ্যা কর্তৃক জল দান

**এপ্রিল, ১৯৬৬-**

স্বপ্ন দেখছি—দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছি। পরাবিদ্যা গামলা প্যাটার্নের একটা কাঁচের বাটিতে টলটলে এক বাটি জল আমাকে দিলো। বাটির গায়ে ornament (metal salt painting) করা। গামলা মানে জগৎ। Ornament (metal salt painting) করা না হলে জলে আমার প্রতিবিম্ব পড়বে না তাই ornament করা। জল যেন মনুষ্যজাতির শুদ্ধমন। হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলাম—আত্মসাৎ করলাম, নিজের সঙ্গে এক করে নিলাম।

### ৩৮৫. স্বপ্ন—বিদেশের চিঠি

**৭/৫/১৯৬৬-**

স্বপ্ন দেখছি—দুটো চিঠি, একটার ওপর একটা রয়েছে। কিন্তু ৪/৫ লাইন করে বিদেশী ভাষায় কি লেখা রয়েছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অর্থ করলাম, বিদেশ থেকে আমার যাবার জন্য কোন নিমন্ত্রণ পত্র আসতে পারে।

পরে সুব্রতবাবু লন্ডনে গেলে উনি বললেন, এবার বুঝতে পারছিস আমার চিঠির স্বপ্নের অর্থ? আমি ইউরোপ যাব না, তাই ওকে (সুব্রতকে) পাঠালো।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা-২০০

### ৩৮৬. দৈববাণী—প্রসন্ন দত্ত ও বিজয় মজুমদার

**১৩/৫/১৯৬৬-**

দৈববাণী শুনলাম—'প্রসন্ন দত্ত ও বিজয় মজুমদার।'

বোঝাচ্ছে একত্বে আমি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত।।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা-২০০

## ৩৮৭. স্বপ্ন—পাকা পটল ভাত দিয়ে খাওয়া

**২৮/৫/১৯৬৬-**

স্বপ্নে দেখছি—লাল পাকা পটল পোড়া মাখা ভাতে মেখে খেতে বসেছি।

——————“পত্রগুচ্ছ”, কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা- ১৭০

## ৩৮৮. স্বপ্ন—একচক্ষু পুরুষ দর্শন

**১২/৬/১৯৬৬-**

স্বপ্ন দেখছি—আমি যেন ব্রহ্মলোকে গেছি। খুব আলো, যেন lime light। চারিদিকে যেন Buddhist চৈত্য রয়েছে। একটি লোককে দেখলাম উপুড় হয়ে (হাঁটু গেড়ে) মাটির দিকে মুখ করে অসাড় হয়ে আছে। আমার কেমন যেন মনে হলো লোকটি আমার চেয়ে উচ্চস্তরের। আমি তাকে যেন ছুঁলাম। লোকটি ওমনি ধড়মড় করে উঠে খানিকটা উঁচুতে অর্থাৎ শুন্যে ধ্যানাসনে বসল। আর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। লোকটির কিন্তু মাত্র একটা চোখ (বড়), মাঝখানে ছিল। তারপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। একচক্ষু Cyclops বা দৈত্যের কথা আছে। ওই একচক্ষু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার সমদৃষ্টি লাভ হয়েছে অর্থাৎ সমদর্শী।

এতদিন তোদের অনুভূতির ওপর base করে বলতাম আমি সমদর্শী। এবার আমার ব্যষ্টির অনুভূতি হয়ে সেটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো। আর এই অবস্থাটা উচ্চস্তরের।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়*, পৃষ্ঠা- ২০২,

## ৩৮৯ স্বপ্ন—ঘরের ভেতর লোক, বাইরে নাচছি

**জুন, ১৯৬৬-**

স্বপ্নে দেখছি—আমি যেমন সকালে ঘরে তালা লাগিয়ে বাইরে বেড়াতে যাই তেমনি বেড়াতে গেছি। এসে দেখি আমার ঘরের সামনে একটা বছর ৩০ এর ও আর একটি ১০/১২ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আসাতে



বড় ছেলেটি ঘরের তালা খুলল। ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি ঘরের ভেতর জনা কয়েক অচেনা লোক মেঝেতে বসে আছে। তাদের মধ্যে কেবল হীরুকে চিনতে পারলুম। আমি ঐ দেখে বাইরে থেকেই হাততালি দিয়ে নাচছি আর বলছি, বাঃ বেশ হয়েছে। কী জানি বাপু এর কী অর্থ।

———শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-২০৩

## ৩৯০. স্বপ্ন—রথের দিন আমার জন্মতিথি

**২৯/৬/১৯৬৬-**

উল্টো রথের আগের দিন স্বপ্নে কাকে যেন বলছি—“কাল আমার জন্মতিথি।”*

———শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-২২৯

## ৩৯১. স্বপ্ন—খগেন তালাচাবি দিল

**আগস্ট, ১৯৬৬**

স্বপ্ন দেখলাম—ঘোষ সাহেব (খগেন্দ্রনাথ) তালাচাবি নিয়ে এসে আমার হাতে দিল।

## ৩৯২. স্বপ্ন—Universal self -এর চাকরি হয়েছে

**১১/৮/১৯৬৬-**

স্বপ্ন দেখছি—একটা দেশী অফিসে চাকরি হয়েছে। সেখানে গেছি। সেটা একটা বড় বাড়ি, অনেক ঘর আছে। আমার Universal self সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

*রথযাত্রার তাৎপর্য হলো এইদিন জগন্নাথ তাঁর নিত্যধাম থেকে নেমে আসেন—সকলের মাঝে ধরা দেন।

## ৩৯৩. দৈববাণী—৩২ আনার জায়গায় ৬৪ আনা

**২৪/৮/১৯৬৬-**

দৈববাণী হল—৩২ এর জায়গায় ৬৪ হয়েছে।*

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়* পৃষ্ঠা-১১৫

## ৩৯৪. স্বপ্ন—পুরনো ধর্ম বাঁচল না

**আগস্ট, ১৯৬৬-**

স্বপ্ন দেখছি—খুব বড় আর সুন্দর খাবারের দোকান। অনেক রকম খাবার সাজানো। আমি গিয়ে বললাম এক টাকায় ৫/৬ রকম খাবার যা হয় দাও। কিন্তু আমার কথা কেউ শুনল না আর খাবারও দিলো না। আমি বেরিয়ে এসে দেখি শিবের মতো দেখতে একজন লোক—সেই যেন খাবার বিক্রি করে। তাকে আমি বললাম, তোমাদের দোকান উঠে যাবে। তারপর দেখছি সেই দোকানে কোনো খাবারই নেই। কেবল কয়েকটা চেয়ার বেঞ্চ পড়ে আছে।

৫/৬ রকম খাবার কিনতে চেয়েছিলাম—তবু ৫/৬ রকম ধর্মকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাও থাকলো না।

অর্থাৎ ভক্তিভক্ত নিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন, পাঁচ রকম স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন।

## ৩৯৫. ট্রান্সে—ইচ্ছামৃত্যু প্রসঙ্গে তৃতীয় দর্শন

**৩/৯/১৯৬৬-**

আজ বিকেল সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় আমি ট্রান্সে দেখছি ঘরের ভিতরে রয়েছি। আমার universal self হয়েছে। এক অজানা অতি প্রাচীন লোক ততোধিক প্রাচীন একটা গামছা পরে একজোড়া জীর্ণ জুতো হাতে করে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় রাখতে যাচ্ছে। আমি বললাম জুতো জোড়া আমার কাছে নিয়ে এস। ট্রান্স ভেঙ্গে গেল। উনি বললেন, কি দেখলাম বলতে পারিস? এটি সম্পূর্ণ আমার ব্যষ্টির—আমার "ইচ্ছামৃত্যু" এই দৃশ্যে দেখিয়ে গেল।

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা-৩৮৮

*৬৪ আনা অর্থাৎ পূর্ণত্ব বজায় রেখে অপরকে ৩২ আনা দেবার, ভগবানত্ব দানের ক্ষমতা লাভ হয়েছে।



## ৩৯৬. স্বপ্ন—বাগান-বেগুন-দোকান-বসন্ত

**৭/৯/১৯৬৬-**

স্বপ্নে দেখছি—সুন্দর একটি ফুলের বাগান। সেখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তায় এসে পড়লাম। ডানদিকে একটা লোক এক ঝুড়ি বেশ সুন্দর কালো কালো বেগুন বিক্রি করছে। দেখলাম কিন্তু কিনলাম না। বেশ একটু এগিয়ে গেলাম। পরে মনে হল একটা বেগুন কিনে আনি। ফিরে এসে দেখি সব বেগুন বিক্রি হয়ে গেছে। আবার এগিয়ে গেলাম। কিছুদূরে এসে দেখি একটি মুদিখানার দোকান। তার পাশেই একটি নতুন ঘর। ঘরে বসন্ত দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের পিছনের দেওয়ালটা সাদা দুধের মত। সেই দেওয়ালে অক্টাগোনাল শেপের (shape) একটি ওয়াল ক্লক। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

————*অমৃত জীবন*, পৃষ্ঠা- ৩৮৯

## ৩৯৭. স্বপ্ন—খুলে যাওয়া দাঁত আবার সেট হলো

**১৯৬৬-**

স্বপ্নে দেখছি ওপর পাটির সব দাঁত আমার হাতে ধরা রয়েছে। ভাবছি দাঁতটা আবার ঠিকমতো পরাতে পারবো তো! তারপর সেটার ঘাটগুলো ঠিক আছে দেখে নিয়ে আবার মুখে পুরে দিতে সেটা ঠিকভাবে আটকে গেল।

## ৩৯৮. দৈববাণী—প্রথমে ভারত পরে whole world ঘুরবো

**১৯৬৭ (মধুপুরে)-**

দৈববাণী করে জানিয়েছে "প্রথমে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করব তারপর whole world..."

## ৩৯৯. ট্রান্সে—ভাতে কে ঘি ঢেলে দিচ্ছে

**৬/১/১৯৬৭-**

কাল রাতে শোবার সময় দেখছি—জ্যোতি। আমি অল্প ভাত চটকাচ্ছি আর কে যেন এক বাটি ঘি ঢেলে দিচ্ছে।

...অর্থ করলেন জগৎ চৈতন্যলাভ করছে।

## ৪০০. দৈববাণী—"কি অদ্ভুত এইসব"

**৬/১/১৯৬৭-**

আজ ভোরে একটা দৈববাণী শুনলাম। প্রথমে দেখলাম flood light, তারপর যেন সেই জ্যোতি থেকেই বলছে—"কি অদ্ভুত এইসব।"

## ৪০১. Vision—পান্নাবাবুকে দর্শন

**৯/১/১৯৬৭-**

আজ সকাল থেকেই পান্নাবাবুকে (পান্নালাল ঘোষ- প্রতিবেশী) দেখতে আরম্ভ করেছি। আমি দেখছি অর্থাৎ গুরুদেহে সাধন।

পান্না বাবু জানালেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—তিনি জীবনকৃষ্ণের সাথে এক ট্রেনে চড়ে যাচ্ছেন, শেষে কদমতলার ঘরে এলেন—উনি স্যুট ছাড়তে লাগলেন—আর পান্নাবাবু নিজের ঘরে চলে গেলেন।

গাড়ি- সুষুম্না—আমার সঙ্গে এলেন অর্থাৎ স্বধামে এলেন।

## ৪০২. স্বপ্ন—পাখি ওড়া ও সূর্য দর্শন

**১০/১/১৯৬৭-**

আজ ভোরে দুটো স্বপ্ন দেখেছি—

প্রথমে দেখলুম—আকাশ। একটা পাখি যেন উড়ে বেড়াচ্ছে।

আমার মনের অবস্থা দেখাচ্ছে। আমার এই জ্বর যাতনা থেকে মন নির্লিপ্ত থাকবে (তখন উনি অসুস্থ)।

তারপর দেখলুম সূর্য। সূর্য বটে তবে পাতলা মেঘে ঢাকা। শুধু glow-টা দেখা যাচ্ছে। —ওসবের অর্থ ঠিক বোঝা যায় না। যতসব প্রেজুডিস (prejudice) নিয়ে ঐ সমস্ত দেখা যায়।*

———*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-১৪৮*

*এই দর্শন ও তার শিক্ষা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়—এটি জগতের মানুষের জন্য।



## ৪০৩. ট্রান্সে দর্শন—ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে

**৪/২/১৯৬৭-**

আজ দুপুরে খেয়ে উঠে বাইরে রোদে বসে আছি। ট্রান্সে দেখছি একটা স্টেশন। সেখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। যেন ঐ ট্রেনে আমি যাব। কিন্তু কিসের জন্য যেন আটকে আছে। আচ্ছা বলতে পারিস, এর সঙ্গে "এবার তৈরি হ" দৈববাণীর কোন লিংক আছে কি?

## ৪০৪. দৈববাণী—"5 years, 5 years, 5 years"

**২৬/২/১৯৬৭-**

আজ ভোর রাতে দৈববাণী হল—5 years, 5 years, 5 years. ভাবলুম বোধহয় পরমায়ু সম্বন্ধে বলছে। তখন বড় দুঃখ হলো। এখনো পাঁচ বছর কষ্ট ভোগ আছে কপালে। অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হবে। তারপর হারু এসে বলল, সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে, এক বিরাট রেললাইন। প্রচুর লোক। কে যেন বলছে আর পাঁচ বছরের মধ্যে একত্ব হয়ে গেলে আর আমাদের দুঃখ থাকবে না।*

## ৪০৫. ধ্যানে দর্শন—দু'রকম ভক্ত- দু'রকম আঙ্গুর

**৫/৩/১৯৬৭-**

কাল দুপুরে ধ্যান করতে ইচ্ছা হলো। ভাবলাম এখানকার situationটা দেখি। এরকম বড় একটা মনে হয়না। দেখলাম একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় depression, তাতে জল জমে আছে। কিন্তু আমি যেন তার পাশ দিয়ে অর্থাৎ রাস্তার ধার দিয়ে চলে গেলাম। বোঝাচ্ছে আমার রাস্তা ঠিক আছে।

আবার দুপুরেই ট্রান্সে দেখলাম—যেন আঙ্গুর খাচ্ছি। সামনে চেয়ে দেখি দু'রকমের আঙ্গুর স্তূপাকার হয়ে রয়েছে—দেশি ও ছোট আঙ্গুর। দেশিগুলো ভালো নয়। দেখাচ্ছে আমার কাছে দু'রকমের লোক আসবে। কে জানে!

*এই ৫ বছর মানে কী বাস্তবে ৫০ বছর?

## ৪০৬. স্বপ্ন—আমি আর patronise করবো না

**১৯/৩/১৯৬৭-**

স্বপ্ন দেখছি— বলছি—"আমি আর patronise করবো না।"

Patronise মানে to give countenance or encouragement to. Countenance কথার অর্থ মুখমণ্ডল। আমি তার অর্থ করলাম আমায় আর লোকে দেখবে না।

————*অমৃত জীবন, পৃষ্ঠা-৪০০*

## ৪০৭. ট্রান্সে—হাতে পাতলা ক্ষীর ঢেলে দিল

**এপ্রিল, ১৯৬৭**

দেখছি—আমার হাতে কে যেন পাতলা ক্ষীর ঢেলে দিল।

————*কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা- ১৮৫*

## ৪০৮. স্বপ্ন—সুধাদুধ খাব

**৫/৪/১৯৬৭-**

স্বপ্ন—ব্রেনের ভিতরে দেখছি যেন অনেকগুলো chamber আছে। আমি একটা chamber-এ (ব্রহ্মতালুর কাছে) আছি। তার পাশেই আরেকটা chamber আছে। আমি যেন সেই chamber-এ যেতে চাইছি। আর দেখছি ব্রেনের প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে current pass করছে ও spark হচ্ছে। আমি বলছি—ওইখানে বসে বসে সুধাদুধ খাবো।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-১৮৪; কত কথা পড়ে মনে, পৃষ্ঠা ১৮৫*

## ৪০৯. স্বপ্ন—পথ খুঁজে পেয়েছি

**১৯/৭/১৯৬৭-**

কাল একটা স্বপ্ন দেখলুম— আমি যেন শহরে যাবার পথ খুঁজছি। অনেক ঘুরে একটা রাস্তায় এসে পড়লুম। তখন ভাবলুম এই তো পথ। এই পথ দিয়ে শহরে যাওয়া যাবে। এই কথা ভেবে চিৎকার করে বলছি "আমি পথ খুঁজে পেয়েছি, আমি পথ খুঁজে পেয়েছি।"

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-১৮৮*

## ৪১০. দৈববাণী—পনেরো আনা

**২১/৭/১৯৬৭-**

কাল রাতে একটা দৈববাণী হয়েছে। কেউ যেন বলছে, "পনেরো আনা, পনেরো আনা।" তার কথার জবাবে আমি বলছি—"সাড়ে পনেরো আনা, সাড়ে পনেরো আনা, সাড়ে পনেরো আনা।" এইভাবে তিনবার বলতে বলতে আমার দৈববাণী ছেড়ে গেল।

বোধহয় আমার আয়ু সম্বন্ধে বলেছে। পনেরো আনা মানে ৭৫ বৎসর। যাইহোক দেখা যাক।

————*শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংশ্রয়, পৃষ্ঠা-১৮৮*

## ৪১১. Vision—কার্তিককে দর্শন

**২৯/৭/১৯৬৭-**

আনন্দের কাছ থেকে এক গ্লাস জল খেলাম। জল খাওয়ার সময় কার্তিককে দেখলাম। অর্থাৎ আমি জল খেলুম না, খেলো কার্তিক। এর দুটো অর্থ। প্রথম কার্তিক অনেকদিন আসেনি। ওর আত্মিক তৃষ্ণা ছিল, সেটা মিটলো। দ্বিতীয় আমি কার্তিক হয়েছি। কার্তিক ছিলেন দেবসেনাপতি, রণজয়ী। আমি রনে জয়ী হবো। অর্থাৎ জগতের মনুষ্যজাতিকে আমি জয় করব।

————*হারানো পুরুষ, পৃষ্ঠা-২৭৫*

## ৪১২. দৈববাণী—আমি বলছি, আমাকে ছেড়ে দাও

**৯/১০/১৯৬৭-**

দৈববাণী শুনছি যেন আমি অতি করুন সুরে বলছি "আমাকে ছেড়ে দাও।"

এটা কি তা জানি না। তবে এই জীবনটা পেয়েছিলাম। দেখলাম—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার আমাকে নিয়ে হলো।

## সংযোজনী ও সংশোধনী

* পৃ. ৬০— বাবুর বাগানের এই স্বপ্নের পরে কথামৃতের বাণীর যোগের ব্যাখ্যা আপনা হতে জীবনকৃষ্ণের মনে ফ্লাশ (flash) করতে লাগলো।

* পৃ. ৬৪ রসের সাধন—'তলপেটে কোটিপদ্ম'—চণ্ডীদাস। আগমের পঞ্চভাব নিগমে ঘনীভূত হয়ে পঞ্চরসে পরিবর্তিত হয়।

* পৃ. ৬৮— 'সাঁকো'—কথামৃত যেন ভবনদীর উপর বাঁশের পোল।

* পৃ. ৭০— 'প্রত্যাহার'—তিনি যখন ভগবানত্ব অতিক্রম করে পরম এক হলেন তখন কেউ তাকে অবতার বা ভগবান বললে সমাধি হয়ে যেত অর্থাৎ ওকথা গ্রহণ করছেন না, প্রত্যাহার হচ্ছে।

* পৃ. ৭৩— 'আমার এত আনন্দ কেন?' এই অনুভূতি সম্ভবত ১৯৩০-৩১ সালের—অতএব অনুভূতিটি সূচী ক্রমের ৭৩ নং অনুভূতির পরে হবে।

* পৃ. ৭৯— ক) 'অনাথবন্ধু দর্শন'—নির্গুণের শক্তি।

খ) 'সারপ্লাস হয়েছে'—সারপ্লাস বডি হয়েছে।

* পৃ. ৯০— পূর্বজন্ম দর্শন—এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে জীবনকৃষ্ণ বলেছেন, পূর্বজন্ম নয়, পূর্বপুরুষের সংস্কার—Line of heredity.



* পৃ. ১৩৪— চামুণ্ডা দর্শন অন্নময় কোষে হয়েছিল। অন্নময় কোষ—স্থূল দেহ। স্থূলদেহ বলতে এখানে বস্তুগত দেহকে (Physical body) বোঝায় না। সমগ্র আত্মিক শরীরকে (Gross spiritual body) বোঝানো হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে কোন অনুভূতি হয় না। কিন্তু অন্তিম পর্বে দেহ সমেত ব্রহ্মকে চামুণ্ডা রূপে দর্শন হয়। তখন ব্রহ্মই কালী—চামুণ্ডা। তাই অন্নময় কোষে এই দর্শনের কথা বলা হয়েছে।

* পৃ. ১৫৭— ভূমানন্দকে চেয়ারে বসালেন না—কারণ বিশ্বব্যাপীত্বে (ভূমানন্দ অবস্থায়) তিনি আটকে থাকবেন না। তিনি ভূমানন্দের ঊর্ধ্বে সদাজাগ্রত ক্রিয়াশীল চৈতন্য হয়ে উঠলেন।

* পৃ. ১৮১— কার্তিক দর্শন—ষড়ানন কার্তিক পঞ্চানন শিবের পরবর্তী বিকশিত অবস্থা—সাধারণ মানুষের মধ্যে দেবত্ব স্থায়ীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কাশ্মিরী শৈববাদের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ এই নিয়ন্ত্রক অবস্থার কথা বলেন। সদ্‌বিদ্যাতত্ত্বের পরবর্তী অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসে—এই স্তরটি ফুটতে শুরু করে। এটি আসলে পরম শিবের ক্রিয়াশীলতার অবস্থা।

# Notes

## সংযোজনী ও সংশোধনী --- ২

* আনুমানিক ১৯১৮ সালে—আত্মাপাখি দর্শন—ধ্যানে প্রথম অবস্থায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, মহাকাশের নীচে ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে আত্মাপাখি। এও একপ্রকার সমাধি।
  —ধর্ম ও অনুভূতি, ব্যাখ্যা নং ৪৮

* আনুমানিক ১৯৩১ সাল—পরমহংস অবস্থা যখন দেহেতে প্রকাশ পায় তখন মহাবায়ু সহস্রারে ওঠে, বায়ুর চাপে গাল দুটি স্ফীত হয়। ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয় আর মৃদু কম্পন লক্ষ্য করা যায়—দেখলে বোধ হয় ফিকফিক করে হাসি। প্রকৃতপক্ষে এ হাসি নয়।
  সমাধি অবস্থায় একরকম অট্ট অট্ট হাসি হয়—সে কিন্তু নিম্নাঙ্গের।
  —ধর্ম ও অনুভূতি, ব্যাখ্যা নং ৫৪

* উন্মনা সমাধি—১৯১৮ সালে—ছড়ানো মন গুটিয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্বিন্দু দর্শন। তারপর মন সহস্রারে প্রবেশ করে ও আত্মা সাক্ষাৎকার হয়
  —ধর্ম ও অনুভূতি, ব্যাখ্যা নং-৩৪২

* পৃঃ ২৯—ঘাড়ে বসিয়ে নেন সচ্চিদানন্দগুরু।

* পৃঃ ৫৪—বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার—সহস্রারের চামড়া গুড়িয়ে যায় ও সহস্রার দর্শন হয়—এই-ই ঠাকুরের ভাষায় রাসফুল।



* পৃঃ ৫৬—ঋষি দর্শন—ইনি প্রাচীন পুরুষ—আদিপুরুষ—আকাশ থেকে নেমে আসছেন—নির্গুণ থেকে আসছেন।

* পৃঃ ৬৪—রসের সাধনে লীলা থেকে নিত্য ও নিত্য থেকে লীলার অনুভূতিই নিত্যলীলা যোগ।

* পৃঃ ৮৩—একটি গাল ফুলে ওঠাকে বলে ‘ভাব’, দুটি গাল ফুলে উঠলে সচ্চিদানন্দ অবস্থা। ভাব—কুন্ডুলিনী জাগরণ (গতি মেরুদণ্ড দিয়ে) আর মহাভাব—মহাবায়ুর জাগরণ (গতি তলপেট দিয়ে)।

* দেহ আত্মার রমন—দেহটাকে তোলপাড় করে দুমড়ে ভেঙে দিতে চায়—শুয়ে যদি হয় তাহলে কাত্‌লা মাছের মতো চিৎ হয়ে আছাড় খায়।

* সূক্ষ্ম শরীর—আনুমানিক ১৯১৫ সালে—বায়বীয় মূর্তি—স্বপ্নে উড়ে বেড়ায় যে শরীর। ধ্যানে দেখা যায় নিজের অল্পাকৃতি ছোট প্রতিরূপ—সামনে বসে ধ্যানমগ্ন।
  —ধর্ম ও অনুভূতি, ব্যাখ্যা নং-১১৩৫

* আনুমানিক ১৯২৯ সালে—যত আমার আমি কমছে তত দেহেতে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন। এই সময় দেখতে পাওয়া যায়—পুরাণ পুরুষ শিশুকে হাতে ধরে নিয়ে চলেছে।